সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
|| Weekly Bangladesh || New York, Vol. 29 ● Issue 12 ● Thursday, 27 August 2026 ● ১১ ভাদ্র ১৪৩৩, ১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮

পাঁচ বছরে দেশে ৭৭ হাজার আত্মহত্যা

ঢাকা : আত্মহত্যা দেশে বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পুলিশের *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার তাগিদ

বাংলাদেশ ডেস্ক : আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ইমিগ্রেশনের নতুন ফেডারেল নিয়ম কার্যকর *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সাক্ষাৎকার স্থগিত

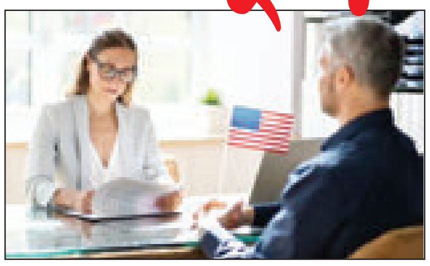

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বিশ্বজুড়ে অভিবাসী ভিসার আবেদনকারীদের জন্য সাক্ষাৎকারের সময়সূচিতে বিরতি জারি করেছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে। দেশটির চলমান অভিবাসনবিরোধী অভিযানের মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সেপ্টেম্বর থেকে গ্রিন কার্ড ও ওয়ার্ক পারমিটের ফরমে পরিবর্তন আসছে

বাংলাদেশ রিপোর্ট : আগামী মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৬) থেকে পরিবর্তন আসছে গ্রিন কার্ড এবং নন-ইমিগ্রান্ট স্ট্যাটাসে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসীদের নতুন ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন বা মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন ফরমে। এছাড়া ভিজিটর, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব : মিলাদ ও জিয়ারত প্রসঙ্গ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

মাঠের রাজনীতিতে বরাবর সোচ্চার থাকা রাজনীতিবিদ, বিএনপির সদ্য সাবেক মহা-সচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

লোডশেডিংয়ে দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত

ঢাকা : দিন দিন কমার তুলনায় বাড়ছেই গ্যাসের সংকট। সংকট এত তীব্র আকার ধারণ করেছে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ ৫ সেপ্টেম্বর

ঢাকা : আগামী ৫ সেপ্টেম্বরের ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ কর্মসূচি *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

বাংলাদেশে ১০ শতাংশ মানুষের হাতে ৯০ শতাংশের বেশি সম্পদ

ঢাকা : কোটি মানুষের শ্রমে-ঘামে ঘুরছে অর্থনীতির চাকা। অথচ সেই অর্জনের সিংহভাগ জমা হচ্ছে গুটিকয়েক মানুষের হাতে। সব মিলিয়ে চরম আয় বৈষম্যের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। দেশে ১০ ভাগ মানুষের হাতে ৯০ ভাগের চেয়ে বেশি সম্পদ জমা হচ্ছে। ফলে সমাজে বাড়ছে বৈষম্য। সরকারি হিসাব *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

মনোকষ্টে বিএনপির ত্যাগী নেতারা

ঢাকা : দীর্ঘ ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে রাজপথের তীব্র আন্দোলন-সংগ্রাম এবং অগণিত *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

ইউরোপ-যাত্রায় ২,১৮৮ বাংলাদেশির প্রাণহানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইউরোপে উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে গত ৩ আগস্ট লিবিয়ার তবরুক থেকে নৌকায় উঠেছিলেন ৩৮ বাংলাদেশী। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে গ্রিসে পৌঁছার লক্ষ্য ছিল রাবারের নৌকাটির। কিন্তু মাঝপথে ইঞ্জিন বিকল *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

OUR GROUP OF COMPANIES
1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Red Cow FULL CREAM MILK POWDER
FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY
285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

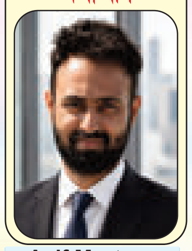

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্রাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ
শারীরিক চেক আপ
শিশু রোগ চিকিৎসা
সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা
উচ্চ রক্ত চাপ
ডায়াবেটিস
হাই কোলেস্টেরল
অ্যাজমা
ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক **বাংলাদেশ** পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশ যোগ না দিতেই ভারতের উদ্বেগ

মুসলমানদের অনৈক্য, বিভক্তির ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের ডাক ক্রমে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এহেন বাস্তবতা সামনে রেখে গত ৭ আগস্ট সৌদি আরবের মক্কায় আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান সাত দশক আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর ন্যাটো চুক্তির আদলে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটিকে সাধারণভাবে 'মক্কা চুক্তি' বলা হলেও আন্তর্জাতিক সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে বর্ণ না করছেন 'ইসলামিক ন্যাটো' বলে। যে যাই বলুক, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রধান মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একটি বৃহত্তর সামরিক ঐক্যজোট গড়ে উঠতে চলেছে। এই জোটে যোগ দেয়ার প্রশ্নে ইরানের পক্ষ থেকেও নাকি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিকভাবে মুসলমানদের অনৈক্য দূর করার মাধ্যমেই এবার নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন চুক্তি স্বাক্ষরকারী তিন দেশের নেতা - সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ত্রিপক্ষীয় এ চুক্তিতে ন্যাটোর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের আদলে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার কাঠামো রাখা হয়েছে। চুক্তির মূল ধারায় তিন স্বাক্ষরকারী দেশের যে-কোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলাকে তিন দেশের সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বাংলাদেশকেও এই জোটে যোগ দেয়ার অনানুষ্ঠানিক প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত প্রকাশে কিছু বলেনি। কিন্তু মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে ভেবে ভারত আগে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ভারত কূটনৈতিকভাবে কিছু না বললেও ভারতের মি-ডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই চুক্তিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করেছে। তারা প্রক-ারান্তরে বলতে চাইছে যে, এ ধরনের কোনো সামরিক চুক্তিতে প্রবেশ করার কোনো অধিকার বাংলাদেশের নেই। এই নিরাপত্তা জোটে সৌদি আরবের বিপুল আর্থিক সক্ষমতা, তুরস্কের উন্নত সামরিক-শিল্প প্রযুক্তি এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা একত্রিত হওয়ায় নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ অনুমান করছেন যে এর প্রভাব পারস্য উপসাগর ও লেভান্ত অঞ্চলের বাইরে বিস্তৃত হতে পারে বলে। এমনকি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই জোটের পরিসর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির আওতায় ঢাকা কৌশলগত ও নিরাপত্তা অংশীদারীত্ব বহুমুখী করার আশাবাদ ব্যক্ত করায় ভারত আশঙ্কা করছে যে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ যদি মক্কা চুক্তির পরবর্তী স্বাক্ষরকারী দেশ হয়, তাহলে ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতার অবসান ঘটবে, অথবা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাবে। তাছাড়া ভারত তাদের দেশের অশান্ত অঞ্জলগুলোকে দমনমূলক উপায়ে শান্ত রাখার চেষ্টা বর্তমান সময়ের মতো কার্যকর নাও থাকতে পারে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটার পর ড. মুহামামদ ইফনুসের অন্তবর্তী সরকারের মেয়াদে ঢাকা ইসলামাবাদ সম্পর্ক উষ্ণ হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সরাসরি সমুদ্র যোগাযোগ ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ যদি মক্কা চুক্তির শরীক হয়, তাহলে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ পাকিস্তানেরও আরও কাছে আসবে এবং এঁাই ভারতের উদ্বেগের বড় কারণ। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির ইতোমধ্যে বলেছেন যে, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানকে নিয়ে গঠিত সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বা প্রতিরক্ষা কাঠামোয় অংশগ্রহণের বিষয়ে ঢাকার ইতিবাচক অবস্থান রয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি এখনো সম্ভাবনা ও বিশ্লেষণের পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ কোনো নিরাপত্তা কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হলে ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ থাকতে পারে না মনে করেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।

নামাজের সময়সূচি

২০-২৬ আগস্ট ২০২৬ — ১৪-২০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৭ আগস্ট	৪.৫৮	৬.১৮	১২.৫৭	৫.৪১	৭.৩৬	৮.৫৬
২৮ আগস্ট	৪.৫৯	৬.১৯	১২.৫৭	৫.৪০	৭.৩৪	৮.৫৪
২৯ আগস্ট	৫.০০	৬.২০	১২.৫৭	৫.৩৯	৭.৩৩	৮.৫২
৩০ আগস্ট	৫.০১	৬.২১	১২.৫৬	৫.৩৮	৭.৩১	৮.৫১
৩১ আগস্ট	৫.০২	৬.২২	১২.৫৬	৫.৩৭	৭.৩০	৮.৪৯
০১ সেপ্টেম্বর	৫.০৩	৬.২৩	১২.৫৬	৫.৩৬	৭.২৮	৮.৪৭
০১ সেপ্টেম্বর	৫.০৪	৬.২৪	১২.৫৬	৫.৩৫	৭.২৬	৮.৪৫

উপসম্পাদকীয়

দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ জাতিকে মহান করে

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকরা স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সুনাগরিক তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একটি দেশের নাগরিকরা যদি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক হয়, তাহলে অনেক সমস্যার এমনিতেই সমাধান হয়ে যায়। একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সুনাগরিক। দক্ষ মাঝি ছাড়া খরস্রোতা নদী পাড়ি দিয়ে নৌযান যেমন তার উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না, তেমনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টি ছাড়া কোনো দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সৎ ও যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করা অপরিহার্য। দেশাত্মবোধ হচ্ছে নিজ সমাজ এবং সমাজের মানুষ তথা দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ বোধ করা। দেশ তথা সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা ও যথার্থ আনুগত্যকেই দেশাত্মবোধ বলা হয়। মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে সর্বস্ব ত্যাগের সাধনাই দেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ। দেশপ্রেম শব্দটি মানুষের আত্মার সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশাত্মবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পৃথিবীর উন্নত ও সভ্য জাতিগুলো তাদের দেশকে সবার উপরে স্থান দিয়েছে। দেশের জন্য তারা সর্বস্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সম্মিলিতভাবে দেশের সেবা করে থাকে। আমাদেরও এভাবে বড় হতে হবে। আর বড় হতে হলে চাই স্বদেশপ্রেম। কারণ উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, দেশপ্রেমের সঙ্গে জাতির উন্নতি এক তারে বাঁধা।

তাই দেশ বা জাতির উন্নতিকল্পে দেশাত্মবোধ অপরিহার্য।
স্বদেশের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। কথায় বলে, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও উৎকৃষ্ট। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'। স্বদেশের জন্য মানুষ হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি / সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।' জন্মভূমি তথা নিজ দেশের প্রতি কবির যে ভালোবাসা ও আকর্ষণ, তা উল্লেখিত পঙ্‌ক্তিমালায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি যার হৃদয়ে আলোড়ন তোলে না, সে জীব হয়েও জড়। মানুষ তার নিজের জীবনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সে জীবন দেশ-দেশাত্মবোধের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। স্বদেশের কল্যাণের জন্য, দেশ স্বাধীন করার জন্য ৩০ লাখ বাঙালি আত্মদান করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল গভীর দেশপ্রেম, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ। আর এ স্বদেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ তখনই ঘটে, যখন মানুষ সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। বাঙালি যখন নিজ দেশ, নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল, যখন তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতার বিকাশ ঘটেছিল, তখনই তারা মায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মান রক্ষার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। তারা মরেও অমর।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ যেমন দেশাত্মবোধের পরিচায়ক, তেমনি সাহিত্যে, শিল্পকলায়, কৃষি ও সংস্কৃতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, জনস্বার্থে বা অন্যান্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কাজ করাও দেশপ্রেমের লক্ষণ। আর যখনই মানুষ সামাজিক সচেতন থাকে, তখনই তাদের মাঝে এসব গুণের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আজ বর্তমান প্রজন্মের মাঝে আমাদের সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা যেন আমাদের ভাষা-সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন করছি না। বিদেশি সংস্কৃতির কু-প্রভাবে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ প্রভাবিত হচ্ছে। আমাদের প্রবীণ-সমাজের দায়িত্ব হলো নবীনদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করা। তাছাড়া আমাদের দেশের মানুষের একটি বিরাট অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিকভাবে সচেতন করার মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। আর এতেই দেশ থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে। আমরা ধীরে ধীরে উন্নতির শিখা দেখতে পাব।

তাই প্রত্যেকেরই কাজ হবে, যার যার ক্ষেত্রে দেশের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে পালন করে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকা। দেশাত্মবোধ নিজের দেশকে জানতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়। দেশপ্রেমের মাধ্যমেই বিশ্বপ্রেমে পৌঁছানো যায়। ফলে বিশ্বমানবতার মহান আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটে। হৃদয়ে দেশাত্মবোধের অনির্বাণ শিখা জ্বালাতে হবে, এই বোধকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করে বলতে হবে : 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।'

আমাদের দেশের এক বিরাট অংশের মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রেম ও নৈতিকতার অভাব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শ ও নীতিবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারছে না। জাতীয় জীবনের সর্বত্রই আমরা দুর্নীতি, অসততার চর্চা প্রত্যক্ষ করছি। এর কারণ, আমরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানার্জনের চেয়ে যেনতেনভাবে সার্টিফিকেট বাগিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয়। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম তা না করে নিজেদের 'বদ্ধ জলাশয়ে' আবদ্ধ করে রাখছে। জ্ঞানার্জন নয়, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট গ্রহণ করে একটি চাকরিতে নিযুক্ত হওয়া।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রথাগত মুখস্থ *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাঙালির স্বাধীনতা অনিবার্যই ছিল

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলার ইতিহাস পলাশীর যুদ্ধের পরে বড় রাজনৈতিক ঘটনা সাতচল্লিশের দেশভাগ। উভয় ঘটনাই পরাজয়ের। সাতচল্লিশের পরে উনসত্তরে যে গণ-অভ্যুত্থান সেটি কিন্তু পরাজয়ের নয়, জয়েরই। এই অভ্যুত্থান নিয়ে বেশ কিছু লেখা আমরা পেয়েছি, আরও পাব, পাওয়া প্রয়োজন। কারণ, উনসত্তরে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান একটি ক্রান্তি-বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলড়ঘটনা-প্রবাহ এর পরে কোন দিকে মোড় নেবে। এটা বোঝা যাচ্ছিল যে পাকিস্তান নামে যে পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র গড়বার চেষ্টা চলছিল, সেটা সফল হবে না। পাকিস্তান ভাঙবে। জিজ্ঞাসাটা ছিল কীভাবে, কখন এবং কাদের নেতৃত্বে?

ভাঙবে যে সেটা ছিল নিশ্চিত, কারণ, পূর্ববঙ্গের মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাষ্ট্রটি ছিল অবাস্তবিক। তার দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ছিল ১২০০ মাইলের এবং মাঝখানে অবস্থান ছিল ভারতের। ভাষা ও সংস্কৃতিতে পূর্ব ও পশ্চিম দুই অঞ্চলে বিস্তর পার্থক্য ছিল; ধর্মীয় ঐক্য থাকলেও ধর্মাচরণে বিস্তর দূরত্ব ছিল।

উনসত্তরের অভ্যুত্থানের চরিত্রটি ছিল জাতীয়তাবাদী। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্মভিত্তিক, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। এই দুই জাতীয়তাবাদ একই রাষ্ট্রের ভেতর হয়তো থাকতে পারত, যদি শাসকগোষ্ঠী আপস করত। কিন্তু আপস সম্ভব ছিল না। ভৌগোলিক দূরত্ব বিচ্ছিন্নতার কারণ ছিল বৈকি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ ছিল পাকিস্তানি শাসকদের শো-ষণকারী অবস্থান। এই শাসকেরা রাষ্ট্রটিকে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছিল; যেটা পূর্ববঙ্গের মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য একটি জাতিসত্তা গড়ে তোলা আবশ্যক ছিল, যাতে বলা যায় আমরা সবাই একই জাতি, একে অপরের আত্মীয়, এখানে বিরোধ অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায়ও। ভারতীয় মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতিড়এই দাবিকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সাতচ-ল্লিশের স্বাধীনতার পর ভারতের মুসলমানদের এক-তৃতী-য়াংশই তো রয়ে গিয়েছিল ভারতে এবং তাদের জন্য জাতীয় পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয়। কাজেই পাকিস্তান ভারতীয় মুসলিম জাতির আবাসভূমিড়এই দাবিটা করা যাচ্ছিল না। এর চেয়েও বড় সত্য ছিল এই যে জাতি গঠনে ধর্ম নয়, ভাষাই হচ্ছে প্রধান উপাদান। ধর্ম যদি প্রধান উপাদান হতো তাহলে বিশ্বের সব মুসলমান একটি জাতিতে পরিণত হতো, যেটি ঘটেনি, ঘটা সম্ভবও ছিল না। তা ছাড়া পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে অমুসলিমরাও ছিলেন। তাই পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' বলে কথিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন; তাঁর আশা ছিল যে ওই ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবে। কিন্তু পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জনই তো ছিল বাঙালি; তারা কেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে? মেনে নেয়নি। বায়ান্নতেই তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান ঘটে, যার পরিণতিতে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও

দেশভাগের পর ভারতের মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশই রয়ে গিয়েছিল ভারতে। ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতে দুই অংশের ভেতর শাসক-শাসিতের যে সম্পর্কটা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল তা দূর হলো না। পাকিস্তানের প্রশাসনিক রাজধানী ছিল পশ্চিমে; বাণিজ্যিক রাজধানীও সেখানেই। শিল্প-কারখানায় কিছু বিনিয়োগ পূর্ববঙ্গে ঘটছিল বটে, কিন্তু মালিকানা ছিল অবাঙালিদের। শাসনকার্য চলত সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাত দিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চপদস্থরা প্রায় সবাই ছিল অবাঙালি। রাষ্ট্রের সর্বাধিক নির্ভরতা ছিল সামরিক বাহিনীর ওপর। সেই বাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। উচ্চপর্যায়ের আমলাদের মধ্যেও বাঙালিদের খুঁজে পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ তিন ভাগে ভাগ করা হতো, দুই ভাগ দুই প্রদেশের, এক ভাগ কেন্দ্রের। কেন্দ্রের যা বরাদ্দ তার সিংহভাগই খরচ হতো পশ্চিমে। অথচ আয়ের প্রধান উৎস ছিল পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গের জন্য যেটুকু বরাদ্দ থাকত তাও ঠিকমতো এসে পৌঁছাত না।

জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের সুরক্ষার জন্য ভরসা করতেন প্রধানত সেনাবাহিনীর ওপর। রাষ্ট্রটি ছিল এমনই অবাস্তবিক যে, এর সংবিধান রচনার জন্য সময় লেগেছিল ৯ বছর। আর ১৯৫৬-তে যে সংবিধানটি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল, সেটি ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। পূর্ববঙ্গের ৫৬ জনের মাথা ছেঁটে সমান করা হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ জনের; এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অপাঞ্জাবিদেরকে পাঞ্জাবিদের শাসনাধীনে নিয়ে আসার জন্য এক 'ইউনিট' গঠন করা হয়েছিল। বস্তুত পাকিস্তানে ছিল পাঁচটি জাতির বসতিড়বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বালুচ ও পাঠান। তবে পাঞ্জাবিরাই শাসক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, কারণ সামরিক বাহিনীর শতকরা ৭২ জনই ছিল ওই জাতির। কিন্তু সামরিক বাহিনী যেহেতু ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাধর, তাদের ক্ষমতা খর্ব হবে মনে করে তারা ওই সংবিধানও গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। বিশেষ করে এই শঙ্কায় যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ক্ষমতা চলে যাবে বামপন্থীদের হাতে। ১৯৫৪-তে পূর্ববঙ্গের নির্বাচনে ওই রকমের ঘটনা ঘটতে তারা দেখেছে। বামপন্থীরা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে পশ্চিম পাকিস্তানেও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, অপাঞ্জাবিদের ভেতর তো বটেই, এমনকি পাঞ্জাবিদের ভেতরেও ন্যাপের প্রতি সমর্থন দেখা যাচ্ছিল। তাই সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত বিলম্ব না করে ১৯৫৮-এর অক্টোবরেই সুশৃঙ্খল বাহিনীটি সেনাপতি আইয়ুব খানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়; বরং সর্বজনীন ভোটাধিকার হরণ করে 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' ব্যবস্থা চালু করে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার নামে দ্রুতগতিতে যে দেশভাগ করা হয়েছিল, তার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল আমেরিকানদের চাপ। আমেরিকানরা তখন নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তারা বাধ্য হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রধান শত্রু হিসেবে দেখতে। ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যাতে কমিউনিস্টদের প্রভাবাধীন না হয়ে পড়ে ওই শঙ্কাতে আমেরিকানরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, জাতীয়তাবাদী দুই বুর্জোয়া দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হোক, এটাই চেয়েছে। পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দাবির প্রতি আমেরিকানরা সমর্থন দিতে পারে এমন আশা সৃষ্টির পেছনেও আমেরিকানদের কমিউনিস্ট-ভীতি কাজ করেছে। আর এই ধারণাও ভ্রান্ত নয় যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সোভিয়েত রাশিয়ার 'সম্প্রসারণে'র সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রাচীর হিসেবে কাজ করবে, *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

এ জাতিকে লইয়া আমরা কী করিব

মহিউদ্দিন আহমদ

পৃথিবী খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। আল্লাহর দুনিয়া মানুষ তাদের ইচ্ছা ও শক্তির জোরে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। যার যত বেশি ক্ষমতা, সে তত বেশি ছড়ি ঘোরায়। এর মধ্য থেকেই উঠে এসেছে নানান তত্ত্ব। তার মধ্যে একটি হলো 'জাতীয়তাবাদ'। এই তত্ত্বের জোরে রাষ্ট্র তৈরি হয়, টিকে থাকে কিংবা ভাঙে। জাতীয়তাবাদ হলো একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা, যেখানে জাতি ও তার পরিচয়কে সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়। এটি মানুষকে এককাট্টা করতে পারে, আবার উগ্র রূপে বিভেদও তৈরি করতে পারে। জাতীয়তাবাদ আসলে কী? এটি একটি বিশ্বাস বা মতবাদ, যা বলে দেয় যে জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের জনগণ একটি নির্দিষ্ট জাতি বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বসবাস করবে।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান মূলত ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ন যুগে। সেখানে জনগণের আত্মপরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। এটি জার্মানি ও ইতালির মতো দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে আবার অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও অটোমান সাম্রাজ্যের মতো বহুজাতিক সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়েছে।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে আর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতাসংগ্রামে ঐক্য এনেছে। উভয়ের মিল হলো জাতীয় পরিচয়কে রাষ্ট্রের ভিত্তি করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ আর বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেখা গেছে।

বাঙালির জাতিভাবনার উন্মেষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে। সাহিত্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এর প্রতিফলন দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে দেশ হচ্ছে মা। এখানে তিনি বাংলা আর ভারতকে এক করে দেখেছেন। তাঁর জাতীয়তাবাদে ছিল দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি, ত্যাগ ও শক্তির সমন্বয়। তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ এবং গান 'বন্দে মাতরম' ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি দিয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। তবে অনেকেই মনে করেন, বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ।

বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে জাতীয়তাবাদ ছিল এক গভীর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সংকীর্ণ জাত্যভিমানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে জাতীয়তাবাদকে সর্বজনীন মানবতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয়তাবাদ যদি অন্য জাতিকে বাদ দেয় বা ঘৃণা তৈরি করে, তবে তা মানবতার পরিপন্থী। তাঁর মতে, উগ্র জাতীয়তাবাদ মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে বন্দী করে ফেলে।

আমরা যে অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলি, তার শুরুটা আসলে ভারতভাগের পর। একদা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপরীতে জন্ম নিয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ। তার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম। তবে এটি বেশি দিন অখণ্ড রাখা যায়নি।

জাতীয়তাবাদী ধারণা তৈরি ও এটি নিয়ে আন্দোলন করতে প্রতিপক্ষ লাগে। এর অনুষঙ্গ হলো ঘৃণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পশ্চিমের বিরুদ্ধে পুবের মানুষের বৈষম্যের অভিযোগ ও ক্ষোভ থেকেই এর জন্ম। আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা বাংলা, ভাত আর রুটি একসঙ্গে যায় নাড়এসব স্লোগান পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে একধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছিল। এর প্রতিফলন ছিল রাজনীতিতে। পাকিস্তানি শাসন মানে বিদেশি শাসন, বাঙালির শত্রু হলো অবাঙালি, বাঙালির আলাদা রাষ্ট্র চাই। তবে এটি নিছক একটি রাজনৈতিক মতবাদ ছিল না। এর সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা।

বাংলাভাষী যে জনগোষ্ঠী পূর্ব ভারতে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে, তার পিতা কি একাত্তরে উদয় হতে পারেন? এটা ঠিক যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে রাজনীতি, সেখানে প্রধান নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই এই রাষ্ট্রের স্থপতি। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আমরা বাংলাদেশ বানালাম। আমরা জিন্নাহর বদলে মুজিবকে বসিয়ে দিলাম। দেশে একজন 'জাতির পিতা' থাকতে হবে, এটা হচ্ছে একধরনের আবেগতাড়িত পিতৃতান্ত্রিক ধারণা। আমরা ৫৫ বছর ধরে এ নিয়ে রাজনৈতিক 'কাইজ্জা' করে যাচ্ছি।

শুরুটা ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দিয়ে। সেটি শেষ হলো ১৯৭১ সালে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধের মাধ্যমে। এ পর্বের পুরো সময়ে তিনটি স্লোগান এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী ধারণাকে সিঞ্চিত ও উজ্জীবিত করেছিল। প্রথমটি হলোড়তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। অর্থাৎ পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত অঞ্চলটি আমাদের আসল ঠিকানা, আমাদের কাঙ্ক্ষিত দেশ। দ্বিতীয় স্লোগানটি ছিলড়তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি। এর অর্থ, আমাদের পরিচিতি হবে বাঙালি হিসেবে, যেখানে অবাঙালির ঠাঁই নেই। তৃতীয় স্লোগানটি ছিলড়জয় বাংলা। এই স্লোগানে বাঙালির একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল। সব কটি ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হয়েছে। অবাঙালিদের একটা বড় অংশ ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে ঠাঁই নিয়েছে জেনেভা ক্যাম্পে। তারপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়ড়জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটির কি মীমাংসা হয়েছে? বাংলাদেশ কি বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র হতে পেরেছে?

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান নামে যে ভৌগোলিক অঞ্চলটি ছিল, সেটি বাংলাদেশ হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে আমাদের জাতি পরিচিতি হিসেবে বলা হয়েছেড়আমরা বাঙালি। বাংলাদেশ কি সব বাঙালির রাষ্ট্র? বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাইরে তো আরও কোটি কোটি বাংলাভাষী আছে, যারা অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিক। তাহলে এখানে 'বাঙালি' জাতি পরিচিতির ভিত্তি কী? এখানে ভাষা তো আছেই, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভূগোল। অর্থাৎ বাংলাদেশ বাঙালি জাতির (বাংলাভাষী অর্থে) রাষ্ট্র নয়; বরং পাকিস্তানের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলের রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কর্তাদের মধ্যে হয়তো একধরনের বিভ্রান্তি কাজ করেছিল। সংবিধানে বাঙালি পরিচয় ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পাসপোর্টে জাতীয়তার (ন্যাশনালিটি) জায়গায় লেখা হতো 'সিটিজেন অব বাংলাদেশ' (বাংলাদেশের নাগরিক)। এ থেকে একটা অর্থ বের করে নেওয়া যায় যে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কাছে ভাষাভিত্তিক পরিচয় গৌণ। একজন বলতেই পারেন, আমি জাতিতে বাঙালি। তবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি 'বাংলাদেশি'। ১৯৭৫ সালের রাজনীতির পালাবদলের পর আমরা পরিবর্তন দেখলাম। জাতীয় পরিচয় হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে তৈরি হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা। প্রথমটি ভাষাভিত্তিক, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রভিত্তিক নাগরিক পরিচয়কে গুরুত্ব দেয়।

ক্রমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শে জাতীয়তাবাদ দুটি ভিন্ন রূপ নিয়েছে। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সাংস্কৃতিক ও মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার হিসেবে ধরে রেখেছে আর বিএনপি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রভিত্তিক নাগরিক পরিচয়ের ভিত্তি করেছে। উভয় জাতীয়তাবাদই দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। তবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনের একটি বড় কারণ। এই দ্বন্দ্ব শুধু সাংস্কৃতিক নয়, অনেকটাই রাজনৈতিক, যা রাষ্ট্রীয় নীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আওয়ামী লীগ ও তার সমমনাদের চোখে শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন 'জাতির পিতা'। এটি তাদের কথা ও লেখায় অহরহ উচ্চারিত হয়। প্রশ্ন হলো, তিনি কোন 'জাতি'র পিতা? বাংলাদেশ তো সব বাঙালির রাষ্ট্র নয়? তাঁকে জাতির পিতা মানতে হলে বলতে হবে তিনি এই 'বাংলাদেশি জাতির পিতা'।

বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ সালে। বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ তো একাত্তরে হয়নি। তার হাজার বছরের ইতিহাস আছে। বাংলাভাষী যে জনগোষ্ঠী পূর্ব ভারতে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে, তার পিতা কি একাত্তরে উদয় হতে পারেন? এটা ঠিক যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে রাজনীতি, সেখানে প্রধান নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই এই রাষ্ট্রের স্থপতি। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আমরা বাংলাদেশ বানালাম। আমরা জিন্নাহর বদলে মুজিবকে বসিয়ে দিলাম। দেশে একজন 'জাতির পিতা' থাকতে হবে, এটা হচ্ছে একধরনের আবেগতাড়িত পিতৃতান্ত্রিক ধারণা। আমরা ৫৫ বছর ধরে এ নিয়ে রাজনৈতিক 'কাইজ্জা' করে যাচ্ছি।

আমাদের রাষ্ট্রের এই ভূগোল কিন্তু মুজিব তৈরি করেননি। জিন্নাহও তৈরি করেননি। এটি তৈরি হয়েছে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত পাঞ্জাব ও বাংলা বাউন্ডারি কমিশনের প্রধান স্যার সিরিল জন র‍্যাডক্লিফের কলমের আঁচড়ে। সেটাই পরবর্তী সময়ে জিন্নাহ ও মুজিব উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। তাহলে কি র‍্যাডক্লিফকে এই জাতি-রাষ্ট্রের পিতা বলব? আমি এ প্রশ্ন তুলেছিলাম একটি টিভি চ্যানেলের আলোচনায়। এটি নিয়ে একটি দৈনিক ফটোকার্ড বানায়। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে একদল লোক, যারা ফটোকার্ড ছাড়া আর কিছু পড়ে না, শোনে না। রাজনীতির মাঠ আর মিডিয়া দাবড়ে বেড়ানো অনেক লোকই সার্কাজম বোঝে না। এ জাতিকে লইয়া আমরা কী করিব?

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 A.M to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সালেহ উদ্দিন আহমদ

নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলের প্রেসিডেন্সি কেমন হবে

যেমন আশা করা হয়েছিল, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কেউ আশ্চর্যও হননি। নির্বাচনের পর থেকেই বারবার তাঁর নাম উঠে আসছিল বিএনপির মনোনীত রাষ্ট্রপতি হিসেবে। আমাদের দেশে যেহেতু দলের বাইরে বিশিষ্ট কাউকে রাষ্ট্রপতি করার প্রচলন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই বিএনপি দলেরই কেউ রাষ্ট্রপতি হবেন, সেটা ছিল সবার জানা।

বিএনপির বাইরেও বিপুল জনগণের কাছে মির্জা ফখরুল ইসলামকে একজন সজ্জন ও সম্মানীত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট পদের সব কাজই খুব আনুষ্ঠানিক ও রুটিনমাফিক চলে, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে ও সংকটকালে রাষ্ট্রপতিকে অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হয় এবং দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে সংকট সামাল দিতে হয়। বাংলাদেশে আমরা অনেকবার এ পরিস্থিতি দেখেছি। আমরা আশা করব, মির্জা ফখরুল ইসলামকে তাঁর দায়িত্বকালীন অবস্থায় তেমন কোনো সংকট মোকাবিলা করতে হবে না, দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে এবং তিনি নির্বিঘ্নে রুটিনমাফিক কাজের মাধ্যমে তাঁর কার্যকাল সম্পন্ন করতে পারবেন।প্রশ্ন আসতে পারে, রাষ্ট্রপতির রুটিন দায়িত্ব কী? আমরা বিগত দিনে যা দেখেছি, তার ভিত্তিতে কিছুটা অনুমান করতে পারি। প্রতিবছর অন্তত একবার এবং নতুন সংসদ নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেবেন। অবশ্য এই ভাষণ তাঁকে সরকারের দপ্তর থেকে লিখে দেওয়া হবে, তিনি শুধু কষ্ট করে পড়বেন।

কোনো নতুন বিদেশি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ পেলে, তাঁকে প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করতে হয়। রাষ্ট্রপতিকে বাধ্যতামূলকভাবে এই পরিচয় গ্রহণ করতে হয়, নাকচ করার কোনো উপায় নেই।

বিভিন্ন জাতীয় দিবসে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বেড়ে যায়, তাঁকে শহীদ মিনার বা জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে ফুলের তোড়া দিতে হয়। তা ছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে রাষ্ট্রপতিকে বাণী প্রচার করতে হয়। রাষ্ট্রপতি মাঝেমধ্যে বিদেশভ্রমণেরও সুযোগ পান, বিশেষত যখন কোনো বিদেশি সরকারপ্রধান মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার জন্য।

তা ছাড়া বাংলাদেশে একটা নিয়ম হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতি প্রতি ছয় মাস বা এক বছর পর পর চিকিৎসা করতে বিদেশে যাবেন। আওয়ামী লীগ আমলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বিরাটসংখ্যক লোকের লটবহর নিয়ে চিকিৎসার জন্য

সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। মির্জা ফখরুলের বিদেশসঙ্গী কতজন হবেন, তা পর্যবেক্ষকেরা নিশ্চয় লক্ষ রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান যখন বিদেশ সফর করে আসেন, তখন তাঁকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদেশ সফরের ফলাফল জানাতে হয়। তবে জুলাই–পরবর্তীকালে নানা কারণে এ প্রটোকলের বিঘ্ন ঘটেছে। আশা করা যায়, সেই সৌজন্য আবার ফিরে আসবে।

তবে রাষ্ট্রপতির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, সংসদ যেসব বিল পাস করবে, রাষ্ট্রপতিকে সেগুলোতে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর দিতে হয়। অবশ্য বাংলাদেশের সংবিধানের ৮০ ধারা মতে সংসদে গৃহীত একটা বিল রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না করে সংসদে পুনর্বিবেচনার জন্যও পাঠাতে পারেন। তবে বাংলাদেশে সাধারণত কোনো রাষ্ট্রপতিই সেই ঝুঁকি নেন না। রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম কি সে ধরনের কোনো ঝুঁকি নেবেন, কোনো বিল তাঁর অপছন্দ হলে তিনি কি তাতে অসম্মতি জানিয়ে ফেরত পাঠাবেন? এমন সম্ভাবনা খুব কম, তবে একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম বিএনপির মহাসচিব হিসেবে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির রুটিন কাজগুলো সামলানো তাঁর জন্য কঠিন কিছু হবে না। আল্লাহ না করুক, দেশের কোনো রকম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় কোনো সংকট সামাল দিতে হলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে তা দক্ষতার সঙ্গে পারবেন, জাতি তাঁর ওপর সে আস্থা রাখতেই পারে।

তবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন যত নিষ্কণ্টক মনে করা হয়, তত নিষ্কণ্টক নয়।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর সাধারণত সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আস্তে আস্তে দূরত্ব তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভবনে বন্দী থাকেন। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁর থাকে না। রাষ্ট্রপতিকে কতগুলো প্রটোকল মেনে চলতে হয়। তাই তিনি কোনো দলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সরকারপ্রধানের সঙ্গেও তাঁর যোগযোগ সীমিত ও আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। এসব থেকে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

বিএনপির আরেকজন মহাসচিব রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রপতি পদে পূর্ণ মেয়াদ থাকতে পারেননি, তার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অসহায়ভাবে অপসারণের উদাহরণ থেকে ধারণা করা যেতে পারে, বঙ্গভবনে গিয়ে একজন রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিকভাবে কতটা অসহায় হয়ে পড়েন।

বিএনপির আরেকজন রাষ্ট্রপতিকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা সইতে হয়েছিল। ওয়ানইলেভেনের সময় দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ। জেনারেল মঈন ক্ষমতা দখলের পর তাঁকে সেনাবাহিনীর কথা অনুসারে চলতে হয়েছিল। এ জন্য তিনি দারুণভাবে বিএনপির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে পদত্যাগ করার পর তাঁকে নিভৃতেই অবসরজীবন কাটাতে হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম বড় প্রটোকলের মানুষ নন। অহংবোধ বা ইগো দেখানোর লোকও তিনি নন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি সরকার ও দলের নেতাদের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন, সেটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিএনপিতে তাঁর শুভার্থীর সংখ্যাও কম নয়। তিনি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব মেনে এ পদের প্রটোকলও বজায় রাখবেন।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পরামর্শ ও তথ্য পাওয়ার এবং তাঁকে সতর্ক করার সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রপতির রয়েছে। তবে তা হতে হবে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে। মির্জা ফখরুল রাজনীতির লোক। তিনি কি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? সেটা একান্তই তাঁদের দুজনের ব্যাপার। সাধারণ জনগণের কৌতূহল থাকলেও এসব আলোচনা সম্ভবত কখনো উন্মুক্ত করা হবে না।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির কার্যবিধি ও ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং দারুণভাবে আনুষ্ঠানিক পরিসরে আবদ্ধ। তাই মির্জা ফখরুল ইসলাম বঙ্গভবনে যাওয়াতে আমরা দেশের নীতিনির্ধারণ বা শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন দেখব না।

তবে জুলাই–পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ আমলে নির্বাচিত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে যে একটা জটলা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে তার অবসান হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

আমরা নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাফল্য কামনা করছি।

সালেহ উদ্দিন আহমদ, শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়ন

আবদুল লতিফ মাসুম

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মৌলিক শিক্ষা হলোড়রাষ্ট্রে ক্ষমতা যত গুরুত্বপূর্ণ, তার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ততই গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়; গণতন্ত্র হলো এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেখানে কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হতে পারে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন স্বল্প মেয়াদে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দ্রুততর করলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা জবাবদিহিতা দুর্বল করে, প্রতিষ্ঠানকে অনুগত করে এবং শেষ পর্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার জন্ম দেয়। তাই আধুনিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান নীতি হলোড়ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য এবং ক্ষমতার সঙ্গে জবাবদিহিতা। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই

এই প্রেক্ষাপটে ২০ আগস্ট জাতীয় সংসদে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর২৫৫ ভোট পেয়ে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ২১ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । প্রশ্নটি মির্জা ফখরুলকে কেন্দ্র করে নয়; প্রশ্নটি রাষ্ট্রের কাঠামো নিয়ে। একজন ব্যক্তি ভালো হলেই রাষ্ট্রব্যবস্থা ভালো থাকে না। বরং রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হতে হবে, যেখানে ব্যক্তি ভালো না হলেও প্রতিষ্ঠান তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা এখানেই।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান মূলত সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছিল। সেই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু কার্যকর নির্বাহী ক্ষমতা ছিল প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে। মূল সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির অধিকাংশ কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শনির্ভর করা হয়। অন্যদিকে ৫৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়, প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ ১৯৭২-এর মডেলে রাষ্ট্রপতি ছিলেন সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান, আর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কার্যকর সরকারপ্রধান।

এই ব্যবস্থার মধ্যে একটি মৌলিক অসামঞ্জস্য শুরু থেকেই ছিল। রাষ্ট্রপতির নামেই সরকারের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালিত হবে, কিন্তু বাস্তব নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ফলে রাষ্ট্রপতির পদটি মর্যাদায় সর্বোচ্চ হলেও ক্ষমতায় তুলনামূলকভাবে সীমিত। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা দুই ধরনের চরম অভিজ্ঞতা দেখেছিড়একদিকে এমন রাষ্ট্রপতি, যার হাতে প্রয়োজনীয় স্বাধীন ক্ষমতা নেই; অন্যদিকে এমন রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অতিরিক্তভাবে এক কেন্দ্রে সঞ্চিত হয়েছিল। দুই অভিজ্ঞতার কোনোটিই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক ভারসাম্যের আদর্শ হতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন তৃতীয় একটি পথড়শক্তিশালী কিন্তু জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্রপতি এবং ক্ষমতাবান কিন্তু নিয়ন্ত্রিত প্রধানমন্ত্রী।

ঘোষিত জুলাই সনদে রাষ্ট্রপতিবিষয়ক বিধান ১০, ১১,

পরবর্তী সময়ে সংবিধানের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি আরো সংকুচিত হয়ে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শনির্ভর একটি পদে পরিণত হয়েছেন।

১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় চলে গেলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নেয়। ১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।' রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)-এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল উচ্চপরিষদের ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত রয়েছে। তবে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উচ্চপরিষদের গঠন ও কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে এ বিষয়ে পরিবর্তন আনা হতে পারে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জুলাই সনদের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, তা এ রকমড়'রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনীর প্রস্তাব করে কারো পরামর্শ বা সু-পারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ার বলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেনড়১. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ২. এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ৪. তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ৫. বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এবং ৬. আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ।' উল্লেখ্য, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিষয়টি সমর্থন করলেও প্রধান বিরোধী দলসহ আরো কয়েকটি দল এ বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছে। জুলাই সনদে বর্ণিত রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়ার বিষয়ে বলা হয়েছেড়সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, 'রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করিবার পর তাহা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।' জুলাই সনদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট আইনে এ ধরনের বিধান রাখা হবে যে, এ ধরনের কোনো আবেদন বিবেচনার আগে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সুদীর্ঘ আওয়ামী আমলে খুনের আসামিরও রাষ্ট্রপতির ক্ষমা *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ইরান যুদ্ধ : বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

গত ছয় মাস ধরে ইরান ও আমেরিকা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমেরিকা তার সামরিক শক্তির সবটুকু দিয়েই ভয়াবহ হামলা (সর্বমোট ১৩ হাজার হামলা) করছে ইরানে। আর ইরান পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশেই মার্কিন সামরিক স্থাপনা তছনছ করে দিয়েছে। ফলে মার্কিন সামরিক শক্তির 'মিথ' ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এতে নিজেদের নিরাপত্তা আমেরিকানদের হাতে ইজারা দেয়ার নাজুকতা বুঝতে পারছে। নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে এখন বিকল্প ভাবতে হচ্ছে। এ অবস্থায় 'মক্কা চুক্তির' মধ্য দিয়ে একটি নতুন 'মুসলিম প্রতিরক্ষা জোটের' উত্থান ঘটেছে। এতে ভারত শঙ্কিত হয়ে ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্ব আরো ঘনিষ্ঠ করছে। এটি কি বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তনের কোন অগ্রিম বার্তা?

ইরান যুদ্ধের চোরাবালিতে আমেরিকা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফোটার আগেই মার্কিন-ইসরাইল যৌথভাবে ইরানে আচমকা ভয়াবহ হামলা চালায়। হামলার প্রথম প্রহরেই ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনিসহ প্রায় ডজনখানেক শীর্ষ সামরিক-বেসামরিক নেতা নিহত হন। সেই সাথে একটি গার্লস নার্সারি স্কুলে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানের প্রায় ১৫০ জন কন্যাশিশু নিহত হয়। এ হামলাটা আমেরিকা চালিয়েছিল ওমানের মধ্যস্থতায় ইরান-আমেরিকার মধ্যে আলোচনা চলাকালে। কোনো ধরনের উসকানি ছাড়াই ইসরাইল-মার্কিন এই কাপুরুষোচিত হামলায় ইরান হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই ইরান পরিস্থিতি বুঝে ওঠে এবং পাল্টা হামলা চালায় মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন সামরিক স্থাপনাসমূহে এবং ইসরাইলের অভ্যন্তরে। টানা ৪০ দিন যুদ্ধের পর আমেরিকা ইরানের শক্তিমত্তার গভীরতা টের পায়। ফলে ট্রাম্প পাকিস্তানের সহযোগিতায় যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে।

কয়েক দফায় যুদ্ধবিরতির সময় বাড়ানোর পর পাক দূতিয়ালিতে যুদ্ধ সমাপ্তির উদ্দেশে ৬০ দিনের আলোচনার শুরুর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ৬০ দিনের আলোচনা শুরুর পরপরই ৭ জুলাই আবার আমেরিকা ইরানে আক্রমণ চালালে ইরান আলোচনা বর্জন করে আরো শক্তিশালী পাল্টা হামলা চালায়। এই দফায় ১৩ দিনের যুদ্ধের পর আমেরিকার মারাত্মক অস্ত্র ঘাটতির জন্য আবার হামলা বন্ধ করে যুদ্ধবিরতি দিতে বাধ্য হয়। এ পরিস্থিতিতে আমেরিকা এখন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। কিন্তু ইরান মার্কিন শর্তে যুদ্ধ বন্ধে রাজি না হয়ে নিজেরাই কঠিন শর্ত ছুড়ে দিচ্ছে আমেরিকাকে। এতে আমেরিকা এখন তাদের যুদ্ধের নেয়। পরে তারা কৌশলগত হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মার্কিনিদের সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপে ফেলার রণকৌশল গ্রহণ করে। এতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের করুণ পিছুটান দেখে ইরান আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এখন তারা আমেরিকা কর্তৃক তাদের আগে জব্দকৃত অর্থের ছাড় এবং মার্কিন অবরোধ তুলে নেয়ার শর্তে হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করার কথা জানায়। আমেরিকার অবস্থা এতই নাজুক যে, এখন ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম স্থগিতের কথা জোর দিয়ে বলছে না। আমেরিকা এই যুদ্ধে এক গভীর খাদে আটকে পড়েছে বলে মনে হয়। এরই মধ্যে আগামী নভেম্বরে

উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে সেটিকে ছোট করে নিয়ে এসেছে। প্রথমে মার্কিন লক্ষ্য ছিল খামেনিকে হত্যা করে ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করা। সেটা পুরোপুরি ব্যর্থ হলে তারা ইরানকে আত্মসমর্পণ করানোর কথা বলে। কিন্তু এখন সর্বশেষে মার্কিন উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে 'হরমুজ প্রণালী মুক্ত করা'! ইরান প্রথমে মার্কিন হামলার জবাবে প্রতি-আক্রমণ করার পরিকল্পনা সাজিয়ে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মার্কিন শক্তির অগভীরতা বুঝতে পেরে ইরান মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন বাহিনীকে তাড়ানোর পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

যুদ্ধের বাই-প্রোডাক্ট : ইতোমধ্যে এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা মাত্র ৩৩ শতাংশে নেমে এসেছে। চলমান যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর শক্তিমত্তার দুর্বলতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্রভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে। সুপার পাওয়ার হওয়ার পর এই প্রথম আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র ঘাটতির ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকার এই দুর্বলতা প্রকাশের সাথে মুদ্রার অপর পিঠ অর্থাৎ ইরানের শক্তিমত্তার উত্থান ঘটে গেছে। ফলে আমেরিকা যে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে সেটি এখন স্পষ্ট। তারা প্রতীকী কোনো জয় দেখিয়ে হলেও যুদ্ধ থেকে আপাত মুক্তি চাচ্ছে। এভাবেই আমেরিকার সামরিক সক্ষমতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটিগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে মার্কিনিরা তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করছেন। ইরাক থেকে মার্কিন সেনা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইরানের সীমান্তবর্তী দেশ ইরাকে শিয়াদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং এখানে ইরান সমর্থিত শিয়া মিলিশিয়া বাহিনী তৎপর রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও মার্কিন বাহিনী বা সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্বের বিষয়ে আমেরিকাকে পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে। কারণ এই যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে মার্কিন ঘাঁটিগুলো নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার দীর্ঘদিনের বন্ধুরাষ্ট্র ওমানেও বোমা ফেলার হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প! অন্য দিকে এশিয়া অঞ্চলে সেনা মোতায়েনকৃত মার্কিন রণতরী ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটনকে সরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে মোতায়েন করতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বাই-প্রোডাক্ট হলো সৌদি নেতৃত্বে সুন্নি মুসলমানদের একটি 'যৌথ প্রতিরক্ষা জোটের' উত্থান। গত ৭ আগস্ট সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে 'মক্কা চুক্তি' নামে একটি সামরিক জোটের ঘোষণা এসেছে। সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক এই জোটের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এ জোটটির বিস্তারিত এখনো প্রকাশিত না হলেও মূলমন্ত্রে বলা হয়েছে, 'এই তিনটি দেশের যেকোনো একটিতে বহি-ঃশক্তির আক্রমণ তিনটি দেশের ওপরই আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে।' প্রথমে পাকিস্তান ও সৌদি আরব গত বছর এ ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এবার তুরস্ক এতে যোগ দিয়েছে এবং অন্যান্য আগ্রহী মুসলিম দেশগুলোকে যোগদানের পথ খোলা রয়েছে বলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের 'পারমাণবিক শক্তি', সৌদির 'পেট্রোডলার ও মুসলিম বিশ্বের আবেগ' এবং তুরস্কের 'সমৃদ্ধ প্রতিরক্ষা শিল্প' মিলে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জোট হতে যাচ্ছে এটি। বোঝাই যাচ্ছে এতে আরো মুসলিম দেশ যুক্ত হতে পারে। ইতোমধ্যে মিসরের নামও শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বব্যবস্থার ওপর প্রভাব : ইরান-আমেরিকার এই চলমান যুদ্ধ গোটা বিশ্বব্যবস্থার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। প্রথমত, একক মেরুর বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক শক্তির দুর্বলতার সুযোগে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নতুন বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে। সৌদি-পাকিস্তান-তুরস্কের নেতৃত্বে সুন্নি মুসলমানদের বড় জোট হলে ইরান এতে যোগ *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কিছু বিষয়

জাফর আহমাদ

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নে উল্লেখিত কবিরাহ গোনাহগুলো ব্যাপক ও মহামারি আকার ধারণ করেছে। দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানী-গুণী ও ভালো মানুষ নামে খ্যাত ব্যক্তিরা এ রোগে বেশী করে আক্রান্ত হচ্ছে। যা সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। যারা মসজিদ, মাদ্রাসায় ও বিভিন্ন জনপদে মানুষকে এ গুলোর মারাত্মক কুফল সম্পর্কে সচেতন করবেন,তারাই আজ তার ছাত্র ও ভক্তবৃন্দকে এগুলোর সফল প্রয়োগের ট্রেনিং দিচ্ছেন। তাঁর ছাত্ররা গায়ের জোরে যাকে মনে চাচ্ছে হেয় প্রতিপন্ন করছে, কুৎসা বর্ণনা করছে, অপবাদের ট্যাগ লাগিয়ে ব্যক্তিকে হেনস্থা করছে। যারা এগুলোকে সমাজে প্রচলন ঘটাচ্ছেন, তারা আসলে বিদেশী নাস্তিক শক্তির ক্রীড়নক হয়ে বিদেশীদের হাতকেই শক্তিশালী করছেন। সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এ বিষয়গুলোকে তারা খামখেয়ালীর বিষয় মনে করছেন। আগামীকাল কিয়ামতে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সে ব্যাপারে যারা নির্ভীক শুধু তাদের দ্বারাই এ গুলো করা সম্ভব।

গীবত, নামীমা বা চোখলখুরি করা, অপবাদ রটনা, অহংকার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, গোপনীয় দোষ খুঁজে বের করা, অনুগ্রহের খোটা দেয়া, ওয়াদা খেলাপ, অভিশাপ, গালি ও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, অযথা ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্ধে লিপ্ত হওয়া, ধোঁকাবাজি, ছলছাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা ইত্যাদি মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও সামাজিক শান্তিকে বিনষ্ট করে এবং সমাজকে বিশৃংখলার অতল গহব্বরে নিক্ষেপ করে। এ জন্য এই সবগুলোই কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংসের যতগুলো আচরণ উল্লেখ করা হলো, তম্মধ্যে গীবত এক মারাত্মক ও কার্যকরী বিধ্বংসী অস্ত্র। আল-কুরআন ও হাদীসে যতগুলো নিষিদ্ধ কাজ পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে গীবত ও সুদের উপস্থাপনা ব্যতিক্রমধর্মী। এ দু'টিকে সমাজের ঘৃণিত ও লজ্জাজনক কাজের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। যেমন সুদ সম্পর্কে রাসুল স: বলেন: "সুদের সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর সর্ব নিম্ন গুনাহ হলো, নিজের মায়ের সাথে ব্যাবিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য।" (ইবনে মাজাহ) তদ্রুপ গীবত সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন;" তোমরা পরস্পরের গীবাত করোনা। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয় তোমরা এটা অপছন্দ করবে।" (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

গীবতের সংজ্ঞা: কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে। খোদ রাসুল স: থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ,তিরমিযি,নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে নবী স: গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছেঃ "গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কিছু বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি ? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি গীবত করলে। আর যদি তা না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।" তাই গীবত ও অপবাদ দু'টোই ইসলামে নিষিদ্ধ।

গীবতের গোনাহঃ উল্লেখিত আয়াতে "মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিল" বাক্যাংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়

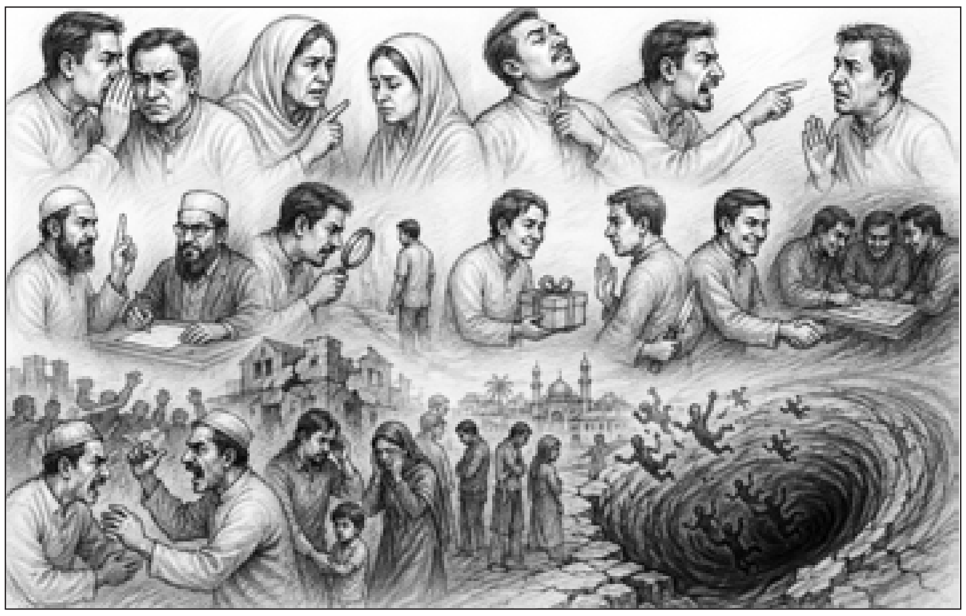

যে, প্রথমত: মৃতের গোশত খাওয়া হারাম, দ্বিতীয়ত: তাও আবার গোশত অন্য কোন জন্তুর নয়, মানুষের গোশত। আর মানুষ জীবিত হোক অথবা মৃত হোক, উভয় অবস্থায় মানুষের গোশত খাওয়া হারাম, তৃতীয়ত:সে মানুষটিও আবার নিজের আপন ভাই। অবশ্য অপরাপদের বেলায় একই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ আপন ভাই উল্লেখ করার অর্থ এই নহে যে অন্য মানুষের গোশত খাওয়া যাবে। গীবত আদতেই একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ তা বুঝানোই এর লক্ষ্য। একটি গীবত একই সাথে তিনটি বড় বড় গোনাহ সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা ত্রিফল গুনাহ হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি।

গীবতের প্রভাবঃ বাস্তবিকই যদি কোন সমাজের অধিবাসীরা মৃত ভাইয়ের লাশ ছিঁড়ে খাবলে খেতে থাকে, তবে সে সমাজ ব্যবস্থাটির দিকে একটু গভীর মনযোগ সহকারে চিন্তা করে দেখুন, কি এক বিভৎস দৃশ্যের অবতারনা হবে। প্রকৃতপক্ষেই গীবত এ ধরনের একটি বিশৃংখল সমাজই উপহার দেয়। যে সমাজটির মানুষগুলো পরস্পরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকে,তাদের মধ্যে তখন অনৈক্যে সৃষ্টি হয়। ফলে সে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তথা নৈতিক কি বৈষয়িক কোনটিই সম্ভব নয়।

গোপন দোষ-ত্রুটি তালাশ করা ও খারাপ ধারণা পোষণ করা: মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করবেন না। কারণ তার গোপন বিষয় আল্লাহই বেশী অবহিত। তার বুঝাপড়া সে আল্লাহর সাথে হবে। আমরা শুধু প্রকাশ্য বিষয়েই শরীয়তের হুকুম প্রয়োগ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"দোষ অন্বেষন করো না।"(সূরা হুজরাতঃ১২) একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িও না। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ আচরণ করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতুহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য করা হোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোক চক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুঁজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দূর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়।

বিনা কারণে কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা কিংবা এমন লোকেদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কথা ও কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান সম্ভবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ।" (সূরা হুজরাতঃ১২)

কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ্য বানানো হারামঃ ইসলামের পবিত্রতম *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কবিতা গুচ্ছ

তৈমুর খান

১

সন্ধ্যায়

যদিও আলোর কোনো উদাহরণ নেই
তবু তা জ্বলে ওঠে চোখেমুখে
নিহিত প্রজ্ঞায় ।

ভ্রমের বর্ষণে যেমন ছাতা নেই মাথায়
রাস্তা তবুও হাঁটায় নির্ভার বিদ্যুৎ
মনে মনে ভিজে যায় সব
আমরা কোন অভিসার মাপি
আমাদের মর্মের সন্ধ্যায়?

ফাল্গুনের নেশা থেকে আগুনের হাতে
ডেকে নিই কাকে?
নিজের হৃদয় সেঁকে বলি ভালো আছি
এই সন্ধ্যার বারুদ বসন্তকে!

একবার মুখ দেখে যাও
স্বপ্নের প্রস্তুতি এইসব নতুন কবিতায়।

২

নারী

নারীকে দেখতে দেখতে রৌদ্রের মাঠ হয়ে যাই
আর কিছুক্ষণ পর মরুভূমি।

যার সারা শরীরে নদী আঁকা থাকত
জলতরঙ্গে খেলতে ডাকত
তা এখন আধপোড়া কাঠ
দূর থেকে আগুন পাঠায়।

আকাশের নিচে প্রার্থনার ঘর ভেঙে উঠে আসি
ক্রমশ অন্ধ, পথ ভুল, ঘোরভিখিরি
চলতে চলতে মনে হয়
এই শালা পথও এক নারীড়
আমার সমস্ত বীর্য কেড়ে নিয়ে
আমাকে তাড়াবে।

দূরে, বহুদূরে
আরও এক ক্লান্ত বিষণ্ণপুর।

৩

অপেক্ষা দুপুর

নারীকেই শুধু জীবন ভেবে
কাঁদলাম একা বাসস্টপে
নোনাজলে ভেজা তৃষ্ণার্ত দুপুর
হেঁটে গেল একা দুঃখের উৎসবে।

যে বর্ষাকাল আসবে বলেছিল
মেঘ উড়ে গেল, এল না সে
বলাকার সারি আকাশে আকাশে
আমিই শুধু আমার ছায়ার পাশে।

আজ নোনাদিন কংক্রিটের রাস্তায়
রোদের আগুনে ঝলসে দেয় হৃদয়
নারী আসেনি বৃক্ষের মতো
ডেকেও বলেনি, বসুন ছায়ায়!

প্রীতি নিও

শাহীন রেজা

ভালোবেসে পাঠিয়েছো ওম্
চুম্বন চিনির সাথে ঘুমরঙ মেঘের লিকার
প্রীতি নিও

কণ্ঠহারে মেখে নিয়ে রবীন্দ্রধুলো
খুবই বেসামাল এই সুরময় কাল
পথের আড়ালে থাক সেই চেনাপথ
গোপন গোধূলি আর শ্রাবণের ধ্বনি
হলুদ খামের ভারে বিবর্ণ রাতে
সেই সব কাতরতা; চিঠি দিও

অনেক বসন্ত গেছে অনেক দুপুর
আজও কি ফুটেছে চাঁপা গন্ধে আকুল
একদিন টেনে ছেদ কবিতাকালে
তুমিও ফসিল হলে অচেনার ছলে
এখন দারুন খরা ধূপছায়া দিন
তবু এলে মায়াবতী কবিতার ঋণ
প্রীতি নিও।

সব ভেদ আমিই খুলে বলবো

আল আমীন মুহাম্মদ

জলে আগুন লেগেছে,একটি কিশতী
লাফিয়ে উঠেছে ডাঙায়। পলকেই
ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো!
আসমান থেকে বৃষ্টি নামছেথথরক্তের!

পেছনে চোখ ফেরাতেই দেখি
একটি যুবতী সিংহী বেদনায়
ছটফট করতে করতে প্রসব করেছে-হরিণ,
শাবক দুটো দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে বনে!

উপাসনালয়ে গিয়ে কোনও
স্বপ্ন বিশারদের খোঁজ পাওয়া গেলো না।
গাট্টি বোঁচকা কাঁধে নিয়ে ঢুকে পড়েছি খানকায়।

আর ক'দিন পর স্বপ্নের সমস্ত ভেদ
আমিই খুলে বলবো।

আবহাওয়ার মত

মাহিন আলম

মানুষের অনেক আচরণে কষ্ট পেতাম আমি
তারপর মন খারাপ করে অনেকটা সময় যেত।
এখন ভাবি, শীত -গ্রীস্ম-বর্ষা
কে-ই বা সবসময় মধুর আচরণ করে চলে?
এখন মানুষের আচরণকে
আমি আবহাওয়ার মতই দেখি-
শীতে উষ্ণ পোশাক পরি, গ্রীস্মে শীতল,
বর্ষায় ছাতা নিয়ে বের হই।
মানুষের আচরণ বুঝে নিজের মেজাজকেও সামলে নিই
কী আর করি, বল!
আবহাওয়ার মত, প্রকৃতির মত ওরাও আমার মন
ভালো কি খারাপ হবে
তার ধার ধারে না।

শোকাবহ সময় চলছে

মাসুম মোরশেদ

চলে যাচ্ছে সময় এবং মানুষ
কেউ কি ফেরাতে পারে এসব বিষয়?
কারও সে সাধ্য বা সামর্থ্য আছে?
সড়কে পা থেতলেছে; গুলিতে ঝাঁঝরা বুক,
আগুনে পুড়ছে মুখ,
বাঁচার জন্য দম হাঁসফাঁস
একা একা কোনো দিন কেউ যে বাঁচে না।

আচমকা কানে পড়ে প্রিয় মানুষের
মৃত্যুর সংবাদ। খবর ছড়িয়ে
পড়ে মসজিদের মাইক হয়ে
শত লোকালয়ে, সরগরম বাজারে
ও অনলাইনে।
কেউ মনোযোগ দেয়, কেউবা দেয় না
তারপর নির্জন কবরস্থানে বাড়ে
নিথর মানুষ। শ্মশানও তেমন।

প্রিয় বাবা মরে ধুঁকে ধুঁকে, মা কান্দে।
প্রাণের ভাইটি মরে বড় অবেলায়।
একজনমে সহ্য হয় এত শোক?
কখনও চমকে চলে যাই দূরে,
শোকগ্রস্ত পুরোদস্তর।

কবিতা

পিঙ্ক বনাম প্রিমিও

শাহনাজ পারভীন

বলেছিলাম না, আমরাও পারি...

আমরা যেমন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি জয় করতে পারি,
তেমনি এভারেস্ট আমাদের পায়ের তলায়,
প্রদোষের চিৎকার সামলিয়ে-
সকাল সন্ধ্যা কিচেনে কাটাতে পারি সাবলীল।

বুদ করে রাখতে পারি শ্রেণিকক্ষের নিস্পাপ মুখ
শাসনের চোখ রাঙাতে পারি প্রয়োজনে
আবাল মূর্খতায় মেখে দেই প্রাজ্ঞের চপেটাঘাত
চুলকানি পায়ে দলে কৌশলী পথে হাঁটি স্নিগ্ধতায়
অশান্তির দাবানলে শান্তির সুবাতাসে বকুলের ঘ্রাণ
মিথ্যার ঘোলাজলে বরিক ছেটাতে পারি দক্ষতায়।

জিঘাংসার ঘনঘটায় মায়াবী আগুন মাখি সারাক্ষণ
মৃত্যুময় বিষজল সুস্বাদু শরবত নিমিষে বানাই
প্রতিশোধের পরিবর্তে
কষ্টের পরতে বাজে প্রতিশ্রুতি দিন
কিলবিল সাপদের মাঠে নির্মোহ ওঝা হয়ে উঠি
আমারই জন্য খোঁড়া গভীর মৃত্যুকূপে নিত্যক্ষণ বলিষ্ঠ হাতে
পুঁতি শাল, সেগুন।

আমরাই পারি...
দুর্বৃত্তের দুঃসহ যন্ত্রণায় হয়ে যেতে শুশ্রূষার হাত
হিংসার অনলে দিতে গোলাপের জল
গভীর ষড়যন্ত্রে, শত্রুতায়,
দুর্মুখের নীলকণ্ঠে ঢেলে দিতে সৌহার্দ্যের প্রেম
এবং চিরকাল বাসযোগ্য করে যেতে পারি
পৃথিবী তামাম।

রুবাইয়াত গুচ্ছ

সাঈদুর রহমান লিটন

(১)
মনে তো নাই শান্তি আজি শুধুই চোখে আঁধার,
সুখ শান্তি আজ উড়ে গেছে সময় এখন কাঁদার,
ভর করেছে কঠিন রোগে চিন্তা সবার অনেক,
বড় বড় বিজ্ঞানীরা ভাবছে রোগটা বাঁধার।

(২)
নানারোগে ভর করেছে বিশ্ব জুড়ে লোকের
সব খানেতে কান্না শুনি লক্ষ হাজার শোকের,
লাশের পরে লাশ চলেছে রাস্তার ধারে ধারে
অশ্রু শুধুই ঝরেই পড়ে দোষ কি দিব চোখের।

(৩)
এমন করে বন্দি হয়ে আর কত কাল রইব,
বিয়োগ ব্যথা হৃদয় মাঝে কেমন করে সইব,
শুনছে নাতো কারো বাণী চলছে নিজের মত,
সকল রোগের হিংস্র দাপট কার কাছে আজ কইব?

(৪)
মহান খোদা তোমার কাছে এই ফরিয়াদ করি,
বিশ্ব থেকে নাও তুলে আজ তোমার পায়ে পড়ি,
সব রোগীরা বিশ্ববাসী তোমার পানে চেয়ে
যন্ত্রণার এই প্রকোপ হতে তোমায় আজি স্মরি।

(৫)
আবার বিশ্ব উঠুক হেসে শান্তি আসুক মনে
সবার সাথে হাত মিলিয়ে থাকুক সবার সনে,
সবুজ শ্যামল প্রাণ ফিরে পাক সবার দেহে, দেহে,
ফুলে, ফুলে ভরে উঠুক সকল বনে বনে।

বিহঙ্গ

আশা মনি

রাত্রি দ্বি-প্রহর।
নিস্তব্ধ পরিবেশ, কেবল পোকার রাজ্যেই অনবরত কলরব।
দুইটা বিহঙ্গ এখনো জেগে আছে,
অপুলক নয়নে চেয়ে আছে গগনে।
চাঁদ নয়; নক্ষত্র বিলাসে মাতোয়ারা।
অধর ডিঙিয়ে কি যেন বলছে তাঁরা।
এক বিহঙ্গ অন্য বিহঙ্গকে শাহাদাত আঙ্গুল উত্তোলন করে দেখাচ্ছে
দুইটি নক্ষত্র; ঠিক তাদের মতো।
কিন্তু একটা নক্ষত্র বেশি প্রজ্বলিত আর অন্য নক্ষত্রটা খানিকটা নিভু নিভু।
কোমলময়ী বিহঙ্গটা কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,
ওহে বিহঙ্গ! বলোনা কোন নক্ষত্রটা তোমার প্রতীক, আর কোনটা মম?
বিশ্বস্ত বিহঙ্গটা একটু স্তব্ধ থেকে দৃঢ় চিত্তে জওয়াব দিলো,
নিঃসন্দেহে প্রজ্বলিত নক্ষত্রটা তোমার প্রতীক।
আর নিভু নিভু নক্ষত্রটাই আমার প্রতীক।
কোমলময়ী বিহঙ্গটা বিস্মিত হয়ে গেল।
সহসা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো বিশ্বস্ত বিহঙ্গের প্রতি।
বিশ্বস্ত বিহঙ্গটা এবার শান্ত গলায় নরম সুরে বললো,
আমিও এক সময় প্রজ্বলিত নক্ষত্রটার মতোই উজ্জ্বল ছিলাম।
কিন্তু -
আমার সর্বস্ব উৎসর্গ করেছি আমার সঙ্গিনীকে।
তাঁকে প্রজ্বলিত করার নিমিত্তে আজ আমি নিভু নিভু।
তবে আমি এখন প্রকৃত সুখী;
কারণ -
আমি সফল বিহঙ্গ।

কখনও হেরে যেতে হয়

মোঃ রহমত আলী

কখনও হেরে যেতে হয়..
রোদ হেরে যায় ছায়ার কাছে
ছায়া হেরে যায় মায়ার কাছে
রাত হেরে যায় দিনের কাছে
দিন হেরে যায় রাতের কাছে
সময় হেরে যায় অসময়ের কাছে
মানুষ হেরে যায় অমানুষের কাছে

কখনও হার মানতে হয়..
নিয়ম মেনেও অনিয়মের কাছে
নীতিতে থেকেও দুর্নীতির কাছে
ন্যায়পরায়ণ হয়েও অন্যায়ের কাছে
সত্য বলেও মিথ্যাবাদীর কাছে
সততার পরেও অসৎ ব্যক্তির কাছে
সভ্যতার নামে অসভ্যতার কাছে

কখনও পরাজিত হতে হয়..
সৎ যোদ্ধা হয়েও কুটকৌশলের কাছে
মজলুম হয়েও জালিমের কাছে
নির্দোষ হয়েও অপরাধীর কাছে
যোগ্য হয়েও অযোগ্যতার কাছে
বিশ্বাসী হয়েও বিশ্বাসঘাতকের কাছে
হাসতে হাসতে কভু আপনজনের কাছে

কখনও পরাজয় মেনে নিতে হয়..
অকৃতজ্ঞ নিমকহারামের কাছে
ভাই কিংবা বন্ধুবেশে বেঈমানের কাছে
রক্তের সম্পর্কের মীরজাফরের কাছে
দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের কাছে
সমাজের মনুষ্যত্বহীনদের কাছে
হারামখোর বিবেকহীনদের কাছে

কখনও হেরে যেতে হয়..
আঁধার হেরে যায় আলোর কাছে
আলো হার মানে অন্ধকারের কাছে
সরলতা হেরে যায় প্রতারণার কাছে
ইনসাফ হার মানে বেইনসাফির কাছে
নিরীহ দুর্বল হেরে যায় অত্যাচারের কাছে
নিঃস্বার্থ মানুষ হার মানে স্বার্থপরের কাছে
ভালোবাসা হেরে যায় অবহেলার কাছে
মানবতা হার মানে অমানবিকতার কাছে।

বর্ষার ব্রতে শরৎ হাসে

রফিকুল ইসলাম

শরৎ আসবে বলেই
আষাঢ়-শ্রাবণ দু'টি মাস কেঁদেছে ব্রতের মতো-
ব্রততী কন্যার চোখের জলে ধুয়েছে উঠোন
যেমন পার্বতী কেঁদেছিল শিবের তপস্যায়,
এমনি করেই কেঁদেছে অনন্তকাল -
নিভৃত বুকে বুনেছে কাশফুলের চামর
নদীর বুকে শুভ্র শাপলা, ভাটিয়ালি সুর।

এই কান্নার রহস্য বুঝতে হলে
একবার যেতে হবে তুষার দেশে ।
যেখানে মানুষের দীর্ঘশ্বাস থেকে মেঘের জন্ম হয়।

ফ্যাটি লিভার : সকালে যে লক্ষণ দেখলে সাবধান থাকবেন

ডা. সাবরিনা গিয়াস : ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় বর্তমানে অনেকেই ভুগছেন। এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত অ্যালকোহলিক ও নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হওয়ার মূল কারণ মদ্যপান। তবে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অ্যালকোহল সেবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। যে কোনো ব্যক্তিরই এ সমস্যা হতে পারে। জীবনযাত্রার অনিয়মের ফলে এ রোগ বেশি দেখা দেয়।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ কী? : এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে লিভারে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি জমা হয়। এই চর্বি জমা অবশ্যই অ্যালকোহল ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এনএএফএলডি দুই ধরনের হতে পারে সাধারণ ফ্যাটি লিভার (এনএএফএল) ও নন-অ্যালকোহলিক স্টেটোহেপাটাইটিস (এনএএসএইচ)। সাধারণ ফ্যাটি লিভার বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে লিভারে চর্বি জমা হয়। তবে প্রদাহ ও লিভারের ক্ষতির কোনো লক্ষণ থাকে না। অন্যদিকে নন-অ্যালকোহলিক স্টেটোহেপাটাইটিস (এনএএসএইচ) হলো এনএএফএলডির একটি গুরুতর রূপ। কারণ এটি শুধু চর্বিই জমা করে না, এর সঙ্গে লিভারের কোষগুলোর প্রদাহও বেড়ে যায়; যা ফাইব্রোসিস বা লিভারে দাগের সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে এটি আরও জটিলতা সৃষ্টি করে, যা লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারের দিকে পরিচালিত করে।

সকালে যে লক্ষণ দেখলে সাবধান থাকবেন : ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় শরীরে নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'ক্লান্তি'। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করেন, তাহলে সতর্ক থাকতে হবে। ক্লান্তি বোধ করার বিষয়টি কখনও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যখন এটি ঘন ঘন হয়।

ক্লান্তি ছাড়াও যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে
পেটের ওপরের ডানদিকে অস্বস্তি বা ব্যথা
পেট ফুলে যাওয়া
জন্ডিস
ত্বকের পৃষ্ঠের ঠিক নিচে বর্ধিত রক্তনালি
অব্যক্ত বা অনিচ্ছাকৃত ওজন কমা ইত্যাদি।

প্রতিরোধে করণীয়
অ্যালকোহল গ্রহণ বন্ধ করতে হবে।
ঘন দুধের তৈরি খাবার বা ফুল ক্রিম মিল্ক খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।
খাদ্যতালিকায় অবশ্যই ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে।
পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে।
বিভিন্ন রঙের শাকসবজি খাদ্যতালিকায় রাখুন। যেমনবিটরুট, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, বরবটি, ব্রকলি ইত্যাদি।
প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় একটি সেদ্ধ ডিম রাখতে পারেন।
ডেয়ারি প্রোডাক্টের মধ্যে খেতে পারেন টক দই, নন-ফ্যাট মিল্ক।
দেশীয় মৌসুমি বিভিন্ন ফল খাদ্যতালিকায় যোগ করতে পারেন।
খাবার তৈরিতে তেলের ব্যবহার কমাতে হবে। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও মসলাজাতীয় খাবার কম খেতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ে যেসব ধারণা ঠিক নয়

ডা. শাহজাদা সেলিম : ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। অথচ ডায়াবেটিস বিষয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তিসহ অজ্ঞতার কারণে কুসংস্কার বিরাজ করছে।

ষকেউ কেউ ভাবেন, ডায়াবেটিস একটি ছোঁয়াচে রোগ। এটি ঠিক নয়। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়।

ষকেউবা মনে করেন, মিষ্টি খেলে বা টেনশন করলে ডায়াবেটিস হয়। এ ধারণাও সঠিক নয়। তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর মিষ্টি বা গ্লুকোজসমৃদ্ধ খাবার খেলে ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

ষঅনেক সময় চিকিৎসক বলতে পারেন 'আপনার হালকা ডায়াবেটিস হয়েছে।' অথচ 'হালকা বা মাইল্ড' ডায়াবেটিস বলে কোনো কথা নেই। বলতে হবে ডায়াবেটিস আছে কি নেই।

ষকেউ কেউ ডায়াবেটিস রোগীদের খেলাধুলা করতে বা গাড়ি চালাতে নিষেধ করেন। এটিও ভুল ধারণা; বরং ডায়াবেটিসে খেলাধুলা করাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এতে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা প্রতিরোধে সহায়ক হয়। দায়িত্বশীল হলে ও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকলে গাড়ি চালাতেও কোনো বাধা নেই। তবে বিশেষ কিছু সতর্কতা নেওয়া জরুরি।

ষঅনেকে ভাবেন, ডায়াবেটিসে আস্তে আস্তে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের পর খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম মানলে, নিয়মিত হাঁটলে ও ডায়াবেটিসের প্রয়োজনীয় ওষুধ খেলে কিংবা ইনসুলিন নিলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে শুধু চোখ কেন; হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু বা নার্ভ, ত্বকসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন হতে পারে।

ষকেউ কেউ বলেন করলা, উচ্ছে, মেথি বা নিমপাতা খেলে ডায়াবেটিস সারে। এমন ধারণাও ভুল। কারণ, ডায়াবেটিস সারাজীবনের একটা রোগ। একবার হয়ে গেলে কোনোভাবেই এটিকে সারানো যায় না। সঠিক নিয়ম মেনে রোগটি নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় মাত্র। তবে এ কথা সত্যি করলা, উচ্ছে, মেথি বা নিমপাতা ডায়েটারি ফাইবারযুক্ত। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমে সহায়তা করতে, নানা ধরনের চর্মরোগ প্রতিরোধে বিভিন্নভাবে এসব খাবার উপকারী। তবে চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে নয়।

ষকেউ কেউ দাবি করেন, স্পেশাল ডায়াবেটিক ডায়েট ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো। এ কথাও সত্য নয়। বাজারে 'ডায়াবেটিক' সন্দেশ, বিস্কুট, জ্যাম, চকলেট ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। এসব খাবারের গায়ে চমকপ্রদ কিছু লেখা আর চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে স্বাভাবিকভাবেই একজন ডায়াবেটিস রোগীর খেতে মন চায়। অথচ ব্রিটিশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ডায়াবেটিক খাবারে বাড়তি তেমন উপকার কিছু নেই। এমন খাবার পরিহার করা উচিত।

লেখক : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

প্রোটিন কতটা খাবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রোটিন হলো শরীরের বিল্ডিং ব্লক। একদিকে যেমন শরীরের গ্রোথের জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিন প্রয়োজন, তেমনই নানা টিস্যু ও সেল মেরামত করতেও এটির প্রয়োজন। কম বয়সে যেমন প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সর্বোচ্চ থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর চাহিদা খানিকটা কমে। শরীরের প্রতি কেজি ওজনের অনুপাতে ০.৬-১.৩ কেজি প্রোটিনের চাহিদা থাকে। এই চাহিদার তারতম্য হয় বয়স আর জীবনযাপনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে। কম বয়সী কেউ বা যিনি খুব অ্যাথলেট, তাদের প্রোটিনের দরকার বেশি। আবার শরীরে এনজাইম প্রডাকশন সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য বা এস্ট্রোজেন ফাংশন ঠিকমতো হওয়ার জন্যও প্রোটিন দরকার।

সব ক্ষেত্রে যদি প্রোটিনের চাহিদা না মেটে তখন কী হবে? কম বয়সী ছেলেমেয়েদের সরু কবজি, রোগা চেহারা অনেক ক্ষেত্রে প্রোটিন-ডেফিশিয়েন্সির লক্ষণ। আবার যাদের প্রোটিন গ্রহণে সামর্থ্য আছে তাদেরও যে প্রোটিনের অভাব হয় না তেমনটা নয়! অতিরিক্ত জাঙ্কফুড খেলে বা কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার বেশি খেলে প্রোটিনের ঘাটতি হতেই পারে। খাবারের মধ্যে যদি রিফাইন্ড কার্ব আর ফ্যাটের আধিক্য থাকে, তাহলে প্রোটিনের পরিমাণ কমবে। দিনের পর দিন সকালের নাশতায় মাখন, পাউরুটি, রুটিআলুর তরকারি খেলে কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা হয়তো মিটবে, খাবারে প্রোটিন কই! খিদে পেলে হয়তো দিনের মাঝে খানিকটা মুড়ি খেয়ে নিলেন। তার বদলে যদি একটা ডিম সেদ্ধ বা এক গ্লাস দুধ খান তাহলে প্রোটিনের অভাব হবে না। যারা নিরামিষ খান, তারা প্লান্ট প্রোটিনের ওপরেই বেশি নির্ভর করেন। তাদেরও প্রোটিনের ঘাটতি হতে পারে। শুধু প্রোটিনের পরিমাণ নয়, প্রোটিনের গুণের সঙ্গেও আপস করতে হয়।

অতিরিক্ত প্রোটিনও ভালো নয় : যাদের কিডনির অসুখ আছে, তাদের পক্ষে অতিরিক্ত প্রোটিন সমস্যা ডেকে আনতে পারে। আপনার শরীর, ওজন, বয়স ও জীবনযাপনের ধরন অনুযায়ী যতটুকু প্রোটিন দরকার তার চেয়ে অতিরিক্ত যদি খান তাহলে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। ইউরিক এসিডের মাত্রাও বাড়তে পারে। যারা হেভি ওয়ার্কআউট করছেন, তাদের উচিত ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রোটিন ইনটেক (সাপ্লিমেন্টও) বুঝে নেওয়া।

হাত-পা অতিরিক্ত ঘামে কেন, যা করবেন

ডা. আবদুল্লাহ শাহরিয়ার : অতিরিক্ত হাত-পা ঘামা একটি সাধারণ সমস্যা। এটি মূলত হাতের তালু, পায়ের পাতা ও বগলে বেশি হয়। এ সমস্যার কারণে মানুষ অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। যেমন কারও সঙ্গে হাত মেলানোর সময় বা পা ঘেমে দুর্গন্ধ হলে।

অতিরিক্ত ঘামার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে এটি বংশগত হতে পারে বা অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তার কারণেও হতে পারে। এ ছাড়া কিছু শারীরিক সমস্যা, যেমনপারকিনসন্স ডিজিজ, থাইরয়েড সমস্যা, ডায়াবেটিস, জ্বর, শরীরে গ্লুকোজের স্বল্পতা বা মেনোপজের পর এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় শরীরে ভিটামিনের অভাব থাকলেও অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে।

চিকিৎসা : সঠিক কারণ নির্ণয় ছাড়া চিকিৎসা করা উচিত নয়। তাই প্রথমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কারণ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এর পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো

লোশন ব্যবহার: অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডযুক্ত বিশেষ লোশন ব্যবহার করলে হাত-পায়ে ঘামা কমে যায়।

আয়োনটোফোরিসিস: এটি একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে হাত-পা সেঁকে নেওয়ার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ঘামা কমানো যায়। প্রয়োজনে সমস্যা দেখা দিলে আবার একইভাবে চিকিৎসা নিতে হবে।

অস্ত্রোপচার: কিছু ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের স্নায়ুর অস্ত্রোপচার করে অতিরিক্ত ঘামা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মনে রাখা জরুরি, হাত-পায়ের ঘাম রোধে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

লেখক : অধ্যাপক, এনআইসিভিডি।

ওয়াশিং মেশিন থেকে যেসব রোগ ছড়াতে পারে

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওয়াশিং মেশিন জামা কাপড় পরিষ্কারের কাজকে অনেক সহজ করে। জীবনে এনে দেয় স্বস্তি। কিন্তু জানেন কি, ওয়াশিং মেশিন থেকেই ছড়াতে পারে নানাবিধ অসুখ? প্রতিবার কাপড় পরিষ্কারের পর মেশিন ঠিকঠাক পরিষ্কার না করলে বিভিন্ন অসুখ ছড়াতে পারে। জামাকাপড় থেকে বের হওয়া ময়লা, সাবান-পানি ওয়াশিং মেশিনে আটকে থাকে দিনের পর দিন। আর সেখানে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের বাসস্থান গড়ে ওঠে। আবার ওয়াশিং মেশিনের 'ডিসপেনসর ড্রয়ার' বা বিশেষ খাপেও জীবাণু জন্মায়। কারণ এই খাপটিতে প্রচুর সাবান, ময়লা লেগে যায়। তাই যন্ত্রটি নিয়মিত পরিষ্কার না করলে তা থেকেই নানা রোগ ছড়াতে পারে।

ই কোলাই থেকে হতে পারে পেটের রোগ : দূষিত পানিতে ই কোলাই জন্মায়। ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড় কাচার ময়লা, জমে থাকা সাবান পানিতে এই ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরে ঢুকলে তা মারাত্মক ডায়েরিয়ার কারণ হয়ে উঠবে। এই ব্যাকটেরিয়া মূত্রনালিতে চলে গেলে মূত্রনালিতে সংক্রমণ (ইউটিআই) হতে পারে। তখন জ্বর, তলপেটে ব্যথা, বার বার প্রস্রাব পাওয়া, প্রস্রাবের সময়ে জ্বালা ইত্যাদি হবে। ব্যাকটেরিয়া কিডনিতে পৌঁছে গেলে পায়েলোনেফ্রাইটিসের মতো রোগও হতে পারে।

স্ট্যাফাইলোকক্কাসের সংক্রমণে ত্বকের রোগ হতে পাওে : ভেজা, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। এই জীবাণু ত্বকের সংক্রমণের কারণ হতে পারে। এ জীবাণুতে আক্রান্ত হলে ফোস্কা, ব্রণ-ফুস্কুড়ি বা র্যাশের সমস্যা তো হবেই, স্কিন কেরাটোসিস, একজিমা, কনট্যান্ট ডার্মাটাইটিসের মতো ত্বকের রোগও হতে পারে। তাই ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার পরে গরম পানি দিয়ে মেশিনটি পরিষ্কার করে নিন।

ছত্রাকের সংক্রমণে হতে পারে শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগ : ক্যান্ডিডা ও মোল্ডের মতো ছত্রাক ওয়াশিং মেশিনে জন্মাতে পারে। ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে ত্বকের সংক্রমণ তো বটেই, শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগও হতে পারে। ত্বকে লালচে র্যা শ হতে পারে। এমনকি সোরিয়াসিসও দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, সংক্রমণ ছড়াতে পারে চোখেও। ওয়াশিং মেশিনের কাপড় কাচার জায়গাটি ভিনেগার দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। তারপর বেকিং সোডা ছড়িয়ে কুসুম গরম পানি ঢেলে মেশিনটি চালান।

অতিরিক্ত চুল পড়লে করণীয়

ডা. জাহেদ পারভেজ : দৈনিক ১০০ থেকে ১২৫টি চুল পড়া স্বাভাবিক। এ সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন তা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। নারী-পুরুষ উভয়ই চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন। তবে নারীর তুলনায় পুরুষেরা এ সমস্যায় বেশি ভোগেন। তবে নারীদের মধ্যে চুল পড়া নিয়ে বেশি উদ্বেগ দেখা যায়। নারীদের চুল পড়ার সমস্যাকে বলে অ্যানড্রোজেনেটিক অ্যালোপিসিয়া। এ সমস্যায় মাথার উপরিভাগে ও দুই পাশের চুল পড়ে যায় কিংবা পাতলা হয়ে যায়। নানা কারণে চুল পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। আসুন, কারণগুলো জেনে নেই।

পুষ্টির অভাব : ডায়েট করতে গিয়ে অনেক সময় পুষ্টিকর খাবার কম খান। এ সময় প্রয়োজনীয় অনেক পুষ্টি উপাদান, বিশেষত আমিষ, খনিজ ও ভিটামিনের ঘাটতি দেখা দেয়। চুলের স্বাস্থ্যের জন্য আমিষ বেশ উপকারী। এর ঘাটতি হলে চুল পড়া শুরু হতে পারে। অনেক নারীর পাতে সুষম খাদ্য উপাদান থাকে না। অনেকে আমিষের তুলনায় শর্করা বেশি খান।

খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডালের মতো খাবার রাখতে হবে। ভিটামিন বি১২ ও ভিটামিন ডি চুলের বৃদ্ধি ঘটায় ও মাথার ত্বকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। তাই এ দুটি ভিটামিনের অভাবে চুল পড়তে পারে। মাংস ও দুগ্ধজাত খাবারে ভিটামিন১২ ও ভিটামিন ডি আছে। এছাড়া যাঁরা সূর্যালোকের সংস্পর্শে কম আসেন, তাঁদের ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হতে পারে।

ওষুধ : কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িতে প্রোজেস্টেরন হরমোন থাকে। এটা নারীর চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়ার আগে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জেনে নিতে হবে। অন্য কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও চুল পড়তে পারে।

হরমোনজনিত : গর্ভধারণের সময় একজন নারীর শরীরে নানান হরমোনের পরিবর্তন ঘটে। এর প্রভাবে চুল পড়তে পারে। গর্ভধারণের তিন থেকে চার মাস পর পর্যন্ত চুল পড়া স্বাভাবিক। এরপরও চুল পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

চুলের স্টাইল : নারী বা পুরুষের চুলের নানা স্টাইল বা ধরন চুল পড়ার কারণ হতে পারে। সব সময় উঁচু করে, শক্ত করে বেঁধে রাখলে চুল ভেঙে যায়। ফলে চুল পড়া শুরু হতে পারে। চুলে বারবার রং ও রিবন্ডিং চুল পড়ার কারণ হতে পারে।

রোগবালাই : দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক অসুস্থতা, রক্তস্বল্পতা, ওজন কমে যাওয়া, হজমের সমস্যা, মানসিক চাপ, ডায়াবেটিস, মূত্রনালির প্রদাহ, মেনোপজ, শরীরে ভিটামিন-এ এর আধিক্য, নানা সংক্রমণের কারণে চুল পড়া শুরু হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এর পরামর্শ নিয়ে শুরুতেই চিকিৎসা ও পরিচর্যা নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ত্বক ও হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন, ডা. জাহেদস হেয়ার অ্যান্ড স্কিনিক সেন্টার, পান্থপথ, ঢাকা।

বাংলাভাষী মুসলমান, রোহিঙ্গা ও দলিতদের নিয়ে ভারতকে জাতিসংঘের কড়া বার্তা

এএফপি : ভারতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির মানুষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এসব মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভারতকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মঙ্গলবার জাতিসংঘের একটি নজরদারি কমিটি এ কথা জানিয়েছে। জাতিসংঘের জাতিগত বৈষম্য বিলোপবিষয়ক কমিটি (সিইআরডি) আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেছে। তারা জানিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এ দেশে বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধ (হেট ক্রাইম) ঘটছে। এগুলো বন্ধে ভারতকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। কমিটি তাদের তদন্তের পর দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরে কমিটি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওপর এসব ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে তফসিলি উপজাতি, তফসিলি জাতিড়্বিশেষ করে দলিত সম্প্রদায় এবং যাঁরা ভারতের নাগরিক নন, তাঁরাও রয়েছেন।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ থেকে তৈরি সহিংসতা ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ। এ ছাড়া বিচারবহির্ভূত হত্যা, কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই ইচ্ছেমতো দীর্ঘদিন আটকে রাখা, নির্যাতন, অসদাচরণ ও যৌন সহিংসতার মতো ঘটনাও ঘটছে।'এ ধরনের সব অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কমিটি। একই সঙ্গে এসব ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচারের আওতায় আনতে বলা হয়েছে। সিইআরডির মতামত বা সুপারিশগুলো মানতে কোনো দেশ আইনগতভাবে বাধ্য নয়। তবে এসব সুপারিশ কোনো দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।

ভারতে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথা এখনো একটি বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সম্পদ, শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কে কতটা পাবে, তা অনেক সময় এই বর্ণপ্রথাই নির্ধারণ করে দেয়। হাজার বছরের পুরোনো এ সামাজিক প্রথা হিন্দুদের পেশা ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছে। কমিটির আগের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এর সদস্য স্টামাতিয়া স্তাভরিনাকি বলেন, দলিতদের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা ভেদাভেদ যে সত্যিকার অর্থে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তা প্রমাণ করার মতো সূচক বা তথ্য থাকাটা খুব জরুরি। সিইআরডি হলো ১৮ জন স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি। এ কমিটির ১৮২টি সদস্যদেশ রয়েছে। সদস্যদেশগুলো সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য দূর করার সনদ ঠিকমতো মেনে চলছে কি না, তা নজরদারি করে এ কমিটি। সনদটি ১৯৬৯ সালে কার্যকর হয়। এটির অধীন সদস্যদেশগুলোকে অবশ্যই জাতিগত বৈষম্য ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে হবে। একই সঙ্গে আইনের চোখে সবার সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

রোহিঙ্গা ও আশ্রয়প্রার্থী : চলতি মাসের শুরুর দিকে সিইআরডির পর্যালোচনায় অংশ নিয়েছিল ভারত। ২০০৭ সালের পর এটিই ছিল তাদের প্রথম অংশগ্রহণ। ভারতের প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেন দেশটির সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। কমিটি একটি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে। তারা বলছে, রোহিঙ্গা, বাংলাভাষী মুসলমান, সাধারণ অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের লক্ষ্য করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান বেড়েছে। কমিটি জানিয়েছে, জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাস্তায় আটকে পুলিশি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ফলে কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই অনেককে ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের খবরও পাওয়া গেছে। যাদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রয়োজন, তাদের জোর করে দেশে ফেরত পাঠানো বা তাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিটি। এসব জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হওয়া 'বৈষম্য, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও বিদ্বেষমূলক অপরাধ' জরুরি ভিত্তিতে মোকাবিলা করার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সিইআরডি। তাদের অধিকার রক্ষা করতে এবং গণহারে তাড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এক সংবাদ সম্মেলনে স্তাভরিনাকি বলেন, জবাবদিহির অভাব এক বড় চিন্তার বিষয়। কারণ, যদি আইন থাকে কিন্তু তার প্রয়োগ না হয়, তবে 'বিদ্বেষমূলক অপরাধ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়'।

PCA & HHA
FREE TRAINING
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফ্রি
Bestcare
Home care, your care
প্রশিক্ষন এর বিস্তারিত জানতে কল করুন..
516-666-5802, 516-731-3770
১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি
Queens
70-50 Austin Street. Suite 130 Forest Hills, NY 11375
Nassau
50 Clinton Street. Suite 201 Hempstead, NY 11550
Bronx
4119 White Plains Road Bronx, NY 10466
Corporate
3000 Hempstead Turnpike. Suite 205 Levittown, NY 11756
Brooklyn
1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210
Highbridge
1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452
Manhattan
Staten Island
60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301
Westchester
35 East Grassy Sprain Road, Suite 203B Yonkers, NY 10710
Suffolk
97 West Main Street Bay Shore, NY 11706
Eastern Suffolk
630 Middle Country Road Selden, NY 11784
নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C
WOMEN'S MEDICAL OFFICE
ডা. রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
• Flushing Hospital Medical Center
• North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
• Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Caring for Women, Nurturing Life
Scan me
Amyeo A. Jereen, MD.
Obstetrics & Gynecology
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Long Island Jewish Medical Center
Northwell Health
FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER
Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে • গায়ে হলুদ • বিবাহ • এনগেজমেন্টস • সুইট সিক্সটিন • বেবি শাওয়ার • ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
• ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
• ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
• Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
• আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
• ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC.
5TH ANNUAL COMMUNITY BARBECUE
SATURDAY, AUGUST 29, 2026
12:00 PM–7:00 PM
EXCITING GAMES FOR ALL AGES
• EXCITING PRIZES •
EXCITING RAFFLE DRAWS
Organized by
JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC.
CUNNINGHAM PARK
196-10 UNION TURNPIKE, FRESH MEADOWS, NY 11366
Inner parking lot next to the kids' play area
EVERYONE IS WELCOME WITH THEIR FAMILY
LET'S COME AS A COMMUNITY.
LET'S COME AS A FAMILY.
LET'S COME TO CELEBRATE.
You and your family are cordially invited by the
Jamaica Bangladesh Friends Society Executive Committee
and Board of Advisors.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা সভা, মীলাদ ও দু'আ মাহফিল

নিউইয়র্ক : আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউ-ইয়র্ক স্টেট-এর উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে আলোচনা সভা, মীলাদ ও দু'আ মাহফিল ২০২৬ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট শনিবার নিউইয়র্কের গোল্ডেন প্লেস বাঙ্কুয়েট হলে আয়োজিত এ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ-এর মুহতারাম সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী ।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউএসএ-এর সভাপতি মাওলানা এম এ নূর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আল্লামা সৈয়দ সাজেদুল হক, আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউএসএ-এর সহ-সভাপতি হাফিজ মাওলানা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাব্বীর আহমদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউএসএ-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া।

আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর সকল সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন হাফিজ মাও-লানা কাওছার আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বারী মাহবুবুর রহমান ও সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ ক্বারী নজম উদ্দিন আহমেদ ।অনুষ্ঠানের শুরুতে কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ আবদুল মুকতাদির তফাদার মনাফ। এরপর নাতে রাসূল ﷺ পরিবেশন করেন সংগঠনের যুব বিষয়ক সম্পাদক ক্বারী রিদওয়ানুল হক শিমুল এবং পার্কচেস্টার চ্যাপ্টার কমিটির প্রচার সম্পাদক ক্বারী নাঈম আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ পারভেজ সিদ্দিক ।মাহফিলে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউ জার্সি স্টেট-এর ট্রেজারার হাফিজ আলাউদ্দীন সাহেব, আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাও-লানা বুরহান উদ্দিন, শাহজালাল দারুস সুন্নাহ জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবদুল হাদী জালালী এবং গাউসিয়া মসজিদের খতিব হাফিজ মাওলানা আবু তাহের।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউএসএ-এর ট্রেজারার জনাব মুতাহির হুসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফিজ জমশেদ হুসাইন, আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুখলিছুর রহমান, ইসলামিক সেন্টার অব মরিসপার্কের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা হুসাইন মুহাম্মদ আরজ আলী, বাংলাবাজার ইসলামিক সেন্টারের প্রধান শিক্ষক হাফিজ বদরুল আলম ও সহকারী শিক্ষক হাফিজ জুবায়ের আহমেদ রাজু এবং জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব রুকন হাকিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর সম্মানিত উপদেষ্টা হাফিজ এবাদুর রহমান চৌধুরী, উপদেষ্টা মাওলানা শাহান ইয়াহিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি ক্বারী মালিক শেখ, সহ-সভাপতি মাওলানা জামাল উদ্দিন, ট্রেজারার হাফিজ মাওলানা রওশন আহমদ, প্রচার সম্পাদক ক্বারী আবিদুর রহমান, সহ-প্রচার সম্পাদক আশরাফ হুসাইন শুভ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মনসুর আহমদ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ নুরুল ইসলাম এবং সদস্য হেলালুর রহমান খান ও সালেহ আহমদ ।এছাড়াও আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর অধীন বিভিন্ন চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ, সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিলের শেষপর্বে বিশেষ অতিথি হাফিজ মাওলানা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা-এর পরিচালনায় পবিত্র মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রধান অতিথি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী-এর পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত মুসল্লি ও অতিথিদের মাঝে তবারুক বিতরণ করা হয়। পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে আয়োজিত এ মাহফিলের সফলতা ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট-এর পক্ষ থেকে সকল অতিথি, আলেম-উলামা, দায়িত্বশীল, সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

পুরুষদের মধ্যে ধূমপান কমলেও বাড়ছে নারী ধূমপায়ীর সংখ্যা

বাংলাদেশ ডেস্ক : পাকিস্তানে গত এক দশকে পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও নারীদের মধ্যে তা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের তথ্য বিশ্লেষণে এমন চিত্র উঠে এসেছে। খবর সামা টিভির। তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে পাকিস্তানে পুরুষ ধূমপায়ীর হার ছিল ২২ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২৪ সালে তা কমে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এক দশকে পুরুষদের ধূমপানের হার প্রায় ২৯ শতাংশ আপেক্ষিকভাবে কমেছে। অন্যদিকে, একই সময়ে নারীদের মধ্যে ধূমপানের হার ২ দশমিক ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ নারী ধূমপায়ীর হার প্রায় ৫৭ শতাংশ আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটির জাতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক পরিসংখ্যানে ধূমপান হ্রাসের যে ইতিবাচক চিত্র ফুটে ওঠে, তা বিভিন্ন জনমিতিক (ডেমোগ্রাফিক) গোষ্ঠীর ভেতরের বাস্তব ভিন্নতাকে ঢেকে ফেলে। সাম্প্রতিক এই তথ্য সেটিই স্পষ্ট করেছে।

পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে ধূমপানের হার এখনো অনেক কম। তবে জাতীয়ভাবে ধূমপানের প্রবণতা কমার মধ্যেও নারীদের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, জাতীয় গড়ের পাশাপাশি লিঙ্গভিত্তিক ধূমপানের প্রবণতাও আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত এক দশকে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পুরুষদের ধূমপানের হার কমাতে ভূমিকা রেখেছে। তবে নারীদের মধ্যে ধূমপান বৃদ্ধির কারণগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। ধূমপানের পরিবর্তনশীল এই প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য 'গ্যালপ পাকিস্তান ডিজিটাল অ্যান-ালিটিক্স' 'পাকিস্তান টোব্যাকো ইনসাইটস' নামে একটি নতুন ড্যাশবোর্ড চালু করেছে। ড্যাশবোর্ডটিতে 'গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে' ও 'গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে'-এর গত ১০ বছরের তথ্য একত্র করা হয়েছে। এতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ধূমপানের হার, পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব, সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধির ধারা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি নিয়ে জনমতের তথ্যও যুক্ত করা হয়েছে। নতুন এই তথ্যভাণ্ডার পাকিস্তানে তামাক ব্যবহারের পরিবর্তিত ধরণ, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতার পার্থক্য বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

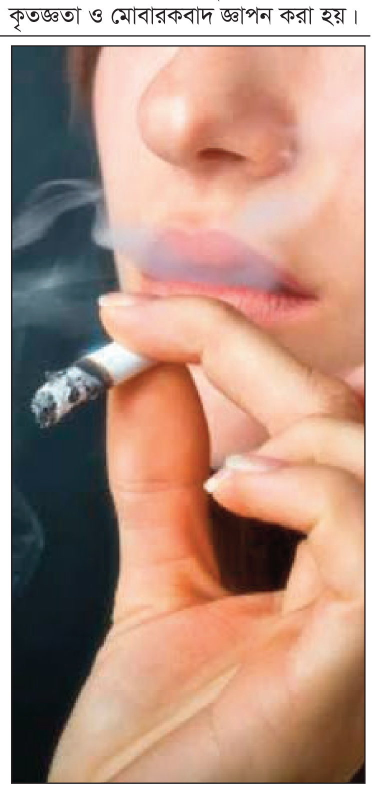

জনপ্রিয় হচ্ছে ৩ বছরের স্নাতক ডিগ্রি, বাঁচছে সময়-খরচ

বাংলাদেশ ডেস্ক : কলেজের ডিগ্রি না থাকায় চাক-রির ক্ষেত্রে বারবার পিছিয়ে পড়ছিলেন ৩৪ বছর বয়সী গাইলস সিমস। কিন্তু স্ত্রী ও বিধবা মায়ের দায়িত্ব সামলে চার বছর ধরে কর্মক্ষেত্রের বাইরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই চাকরি হারানো এই ওয়েব ডেভেলপার বেছে নেন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠা তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি কর্মসূচির একটি ।সিমস বলেন, চার বছর কর্মক্ষেত্রের বাইরে থাকার সামর্থ্য আমার নেই। সময়টা আমার কাছে যেন অনেক দীর্ঘ মনে হয়েছে। তিন বছরের ডিগ্রি হওয়ায় বিষয়টি তুলনামূলক কম ভীতিকর মনে হয়েছে ।সিমস বর্তমানে সল্ট লেক সিটির বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এনসাইন কলেজের শিক্ষার্থী। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি তাদের সব ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য প্রচলিত চার বছর মেয়াদি ডিগ্রির তুলনায় কমসংখ্যক কোর্স সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এসব সংক্ষিপ্ত মেয়াদের ডিগ্রি কর্মসূচির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান র‍্যান্ডের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের বসন্ত পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ২৬টি অঙ্গরাজ্যে অন্তত একটি করে কলেজ রয়েছে, যেখানে কম ক্রেডিটের তিন বছর মেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে।

সমর্থকদের দাবি, উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকট মোকাবিলায় এসব কর্মসূচি একটি সম্ভাব্য সমাধান। বিশেষ করে, সিমসের মতো অপ্রচলিত বয়স বা পরিস্থিতির শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বড় সুযোগ।

তবে সমালোচকদের উদ্বেগ ভিন্ন। তাদের আশঙ্কা, কম সময়ে ডিগ্রি সম্পন্ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের শেখার পরিধি অতিরিক্ত সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের ডিগ্রি নিয়ে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে, উচ্চশিক্ষায় পরবর্তী ধাপে ভর্তির সুযোগ সীমিত হতে পারে ও যেসব পেশায় অঙ্গরাজ্যের লাইসেন্স প্রয়োজন, সেখানে জটিলতা তৈরি হতে পারে।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি প্রফেসরস বা এএইউপি মনে করে, এ ধরনের কর্মসূচি কলেজ ডিগ্রির মূল্য ও অর্থকে খাটো করছে।

সংগঠনটির সভাপতি টড উলফসনের ভাষায়, এটি কোনো উদ্ভাবন নয়। এটি কেবল শর্টকাট নেওয়া। দ্রুত ডিগ্রি সম্পন্ন করার কর্মসূচি অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের কলেজগুলোতে নতুন নয়। কয়েক দশক ধরেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এমন কর্মসূচি চালু রেখেছে, যেখানে দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাদ দেওয়া, আগের প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট সর্বোচ্চ মাত্রায় স্থানান্তর এবং পুরো সেমিস্টারের কোর্স পাঁচ থেকে ১০ সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ করার সুযোগ রয়েছে।

তবে সেসব কর্মসূচিতে ক্রেডিটের হিসাবে মোট কোর্সের পরিমাণ একই থাকতো। নতুন কর্মসূচিগুলোর পার্থক্য হলো, এখানে শিক্ষার্থীরা মাত্র ৯০ ক্রেডিট সম্পন্ন করেই ডিগ্রি শেষ করতে পারেন। প্রচলিত ব্যাচেলর ডিগ্রির সাধারণ ১২০ ক্রেডিটের তুলনায় এটি এক বছর কমিয়ে দেয়।

যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স ও ইতালিসহ বিভিন্ন দেশে তিন বছর মেয়াদি ব্যাচেলর বা স্নাতক ডিগ্রি বেশ প্রচলিত। তবে এসব ডিগ্রি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হতে গেলে কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। কারণ দেশটির কিছু গ্র্যাজুয়েট স্কুলে অতিরিক্ত কোর্স সম্পন্ন করার শর্ত রয়েছে।

'এ হিস্ট্রি অব আমেরিকান হায়ার এডুকেশন' বইয়ের লেখক জন থেলিন বলেন, ঔপনিবেশিক আমেরিকার প্রথম দিকের কিছু কলেজ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের আদলে গড়ে উঠেছিল ও সেসব প্রতিষ্ঠানে শুরুতে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি চালু ছিল।

তবে উনিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রে চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর অন্যতম কারণ ছিল, কলেজে ভর্তির আগে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার মতো প্রতিষ্ঠিত সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ব্যবস্থা তখনো গড়ে ওঠেনি।

থেলিন বলেন, কলেজগুলোকে এক অর্থে শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে হতো।

যুক্তরাষ্ট্রে আবার তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি চালুর ধারণাটি নতুন করে আলোচনায় আসে ২০০৯ সালে। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এডুকেশনের ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অন হায়ার এডুকেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রবার্ট জেমস্কি নিউজউইকের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে যুক্তি দেন, তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার ভেঙে পড়া কাঠামোয় বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

তবে তখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্বীকৃতিদানকারী সংস্থাগুলো। জেমস্কি সম্প্রতি সেই সময়ের কথা স্মরণ করে বলেন, স্বীকৃতিদানকারীরা বলেছিলেন, কলেজ ডিগ্রি মানে ১২০ ক্রেডিট, ৯০ ক্রেডিট নয়।

এরপর বহু বছর কেটে যায়। ২০২২ সালে কলেজ শিক্ষার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকলে জেমস্কি আবার এ ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তখন গড়ে ওঠে 'কলেজ-ইন-থ্রি এক্সচেঞ্জ'। শিক্ষার্থীদের দ্রুত ডিগ্রি সম্পন্ন করার সুযোগ তৈরির উপায় খুঁজতে উচ্চশিক্ষার কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠান এই নেটওয়ার্কে যোগ দেয়।

২০২৩ সালে নর্থওয়েস্ট কমিশন অন কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ প্রথম স্বীকৃতিদানকারী সংস্থা হিসেবে কম ক্রেডিটের ডিগ্রি কর্মসূচিতে অনুমোদন দেয়। ওই বছর এনসাইন কলেজ ও ব্রিগহাম ইয়াং ইউনিভার্সিটি-আইডাহোর কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। পরে দ্রুত অন্য স্বীকৃতিদানকারী সংস্থাগুলোও একই পথে হাঁটে।

র‍্যান্ডের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কম ক্রেডিটের ১১৯টি ডিগ্রি কর্মসূচি প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ওহাইওতে এ ধরনের ডিগ্রির বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাইয়ে শিক্ষাবিষয়ক কর্মকর্তাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ওই গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল।

এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে আসছে, যখন উচ্চশিক্ষার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কলেজ বোর্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কলেজগুলোতে অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে টিউশন ও ফি ছিল ১১ হাজার ৯৫০ ডলার। অন্যদিকে বেসরকারি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে এই ব্যয় গড়ে ৪৫ হাজার ডলার। যদিও অনেক শিক্ষার্থী ছাড় পাওয়ায় তাদের প্রকৃত খরচ এর চেয়ে কম হয়।

কম ক্রেডিটের ডিগ্রি কর্মসূচির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই পরিচালনা করছে বেসরকারি অলাভজনক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর অনেকগুলো অনলাইনভিত্তিক। সাধারণত ঐচ্ছিক বিষয় বা ইলেকটিভ কমিয়ে মূল বিষয়ভিত্তিক কোর্সগুলোকে সংক্ষিপ্ত করা হয়।

মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবসায়িক বিষয়গুলোর তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। এর পরেই রয়েছে কম্পিউটার ও তথ্যবিজ্ঞানভিত্তিক ডিগ্রি।

তবে সব বিষয়ে ডিগ্রির সময়সীমা কমানো সহজ নয়। উদাহরণ হিসেবে প্রকৌশল শিক্ষায় ব্যাপক গণিতভিত্তিক পাঠ্যক্রম থাকায় তা সংক্ষিপ্ত করা তুলনামূলক কঠিন। অন্যদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অঙ্গরাজ্যভিত্তিক লাইসেন্সের প্রয়োজন থাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণে র‍্যান্ড মাত্র ছয়টি কম ক্রেডিটের ডিগ্রি খুঁজে পেয়েছে।

৪২ বছর বয়সী জিল কোহেন কলোরাডোর প্রত্যন্ত ইয়োডার এলাকায় একটি খামারে বসবাস করেন। তিনি ইন্ডিয়ানা ওয়েসলিয়ানের এমনই একটি কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকতার ডিগ্রি সম্পন্ন করছেন।

খামারের একটি দুর্ঘটনায় প্রায় প্রাণ হারানোর পর তিনি জীবনবিমা বিক্রির আগের চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতায় আসার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে তিনি বিশেষ 'গ্রো ইয়োর ওন' কর্মসূচির মাধ্যমে ডিগ্রি সম্পন্ন করছেন। শিক্ষকসংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি ইতোমধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়াচ্ছেন।

যমজ দুই ১২ বছর বয়সী সন্তান ছাড়াও তার বাড়িতে ঘোড়া, ছাগল ও মুরগিসহ নানা প্রাণী রয়েছে। ফলে ব্যস্ত জীবনে সংক্ষিপ্ত ডিগ্রি কর্মসূচিটি তার জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক।

তবে যেসব ডিগ্রি শেষ করতে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক লাইসেন্স প্রয়োজন, সেগুলো নিয়েই সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন র‍্যান্ডের নীতিবিষয়ক গবেষক জেনা ক্রেমার।

ইন্ডিয়ানা ওয়েসলিয়ান জানিয়েছে, তাদের শিক্ষকতা কর্মসূচিগুলো বিশেষভাবে ইন্ডিয়ানার লাইসেন্সিং শর্ত পূরণ করেই তৈরি করা হয়েছে। তবে অন্য অঙ্গরাজ্যের শিক্ষার্থীদের নিজেদের রাজ্যের শর্তের সঙ্গে এই কর্মসূচি সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা যাচাই করতে হবে। ই-মেইলে প্রতিষ্ঠান-টির যোগাযোগবিষয়ক পরিচালক পাম ডাউনিং এ তথ্য জানান।

র‍্যান্ডের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তিন বছর মেয়াদি এসব কর্মসূচি এতটাই নতুন যে, এই ডিগ্রিধারীদের যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যাজুয়েট স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এখনো কোনো অভিন্ন বা নির্ধারিত নিয়ম গড়ে ওঠেনি।

কানাডাকে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার ইঙ্গিত ট্রাম্পের

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার পুরোনো প্রস্তাব আবারও সামনে এনেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য না হয়েও অঙ্গরাজ্যের সুবিধা নিতে চায়।রবিবার ভোরে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত পোস্টে এ মন্তব্য করেন ট্রাম্প। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর কানাডাকে নিয়ে এটিই তার প্রথম প্রকাশ্য মন্তব্য ট্রাম্প অভিযোগ করেন, কানাডা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন কৃষিপণ্যের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপ করে আসছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য না হয়েও অঙ্গরাজ্য হওয়ার সুবিধা পেতে চায়। শুল্ক প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা- ‘আর নয়’।এদিকে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হয়নি। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর শনিবার থেকে কানাডার বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন করে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক কার্যকর হয়েছে।

নতুন শুল্ক আরোপের ফলে উত্তর আমেরিকার প্রতিবেশী দুই দেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্য বিরোধ আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কানাডার রপ্তানি খাত ও সীমান্তবর্তী ব্যবসায় এর প্রভাব পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প একাধিকবার কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার ইচ্ছার কথা বলে আসছেন। তার সর্বশেষ মন্তব্যে সেই পুরোনো অবস্থানই আবারও সামনে এসেছে।

তবে ট্রাম্পের নতুন মন্তব্যের বিষয়ে কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ক্যানসারের চিকিৎসার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ও আশঙ্কা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্য যোগাযোগ গবেষক ড্যানেল ডি. বোটম্যানের দ্য কনভারসেশনে প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে ক্যানসারের চিকিৎসায় মেসেঞ্জার আরএনএ বা এমআরএনএ ভ্যাকসিনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং সেই সাথে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্যের ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই শিক্ষাবিদের মতে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে চিকিৎসাবিজ্ঞান যত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, জনসাধারণের বিভ্রান্তি এবং ভ্রান্ত ধারণার কারণে সেই উদ্ভাবনের আসল সুফল অর্জনে বড় ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে মডার্না ও মার্ক কর্তৃক ঘোষিত মেলানোমা নামক মারাত্মক ত্বকের ক্যান্সারের চিকিৎসায় তাদের যৌথভাবে তৈরি এমআরএনএ ভ্যাকসিন ‘ইনটিসমেরান অটোজিন’ ও ইমিউনোথেরাপি ওষুধ কিট্রুডার সফল ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সাফল্যকে ভিত্তি করে লেখক এই বিশ্লেষণ করেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অপপ্রচারের কারণে রোগীরা কীভাবে একটি জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সেটাই এই নিবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়।

ড্যানেল ডি. বোটম্যানের নিবন্ধ অনুসারে, বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ মূলত কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন প্রথম এমআরএনএ প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হলেও গবেষকরা বিগত কয়েক দশক ধরে এটি নিয়ে গভীর গবেষণা চালিয়ে আসছেন। ২০০০-এর দশকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মস্তিষ্ক, স্তন, ফুসফুস, প্রোস্টেট এবং মেলানোমাসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় ১২০টিরও বেশি প্রতিশ্রুতিশীল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছে। এই প্রযুক্তি যেভাবে কাজ করে তা অত্যন্ত আধুনিক ও সুনির্দিষ্ট। এমআরএনএ ভ্যাকসিন সরাসরি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কোষের ভেতরে নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা পাঠায়, যার ফলে

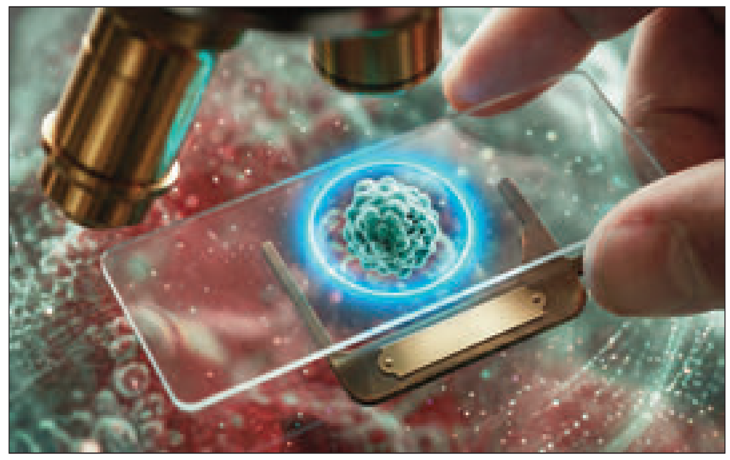

শরীরের ইমিউন সিস্টেম সেই নির্দিষ্ট প্রোটিন বা ক্যানসার কোষ চিহ্নিত করতে শেখে এবং সুস্থ কোষের কোনো ক্ষতি না করেই লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ চালায়।

বোটম্যান গ্লিওব্লাস্টোমার মতো আগ্রাসী ব্রেন টিউমারের উদাহরণ টেনে দেখিয়েছেন, কীভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পার্সোনালাইজড এমআরএনএ ভ্যাকসিন রোগীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, প্রযুক্তিগত সাফল্য তখনই সার্থক হবে যখন রোগীরা এটি গ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহী হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী অগ্রগতির পাশাপাশি অনলাইনে একটি ভয়াবহ মিথ্যা ছড়াতে শুরু করেছে, যাকে বলা হচ্ছে ‘টার্বো ক্যানসার’ আখ্যান। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক বোটম্যান উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যান্টি-ভ্যাকসিন প্রচারকারীরা ভিত্তিহীনভাবে দাবি করতে শুরু করে যে কোভিড-১৯ এমআরএনএ ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে মানুষের শরীরে অত্যন্ত দ্রুত ও আগ্রাসীভাবে ক্যানসারের বিকাশ ঘটছে। ২০২২ সালের শেষের দিকে এটি মূলধারার গণমাধ্যমে আলোচনায় আসে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লেখক ও তার গবেষণা দল ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত পরিচালিত সোশ্যাল লিসেনিং স্টাডিতে দেখেছেন কীভাবে অজস্র পোস্ট, আবেগময় ব্যক্তিগত গল্প, পশুদের ওপর করা গবেষণার ভুল ব্যাখ্যা, এবং বিভ্রান্তিকর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে ভ্যাকসিন সম্পর্কে ভয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের একজন বিতর্কিত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ রাজ পরিবারের সদস্যদের ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার পেছনে কোভিড ভ্যাকসিনকে দায়ী করে চরম বিতর্কের জন্ম দেন।

যদিও বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে করা একাধিক গবেষণা স্পষ্ট করেছে যে ভ্যাকসিনের সাথে ক্যানসারের কোনো সম্পর্ক নেই। তাও অপপ্রচার থেমে থাকেনি।

জনস্বাস্থ্য যোগাযোগের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে গবেষকরা একটি ‘ইনফোডেমিক’ বা তথ্য-মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বোটম্যানের মতে, ভুয়া খবর যখন বারবার মানুষের চোখে পড়ে এবং আবেগময় গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তখন সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান-ভিত্তিক সত্যের চেয়ে অপপ্রচারই বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে থাকে। বিশেষ করে এইচপিভি বা মানুষের প্যাপিলোমাভাইরাস ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা টেনে বোটম্যান দেখিয়েছেন যে, অনলাইনের নিরাপত্তা ভয়, কর্তৃপক্ষের প্রতি অবিশ্বাস এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কীভাবে মানুষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

ক্যানসার চিকিৎসায় যখন অপপ্রচারের প্রভাবে রোগীরা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে ভিত্তিহীন অলৌকিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকে পড়েন, তখন তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। চিকিৎসকেরা ইতিমধ্যে দৈনন্দিন সেবা প্রদানের সময় রোগীদের মনে এই সব ভুয়া খবরের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করছেন, যা আধুনিক চিকিৎসার প্রসারে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

ড্যানেল ডি. বোটম্যান জোর দিয়ে বলেছেন যে, কেবল ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই ক্যানসারের মতো ব্যাধি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারবে না; তার সাথে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জনসচেতনতার যোগসূত্র স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং এমআরএনএ প্রযুক্তি যখন নতুন এক যুগে পদার্পণ করছে, তখন বিভ্রান্তিকর তথ্য দূর করতে স্বাস্থ্য বিভাগ ও চিকিৎসকদের আগাম ও স্বচ্ছ যোগাযোগের কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

চিকিৎসকদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা রোগীদের দ্বিধা কাটিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে পারেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অর্জিত জ্ঞান যদি ভিত্তিহীন অপপ্রচারের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় মাইলফলকগুলোও মানবতার কল্যাণে ব্যর্থ হতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ ক্যান্সারের চিকিৎসা শুধুই গবেষণাগারের আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করছে না, বরং মানুষের আস্থা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঠিক বোঝাপড়ার ওপর সমানভাবে নির্ভর করছে।

ELECTION COMMISSION 2026
BANGLADESH SOCIETY INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com
A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

সংশোধিত নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণবশত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২০২৯ মেয়াদের নির্বাচন এর তারিখ সহ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এর তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পূর্বে প্রকাশিত নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তিতে কিছু সংশোধন আনা হয়েছে। নিম্নলিখিত সংশোধিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে এই বিজ্ঞপ্তির কোনো তথ্যের অসামঞ্জস্যতা থাকলে, এই সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তথ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে তবে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্বাচনী বিধিমালা ও পদবী সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

ACTIVITIES	DATE	TIME	Location
Distribution of Nomination Form/Package	Sep 02, 2026, Wednesday	5:00 pm to 10:00 pm	Bangladesh Society's Office
Submission of Nomination Papers	Sep 06, 2026, Sunday	5:00 pm to 10:00 pm	Queens Palace, Woodside
Scrutiny/Verification	Sep 07, 2026, Monday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Publication of Preliminary Cadidates List	Sep 08, 2026, Tuesday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Appeal	Sep 09, 2026, Wednesday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Withdrawal of Nomination	Sep 10, 2026, Thursday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Final Canditates List Announcement	Sep 11, 2026, Friday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Election Day	Oct 25, 2026, Sunday	9:00 am to 10:00 pm	To be Announced Later

নির্বাচনের তারিখ: ২৫ই অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)। স্থান: পরে জানানো হবে
নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Election Commission 2026 / নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	Badrul H. Khan	Mohammed Shamsuddin Azad	Mohammed Ruhul Amin Sarker	Ahbab Chowdhury	Mithu Hamid	Mohammad Dulal Mia
Chief Election Commissioner	Election Commissioner	Election Commissioner	Election Commissioner	Election Commissioner	Election Commissioner	Election Commissioner
646-247-2657	(646) 824-4814	(917) 335-4184	(718) 705-2228	(917) 969-1991	(347) 891-9905	(718) 974-2933

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নীলফামারীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নীলফামারী প্রতিনিধিঃ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নীলফামারীতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সাঃ) উৎযাপন করা হয়েছে। ২৬ আগস্ট বুধবার সকালে নীলফামারী কেন্দ্রীয় বড় মসজিদ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেলিম ফাউন্ডেশন (নি-উইয়র্ক), অংকুর এগ্রো, চাঁদেরহাট এবং ব্লিং লেদার তাঁরাগঞ্জ, রংপুর এর সার্বিক সহযোগিতায় এবং বড় মসজিদ কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও পেস ঈমাম আশরাফুল হকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় বড় মসজিদে দোয়া মাহফিলে অংশ নেয়। শোভাযাত্রা ও দোয়া মাহফিলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মসজিদে ইমাম, মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক সহ সহস্রাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নেন।

বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ ফিরতে দেয়া হবে না

(শেষ পাতার পর)

জোবায়ের বলেছেন, জুলাই বিপ্লবের চেতনা রক্ষা, গণভোট সহ বিপ্লব পরবর্তী জনপ্রত্যাশা নিয়ে বিএনপি কথা দিয়ে কথা রাখছে না। বরং বিএনপি ফ্যাসিবাদের কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে। সর্বত্রই দলীয়করণ করে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। বিএনপি মুখে যে কথা বলছে, কাজে তা করছে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আর ফ্যাসিবাদ ফিরতে দেয়া হবে না। নতুন করে কাউকে ফ্যাসিবাদি হতেও দিব না। যুক্তরাষ্ট্র সফররত জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে উপরোক্ত কথা বলেন। কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন (কোবা) গত ২০ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক পার্টি হলে এ সভার আয়েজন করে।

কোবা সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সঙ্গীত শিল্পী সালাহ উদ্দিন রাসেল। এরপর জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের জুলাই বিপ্লব, বিপ্লব পরবর্তী নির্বাচন, সংস্কার, বিএনপি-জামায়াতের অবস্থান এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় দেশের মানুষের ওপর সংঘটিত নির্যাতন ও বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মতামত শুনেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভা পরিচালনা করেন কোবা'র পরিচালক (মিডিয়া) রশীদ আহমদ। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের মধ্যে সাপ্তাহিক এখন সময় সম্পাদক কাজী শামসুল হক, সিনিয়র সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ এ খান, টাইম টিভির সিইও এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক জন্মভুমির সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল এর বিশেষ প্রতিনিধি ও নিউ-ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক পরিচয় সাপ্তাহিক নাজমুল আহসন, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সিনিয়র সাংবাদিক সালেহ উদ্দিন, সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন, হককথার সাপ্তাহিক এবিএম সালাহ উদ্দিন আহমেদ,আমার সিলেট এর সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী দীপু, দৈনিক সংগ্রাম এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি এইচ এম আখতার হোসাইন ও ফটো সাংবাদিক জেমসসহ আরো অনেক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, আমরা দীর্ঘ আন্দোলনে বহু শহীদের বিনিময়ে দেশকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছি। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আমরা জুলাই সনদ এবং গণভোট দিয়েছি। ৭০% মানুষ জুলাই সনদের পক্ষে রায় দিয়েছে। বিএনপি সরকার মুখে বলছে তারা অক্ষরে অক্ষরে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু কাজ করছে তার ঠিক উল্টো। তিনি বলেন, বিএনপি দায়িত্ব নেয়ার পরেই জাতির সাথে তামাশা শুরু করেছে। তারা বিচার বিভাগ পৃথকিকরণ দুদক আইন, গুম কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ গুরুত্বপূর্ণ সব সংস্থার তারা বাদ করে দিয়েছে। তারা ফ্যাসিবাদের পথের হাঁটছে। দেশ গঠনে দল-মত ও মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের মানুষের কল্যাণ ও একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

অক্টোবরে লং মার্চ এবং মহাসমাবেশের প্রস্তুতি চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা জনগণের অধিকার আদায়ে রাজপথে এবং সংসদে সমান ভূমিকা রাখবো। গ্যাস বিদ্যুত দির্ঘদিনের সমস্যা কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের কার্যকরি কোন উদ্যোগ নেই। প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ বলতে শুরু করেছে আগেই ভালো ছিল। এতে ফ্যাসিবাদ আবারও ফিরে আসার প্রক্ষাপট তৈরি করছে সরকার। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রবাসীদের অবদানের প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনীতি ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ত্যাগ ও অবদানকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, শেখ হাসিনার বিচার প্রশ্নের বিএনপি-জামায়াত সহ দেশের সকল দল একমত। হাসিনা ইস্যুতে কোন বিবেধ-বিভক্তি নেই। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হামে আক্রান্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক শিমুর মৃত্যু, বিদ্যুৎ বিপর্যয়, গ্যাস সঙ্কট প্রভৃতি মেজর সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হতে পারে। কিন্তু আমরা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চাই, সরকারকে বিব্রত করতে চাই না। তবে আগামী দিনে আন্দোলনের কর্মসূচী রয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেটে লং মার্চ কর্মসূচী ছাড়াও অক্টোবরে ঢাকায় মহাসবাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, সংসদে আমাদের অধিকাংশ সদস্য নতুন। তাই সংসদে ভূমিকা রাখতে অগে আমাদের অনেক কিছু জানতে হচ্ছে, বুঝতে হচ্ছে। তারপরও জামায়াত তার ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছেন। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তাদের কথার সাথে কাজে মিল দেখতে পাচ্ছি না। বিএনপি দলীয়করণে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। ভারতে প্রধানমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সমতার ভিত্তিতে আমরা আলোচনা চাই। তারা সীমান্তে মানুষ হত্যা করছে। প্রতিদিন মানুষ পুশিং করার চেষ্টা করছে।হাসিনা ভারতে থেকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অথবা ভরত সরকার তাদের সহ-ায়তায় করছে। তাকে ফেরত দিতে হবে। এসব বিষয় সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অসম্মানজনক সফরে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রবাসে দেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের শাখা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বিদেশে জামায়াতে ইসলামীর শাখা করছি না, করবোও না। তবে কেউ যদি প্রবাস থেকে দলের জন্য দেশের জন্য কাজ করতে চায় তাকে আমরা স্বাগত জানাবো।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

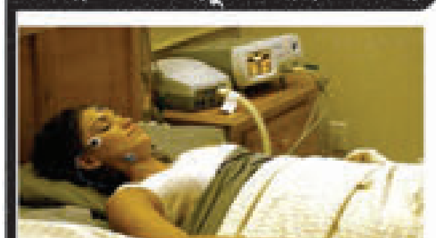

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

হ্যারি-মেগানের 'আমেরিকান ড্রিম'-এর কী হলো

বাংলাদেশ ডেস্ক : ২০২০ সালে ব্রিটিশ রাজ-পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মারকেল যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি জমান, তখন তারা সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন এমন এক রাজকীয় খ্যাতি যা হলিউডও তৈরি করতে পারে না। রাজপরিবার থেকে আর্থিক স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার খোঁজে রাজকীয় জীবন ছেড়েছিলেন হ্যারি। ওপ্রাহ উইনফ্রির সঙ্গে সেই বিখ্যাত ২০২১ সালের সাক্ষাৎকারে মেগান নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাকে 'মুক্তিদায়ক' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। হ্যারিও বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র তাদের পরিবারকে এমন এক গোপনীয়তা ও স্বাধীনতা দিয়েছে যা যুক্তরাজ্যে তারা কখনোই পেতেন না এবং তার মা প্রিন্সেস ডায়ানাও হয়তো তাদের জন্য এমন জীবনই চাইতেন।লস অ্যাঞ্জেলেসের উত্তরে মন্টেনসিটোতে ওপ্রাহ উইনফ্রি, গুয়াইনেথ প্যালট্রো ও রব লো-এর মতো তারকাদের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস শুরু করেন এই দম্পতি। এরপরই আসতে থাকে মাল্টি-মিলিয়ন ডলারের পডকাস্ট ও নেটফ্লিক্সের সব বড় বড় চুক্তি। হলিউড ব্র্যান্ডেড-এর প্রধান নির্বাহী স্টেসি জোন্স বলেন, তারা এত চাহিদাসম্পন্ন ছিলেন যে তাদের নাম খবরের শিরোনাম পেত এবং মুহূর্তেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু হলিউডে এসবের মূল উদ্দেশ্য থাকে কোনও কিছু বিক্রি করা। আর রাজ দম্পতির কাছে বিক্রি করার মতো অনেক উপাদানই ছিল। তবে বিশাল অঙ্কের এই বিনিয়োগ ও সুদিন ধরে রাখা সহজ হয়নি। স্পোটিফাইয়ের সঙ্গে ২৫ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে মেগানের 'আর্কিটাইপস' পডকাস্ট তৈরি হলেও ২০২৩ সালে দুই পক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করে। আবার নেটফ্লিক্সের সঙ্গে ৬০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের পাঁচ বছরের চুক্তিটি পরবর্তীতে কম লাভজনক চুক্তিতে রূপ নেয়। তাদের প্রযোজনা সংস্থায় কর্মীদের ঘনঘন চাকরি ছাড়ার ঘটনা ঘটে, এমনকি গুঞ্জন ওঠে সাবেক কিছু কর্মী নিজেদের 'সাসেক্স সার্ভাইভার্স ক্লাব' বলে ডাকতেন।

অন্যদিকে, হ্যারি বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছেন মূলত নিজের রাজকীয় জীবনের গল্প বিক্রি করে। তার স্মারকগ্রন্থ 'স্পেয়ার' বিশ কোটি ডলারের আগাম সম্মানীতে প্রকাশিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ৬০ লাখেরও বেশি কপি বিক্রি হয় এবং দ্রুততম বিক্রি হওয়া নন-ফিকশন বইয়ের রেকর্ড গড়ে। বিবিসি নিউজনাইট-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রমা বিশেষজ্ঞ ড. গ্যাবর মেট জানান, হ্যারি বেশ সংবেদনশীল মানুষ যিনি নিজের শৈশবের কষ্ট সন্তানদের কাছে যেন না পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া তিনি সিলিকন ভ্যালির কোম্পানি 'বেটারআপ'-এর চিফ ইম্প্যাক্ট অফিসার হিসেবে যোগ দেন এবং অ্যাপল টিভিতে মানসিকভাবে সচেতনতামূলক সিরিজ প্রযোজনা করেন। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'হার্ট অব ইনভিক্টাস' কিংবা 'পোলো' কোনোটিই আগের মতো সাফল্য পায়নি। অন্য দিকে, মেগান নেটফ্লিক্সে একটি লাইফস্টাইল ও কুকিং সিরিজ শুরু করেন যা দুই সিজনের পর বাতিল হলেও এমির জন্য মনোনীত হয়। তবে তার লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড 'অ্যাজ এভার'-এর সাথে যুক্ততা শেষ করে নেটফ্লিক্স। জোন্স রসিকতা করে বলেন, নেটফ্লিক্স সিনেমা বানায়, জ্যাম তৈরি করে না। রাজপরিবারের সমালোচক ও পডকাস্টার কিনসি স্কোফিল্ড মনে করেন, ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি রাজ-পরিবারের কাছাকাছি থেকে নিজেদের ব্র্যান্ডকে পুনরায় বাণিজ্যিকীকরণের একটি চেষ্টা হতে পারে। হলিউডের অস্থির অর্থনৈতিক সংকট ও রাজকীয় পদের বাইরে নিজেদের টিকিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে অবশেষে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দম্পতি। তবে তারা সাধারণ নাগরিক হিসেবে আড়ালে চলে যাবেন, এমনটি ভাবার কোনও সুযোগ নেই। স্টেসি জোন্স স্পষ্ট ভাষায় বলেন, পৃথিবীর কোথাও তারা আর সাধারণ নাগরিক হতে পারবেন না। তারা নেপথ্যের কুশলী হওয়ার মতো মানুষ নন। তারা সব সময় নিজেদের বা অন্যের শো-এর প্রধান আকর্ষণ হয়েই থাকবেন। সূত্র : বিবিসি

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY
Tel : 718-206-9333
Fax: 718-206-4973
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

ট্রাম্পের নীতিতে ভাটার টান, থমকে যাচ্ছে একের পর এক উদ্যোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুরো রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হলো যুক্তরাষ্ট্র এবং তার নিজস্ব একচ্ছত্র ক্ষমতা। ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী বৈদেশিক নীতি থেকে সরে এসে তিনি বিশ্বাস করেন, বন্ধু কিংবা শত্রু-সবারই মার্কিন শক্তির কাছে নতি স্বীকার করা উচিত। তার জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও বক্তৃতায় এই শক্তির দম্ভ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে হোয়াইট হাউসের এই নীতি মধ্যপ্রাচ্যের ইরান এবং উত্তর আমেরিকার প্রতিবেশী কানাডার বিরুদ্ধে এক চরম ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এক বিশ্লেষণী প্রতিবেদনে এমন মূল্যায়ন করেছে। চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প প্রশাসন একদিকে তেহরানের বিরুদ্ধে একটি অমীমাংসিত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত মিত্র কানাডার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এক নজিরবিহীন বাণিজ্যযুদ্ধে। ট্রাম্পের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা ইরানের বৈশ্বিক আর্থিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে বড় ধরনের 'অর্থনৈতিক আক্রমণ' বা অর্থনৈতিক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে কানাডার ওপর বাণিজ্য চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের শর্তে চুক্তি মানানোর চেষ্টা চলছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ইরানের আর্থিক লেনদেনের উৎস বন্ধ করার কথা বলেছেন। অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প হুংকার ছেড়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই কানাডার চেয়ে অনেক বড় ও শক্তিশালী এবং কানাডার উচিত অবিলম্বে লাইনে ফিরে আসা।

তবে ট্রাম্পের এই শক্তির রাজনীতির বড় দুর্বলতা হলো, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ধাক্কা সামলানোর সময় প্রায়ই তাকে পিছু হটতে দেখা যায়। বিশ্লেষকদের মতে, ইরান ও কানাডার বিরুদ্ধে এই দীর্ঘমেয়াদি ও কঠোর অবস্থান মার্কিন অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে যদি খাদ্য ও জ্বালানির দাম হু-হু করে বেড়ে যায়, তবে তা মার্কিন সাধারণ ভোক্তাদের ক্ষুব্ধ করবে। বিশেষ করে আসন্ন নভেম্বরের গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এই অর্থনৈতিক সংকট ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। অন্যদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা আকস্মিকভাবে স্থগিত করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসন এখন অর্থনৈতিক একত্রীকরণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। কানাডার মতো ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশের সঙ্গে এমন অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে চলা সামরিক সংঘাতেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পাওয়ায় ট্রাম্পের নীতি এখন মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে।

ওয়াশিংটনের তৈরি বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল, নেতৃত্ব কোন পথে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র আজ এমন এক বৈশ্বিক নিরাপত্তা সংকটের মুখোমুখি, যা একসময় ছিল তাদের স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিরোধীদের মূল লক্ষ্য। পশ্চিমা ব্লকের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, নড়বড়ে মিত্রতা, অর্থনৈতিক ক্লান্তি এবং একই সঙ্গে একাধিক ভূরাজনৈতিক ফ্রন্টে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ওয়াশিংটনের বৈশ্বিক নেতৃত্বের ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তবে এই সংকটের পেছনে সাবেক সোভিয়েত ইউনয়নের কোনো পুরোনো মাস্টারপ্ল্যান কাজ করছে না। বরং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে থাকা হুমকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছ থেকে আসছে। ন্যাটোর সূচনাকালের মূল্যায়ন অনুযায়ী, মস্কোর মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে দুর্বল করা, ইউরোপকে অসুরক্ষিত করা এবং উত্তর আমেরিকার অর্থনীতিতে ধস নামানো। ন্যাটো বর্তমানে সতর্ক করছে, রাশিয়া সামরিক শক্তি, নাশকতা, সাইবার হামলা ও ভুয়া তথ্য ছড়ানোর মাধ্যমে ইউরো-অ্যাটলান্টিক নিরাপত্তা কাঠামো নতুন করে সাজাতে চায়। তবে মূল পার্থক্য হলোড়বর্তমানে পশ্চিমাবিশ্বের ওপর এই চাপ চতুর্মুখী ও সমসাময়িক। যার একটি বড় অংশ ওয়াশিংটন নিজেদের ভুলেই ডেকে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে আবদ্ধ। অন্যদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান পঞ্চম বর্ষে গড়িয়েছে। উত্তর কোরিয়া তার পারমাণবিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে মস্কোর সামরিক অক্ষকে শক্ত করছে, আর চীন ক্রমাগত তাইওয়ান ও এশীয় মার্কিন মিত্রদের পরীক্ষা নিচ্ছে। একসময় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার ছিল তার সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক মিত্রতা। কিন্তু সম্প্রতি তা নিতান্তই লেনদেনমূলক সম্পর্কে রূপ নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের ইঙ্গিত দেওয়া থেকে শুরু করে ন্যাটোর খোলাখুলি সমালোচনা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সামরিক মহড়া হ্রাসের মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন।

মস্কো দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দূরত্ব বাড়িয়ে ন্যাটোকে নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছে। বর্তমান পুতিন প্রশাসনও ভুয়া তথ্য ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সেই একই হাইব্রিড কৌশল প্রয়োগ করছে। তবে ন্যাটো ও এর মিত্রদের মধ্যে তৈরি হওয়া প্রতিটি ফাটলের দায় একা রাশিয়ার নয়। শুল্কনীতি, যুদ্ধনীতি এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অভাবের কারণে ওয়াশিংটন নিজেই মিত্রদের দূরত্ব বাড়াতে বাধ্য করেছে। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পোস্ট বিশ্ব জ্বালানি বাজারে আগের মতো প্রভাব ফেলতে পারছে না। প্রযুক্তিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা এখন সামাজিক মিডিয়ার বার্তার চেয়ে বাস্তব অবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আটলান্টিক কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো বেন কাহিলের মতে, প্রথম দিকে ট্রাম্পের পোস্টে বাজারে সাময়িক অস্থিরতা তৈরি হলেও এখন ব্যবসায়ীরা বুঝে গেছেন, সামাজিক মিডিয়ার অনেক বক্তব্যের সঙ্গে হরমুজ প্রণালির প্রকৃত জোগান পরিস্থিতির কোনো মেলবন্ধন নেই। এর ফলে রাজনৈতিকভাবেও চাপের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প, যা আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
718-305-1262
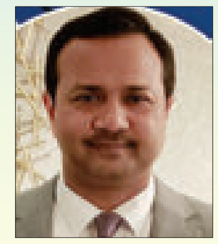
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
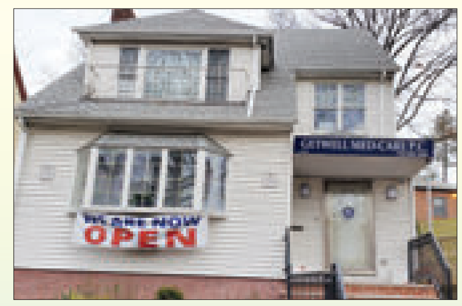
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

Just... Smile...
A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Root Canal Therapy
Bonding
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বনভোজন

(৩৯ পাতার পর)

উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরে দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ও পরে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী চন্দ্রা রায় সহ তাসকিনুল হক ও মোহর খান গান পরিবেশন করেন। এসময় শিশুসহ অনেকেই শিল্পীদের সাথে নেচে-গেয়ে আনন্দে মেতে উঠেন। এছাড়াও ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

এদিকে অপরাহ্নে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পদাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে বনভোজন স্থলে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং আগামী নির্বাচনে সমর্থন ও ভোট প্রার্থনা করেন। এসময় প্রার্থীদের মধ্যে আতাউর রহমান সেলিম, মহিউদ্দিন দেওয়ান, কামরুজ্জামান কামরুল, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অপরদিকে বিকেলে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অপর প্যানেল 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থীরা সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু ও পুরনায় কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমির নেতুত্বে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বনভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং আগামী নির্বাচনে সমর্থন ও ভোট প্রার্থনা করেন। এসময় ফাউন্ডেশনের কর্মর্কারা সহ দুলাল বেহেদু, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, আখতার বাবুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা সোসাইটির নির্বাচনে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল-কে অফিসিয়ালী সমর্থন ঘোষণা করেন।

বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষনীয় র‍্যাফল ড্র। সবশেষে ছিলো পুরষ্কার বিতরনী। আমন্ত্রিত অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তারা পুরষ্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন। এসময় বনভোজন সফল করার জন্যকয়েকজন কর্মকর্তাকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন. দবিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগদান নিয়ে বাড়ছে আলোচনা

ঢাকা : আলোচনায় মক্কা চুক্তি। সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে হওয়া এই চুক্তি কূটনৈতিক দুনিয়ায় আগ্রহ তৈরি হয়েছে। প্রতিরক্ষা এই জোটে বাংলাদেশ যাবে কিনা তা নিয়েও উৎসুক কয়েকটি দেশ। প্রতিরক্ষা এই জোটে যোগ দেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ইতিবাচক। সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে প্রশ্নের মুখে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। গত ৭ই আগস্ট মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণে এই যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। ধর্মীয় দিক থেকে এই চুক্তির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, এই চুক্তিকে মুসলিম দেশগুলোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরতে বার হিসেবে শুক্রবার এবং স্থান হিসেবে মক্কাকে বাছাই করা হয়েছে। এদিকে চুক্তিটিকে ঐতিহ-ািসিক বলে বর্ণনা করেছে জোটভুক্ত দেশগুলো। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের ভাষ্য, মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করেছি। মক্কার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক আবেগের। মক্কা বাংলাদেশের হৃদয়ে, মানুষের হৃদয়ে। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হুমায়ুন কবির বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যদি ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি হয়, তাহলে সেখানে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অস্বাভাবিক হবে না। সুতরাং, দেখা যাক। বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে।

মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা জোটের দেশগুলো মুসলিম বিশ্বে প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত। মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশগুলোর কাছে সৌদি আরবের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বে একমাত্র দেশ যাদের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানকে নিয়ে কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি করে সৌদি আরব। মক্কা চুক্তিকে সেই চুক্তিরই পরবর্তী সংস্করণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তৃতীয় দেশ হিসেবে এই জোটে যুক্ত হয়েছে তুরস্ক। আঙ্কারার এই যোগদান মক্কা চুক্তিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, যেহেতু তুরস্ক বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য তাই মক্কা চুক্তিতে দেশটির উপস্থিতি অন্যদের বাড়তি সাহস যোগাচ্ছে। ভারত কি উদ্বিগ্ন- এমন প্রশ্নে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাকে প্রশ্ন করা হয়, সামরিক চুক্তি হিসেবে মক্কা চুক্তি নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন কিনা। জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, চুক্তিটিকে প্রতিরক্ষা চুক্তি বলা হলেও এর স্বাক্ষরকারী দেশগুলো ইতিমধ্যে বিভিন্ন সক্রিয় সামরিক পরিস্থিতির মুখোমুখি। এসব পরিস্থিতিতে চুক্তিটি এখন পর্যন্ত কী করেছে, সে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার ভাষায়, সব স্বাক্ষরকারী দেশ যে সবসময় একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, তা নয়। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়ে মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য যোগদানের বিষয় নিয়ে জানতে চান সাংবাদিকরা। সেখানে মন্ত্রণালয়টির মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

চুক্তিতে কি আছে: এতে বলা হয়েছে, জোটভুক্ত কোনো একটি দেশ সাম-রিক হামলার শিকার হলে তা সকল দেশের ওপর হামলা বলে বিবেচিত হবে। নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা সরকারকে লক্ষ্য করে এই চুক্তি হয়নি। এর মাধ্যমে কোনো একটি দেশের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আগ্রাসন ঠেকাতে সম্মিলিত প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বলেছে, চুক্তিটি জাতিসংঘ সনদের ৫১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আত্মরক্ষার অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চুক্তিতে তিন দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সব ক্ষেত্র আরও জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তিন দেশের সম্মিলিত নিরাপত্তা শক্তিশালী করা এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ অঞ্চল ও তার বাইরের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রকাশ্য সরকারি ঘোষণায় কোনো দেশের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনা, যুদ্ধবিমান বা অস্ত্র মোতায়েনের বাধ্যবাধকতা কিংবা আক্রান্ত হলে কী ধরনের সামরিক প্রতিক্রিয়া দিতে হবে- তা নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে ন্যাটোর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে চুক্তিটির রাজনৈতিক ধারণাগত মিল থাকলেও, প্রকাশিত নথিতে ন্যাটোর মতো বিস্তারিত সামরিক প্রতিশ্রুতির কাঠামো দেখা যায় না। চুক্তিটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর প্রতিরক্ষামূলক চরিত্র। পাকিস্তান বলেছে, চুক্তিটি কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানও জানিয়েছেন, চুক্তিতে ইরান বা অন্য কোনো দেশকে অভিন্ন হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.
আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান
Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com
Doctors Office
Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office
Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়
Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ও টেনেসিতে গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

(শেষ পাতার পর)

৩১ বছর বয়সী জেসাস আকোস্তাকে খুঁজছে। এর মাত্র দুই দিনের মাথায় ব্রঙ্কসে আরেকটি দোকানে ডাকাতির সময় ৩৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার ঘটনাতেও আকোস্তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২৩ আগস্ট রোববার রাত ১২টার পর ব্রুকলিনের ব্রাউনসভিল এলাকার ৮৪২ রকঅ্যাওয়ে অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত 'আমেরিকাস বেস্ট উইংস অ্যান্ড পিৎ-জা' রেস্তোরাঁয় গুলির ঘটনা ঘটে। ৯১১ নম্বরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ৪৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে মাথায় এবং ৩৯ বছর বয়সী আরেক ব্যক্তিকে ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পায়। দুজনকেই দ্রুত কাছের ওয়ান ব্রুকলিন হেলথ-ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। সেখানে ৪৪ বছর বয়সী ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আহত ৩৯ বছর বয়সী ব্যক্তির অবস্থা স্থিতিশীল বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিহত ব্যক্তি ওই রেস্তোরাঁর কর্মী ছিলেন।

বাংলাদেশি কমিউনিটি ও স্বজনদের সূত্রে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মোহাম্মদ ইউসুফ রাজু হিসেবে জানা গেছে। নিউইয়র্কের সংবাদমাধ্যমেও তাঁকে 'মো. ইউসুফ' হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। আহত ব্যক্তির নাম রাসেল বলে কমিউনিটি সূত্রে জানা গেছে। নিউইয়র্কের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ইউসুফ বাংলাদেশি এবং দুই সন্তানের বাবা ছিলেন। ইউসুফের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর গ্রামে। পরিবারের দেওয়া তথ্য অনু-যায়ী, উন্নত জীবনের আশায় ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। দেশে তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান রয়েছেন। ছোট মেয়েটির জন্ম হয় ইউসুফ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর। স্বজনদের ভাষ্য, পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নোয়াখালীর বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ইউসুফের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের সহ-ায়তার জন্য নিউইয়র্কে একটি তহবিলও গঠন করা হয়েছে। ওই তহবিলের তথ্যে বলা হয়েছে, ইউসুফের স্ত্রী এবং ১২ ও ৩ বছর বয়সী দুই মেয়ে রয়েছে। সংগৃহীত অর্থ মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো, দাফন এবং পরিবারের প্রাথমিক জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ঘটনার পরপরই বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে তদন্তে ৩১ বছর বয়সী জেসাস আকোস্তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করে এনওয়াইপিডি। পুলিশ বলছে, ব্রুকলিনের হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুই দিনের মাথায় ব্রঙ্কসে সংঘটিত আরেকটি প্রাণঘাতী গুলি ও ডাকাতির ঘটনাতেও আকোস্তা জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার রাত ১২টা ১৫ মিনিটের পর ব্রঙ্কসের ইস্ট ১৪৯ স্ট্রিটের '149 Grill and Deli'-তে ওই দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বন্দুকধারী দোকানে ঢুকে ৩৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে বুকে গুলি করে। পরে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশের ধারণা, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কস–দুই ঘটনার বন্দুকধারী একই ব্যক্তি। এনওয়াইপিডি জেসাস আকোস্তার ছবি প্রকাশ করে তাকে ধরতে জন-সাধারণের সহযোগিতা চেয়েছে। নিউইয়র্কের সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনু-যায়ী, আকোস্তার বয়স ৩১ বছর। তার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ১৭৫ পাউন্ড। তার হাতে 'Bronx' এবং বাঁ হাতে 'Bobby' লেখা ট্যাটু রয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আকোস্তার বিরুদ্ধে আগেও সহিংস অপরাধের অভিযোগ ছিল। ২০১৫ সালের একটি গুলির ঘটনায় দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করার পর চলতি বছরের এপ্রিলে তিনি প্যারোলে মুক্তি পান। তদন্তকারীরা বলছেন, তার প্যারোল কর্মকর্তার সহায়তায় তাকে শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে ইউসুফের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর নোয়াখালীর বাড়িতে চলছে শোক ও আহাজারি। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সময় ইউসুফকে ঋণ করতে হয়েছিল। তাঁর আয়েই মূলত পরিবার চলত। ফলে তাঁর মৃত্যুতে স্ত্রী ও দুই শিশু কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। স্বজনেরা ইউসুফের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে পারিবারিক কবরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতা চেয়েছেন। এনওয়াইপিডি জানিয়েছে, জেসাস আকোস্তার অবস্থান বা দুই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কারও কাছে তথ্য থাকলে নিউইয়র্ক পুলিশের ক্রাইম স্টপার্সে জানাতে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আকোস্তাকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

নিউইয়র্কে গুলিতে নিহত ডেলিভারি কর্মী গুরদীপ নিহত

নিউইয়র্কে গাড়ির ধাক্কাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদে গুরদীপ সিং (২৭) নামের এক ভারতীয় ডেলিভারি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত ২১ আগস্ট শুক্রবার রাতে ব্রুকলিনের ক্রিসেন্ট স্ট্রিট ও স্ট্যানলি অ্যাভিনিউ মোড়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, গুরদীপের বুক ও শরীরের ওপরের অংশে অন্তত সাতবার গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলে তার স্কুটারের পাশ থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ধারণা, হত্যাকাণ্ডের আগে রাস্তায় অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে গুরদীপের সংঘর্ষ ও হাতাহাতি হয়েছিল। আশপাশের একটি নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজে দুজনের মারামারির দৃশ্য ধরা পড়েছে, যার পরপরই গুলির ঝলকানি দেখা যায় এবং একজনকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, সন্দেহভাজন ঘাতক একটি কালো রঙের লেক্সাস গাড়িতে করে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করে ঘাতককে শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিহত গুরদীপ প্রায় এক দশক আগে ভারতের পাঞ্জাবের কাপুরথালা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি কুইন্সের রিচমন্ড হিলে এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে খাবার,ডেলিভারির কাজ করে পরিবারের আর্থিক হাল ধরেছিলেন। তার বাবা পিয়ারা লাল আক্ষেপ করে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ছেলেকে উন্নত জীবনের আশায় যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে পরিবারকে বিশাল অঙ্কের ঋণ নিতে হয়েছিল, যা এত বছর পরও পুরো-পুরি শোধ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবেশী ও পরি-চিতদের কাছে গুরদীপ অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তার শোকাহত পরিবার মরদেহ দেশে ফিরিয়ে নিতে ভারত সরকারের জরুরি সহায়তা কামনা করেছে।

টেনেসিতে সশস্ত্র ডাকাতিতে বাংলাদেশি নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের বেলস শহরে একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরে সশস্ত্র ডাকাতির সময় গুলিতে বাংলাদেশি কর্মচারী শাহেদ রানা মহসিন নিহত হওয়ার ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে হত্যাসহ আটটি অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে গ্র্যান্ড জুরি। আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে জামিন ছাড়াই আটক রাখা হয়েছে। টেনেসি ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (টিবিআই) ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩ আগস্ট রোববার ভোরে ক্রকেট কাউন্টির বেলস শহরের এক্সন সাফারি কর্নার মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। দোকানটি ৫০৫৪ হাইওয়ে ৪১২ সাউথে অবস্থিত। স্থানীয় সময় রাত আড়াইটার কিছু পর এক ক্রেতা দোকানে ঢুকে ক্যাশ কাউন্টারের কাছে কর্মচারীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে জরুরি সেবা নম্বর ৯১১-এ ফোন করেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ক্রকেট কাউন্টির জরুরি চিকিৎসাসেবা বিভাগের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। গুরুতর আহত অবস্থায় মহসিনকে স্থানীয় একটি হাস-পাতালে নেওয়া হলেও পরে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় টিবিআইকে। ক্রকেট কাউন্টি শেরিফের দপ্তর, বেলস পুলিশ, জ্যাকসন পুলিশ, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই) এবং অ্যালকোহল, তামাক, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরকবিষয়ক ব্যুরো (এটিএফ)-সহ একাধিক সংস্থা তদন্তে যুক্ত হয়। টিবিআইয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তির সরকারি নথিভুক্ত নাম শাহেদ রানা মহসিন। তার জন্মতারিখ ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯। সে হিসাবে ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। ফলে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সূত্রে প্রচারিত ৩৮ বছর বয়সের তথ্যের সঙ্গে সরকারি নথির অমিল রয়েছে।

নিহতের স্বজনদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মহসিন বাংলাদেশের ঢাকার সাভার থেকে প্রায় সাত বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তিনি সাফারি কর্নার মার্কেটে কাজ করতেন। বাংলাদেশে তার স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছে। সন্তানদের একজনের বয়স ১২ এবং অন্যজনের ৫ বছর। স্বজনদের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘটনার রাতে তিনি দোকানে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের পর এক অস্ত্রধারী দোকানে ঢুকে টাকা দাবি করে। অস্ত্রের মুখে মহসিন ক্যাশ কাউন্টারের টাকা দিয়ে দেওয়ার পরও হামলাকারী বিভিন্ন পণ্য, বিশেষ করে সিগারেট দাবি করতে থাকে। মহসিন কোনো ধরনের প্রতিরোধ না করে দাবি অনুযায়ী সেগুলো দিলেও একপর্যায়ে বন্দুকধারী তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

তবে ঘটনার এই বিস্তারিত বর্ণনা এখন পর্যন্ত টিবিআইয়ের প্রকাশিত বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়নি। এটি নিহতের স্বজনদের দেওয়া ভাষ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ডব্লিউবিবিজে জানায়, রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে এক ক্রেতা দোকানে ঢুকে কর্মচারীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান। তদন্তকারীরা ঘটনার সূত্র খুঁজতে দোকানের নজরদারি ক্যামেরার ধারণ করা ভিডিও পরীক্ষা করেছেন। সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার, হত্যাসহ আট অভিযোগ ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তদন্তে বড় অগ্রগতি আসে। টিবিআই জানিয়েছে, তদন্তকারীরা কোরি হোগ নামে এক ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করেন। ২৩ আগস্ট দুপুর দেড়টার কিছু পর জ্যাকসন পুলিশ, এফবিআই ও এটিএফের সদস্যরা জ্যাকসনের লরেন্স সুইচ রোড ও হাইওয়ে ৭০-এর কাছাকাছি এলাকা থেকে তাকে আটক করেন। পরদিন ২৪ আগস্ট ক্রকেট কাউন্টির একটি বিশেষ গ্র্যান্ড জুরি হোগের বিরুদ্ধে আট দফা আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দেয়। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে–পরিকল্পিত প্রথম ডিগ্রি হত্যা, অপরাধ সংঘটনের সময় প্রথম ডিগ্রি হত্যা, বিশেষভাবে গুরুতর ডাকাতি, বিপজ্জনক অপরাধ সংঘটনের সময় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের চারটি অভিযোগ এবং দণ্ডিত অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ। আদালতের নির্দেশে হোগকে কোনো ধরনের জামিনের সুযোগ ছাড়াই ম্যাডিসন কাউন্টি কারাগারে আটক রাখা হয়েছে।টিবিআই আরও জানিয়েছে, তদন্তের সময় হোগের সঙ্গে কয়েক দিন আগে জ্যাকসনে সংঘটিত আরেকটি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য যোগসূত্র পাওয়া গেছে। ২০ আগস্ট জ্যাকসনের রিজক্রেস্ট সেলার্স ওয়াইন অ্যান্ড স্পিরিটস নামের একটি দোকানে সংঘটিত গুরুতর ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের মামলায়ও তাকে খুঁজছিল জ্যাকসন পুলিশ।তবে হোগের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে টিবিআই উল্লেখ করেছে।

ক্রকেট কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জেনারেল ফ্রেডেরিক এইচ. এজি বলেছেন, মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত একটি বিশেষ গ্র্যান্ড জুরির সামনে তদন্তে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। কর্তৃপক্ষ নিহত মহসিনকে স্থানীয় কমিউনিটির একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য ঘটনাটি আরও উদ্বেগের হয়ে উঠেছে একই সময়ে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে আরেক বাংলাদেশি রাজু গুলিতে নিহত এবং রাসেল নামে আরেক বাংলাদেশি গুরুতর আহত হওয়ার খবরের কারণে। অল্প সময়ের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের দুই অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশিদের গুলিতে হতাহতের ঘটনা প্রবাসীদের কর্মস্থল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে সামনে এনেছে।

মৃত্যুর পর ভিক্ষুকের বাড়ি-ব্যাংকে মিলল ১০ লাখ টাকা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন ৬৯ বছর বয়সী এক নারী। জীবনের শেষ দিনগুলোও কেটেছে সাধারণভাবেই। তবে মৃত্যুর পর তার বাড়ি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেল বিপুল পরিমাণ সঞ্চয়। সব মিলিয়ে ওই নারীর জমানো অর্থের পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কর্নাটকের মান্ডিয়া অঞ্চলে। স্থানীয় সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ওই নারীর নাম নূর। তিনি মান্ডিয়ার ইস্ট থানা এলাকার গুট্টালু রোডের সবদারিয়াবাদ মহল্লায় বসবাস করতেন। নূর দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় ও বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যালে ভিক্ষা করতেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন একজন ভিক্ষুক হিসেবে। দীর্ঘদিন ধরে নিজ বাড়িতে একাই বসবাস করতেন তিনি। গত ১৯ আগস্ট বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় নূরের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা মিলে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

এরপর তার বাড়িতে থাকা জিনিসপত্র গোছানোর সময় একটি ব্যাগে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যায়। নূর ভিক্ষা করে পাওয়া টাকা-পয়সার একটি অংশ নিয়মিত ওই ব্যাগে জমিয়ে রাখতেন বলে জানা যায়। ব্যাগে থাকা মুদ্রাগুলো গণনার পাশাপাশি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অর্থও হিসাব করা হয়। সব মিলিয়ে পাওয়া যায় ৮ লাখ ৪০ হাজার ভারতীয় রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। জীবিত অবস্থায় নূর সাধারণ জীবনযাপন করলেও তার মৃত্যুর পর এত অর্থের সন্ধান পাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নূরের মৃত্যু স্বাভাবিক হওয়ায় এ ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। তার সঞ্চিত অর্থের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

নেপালে আকস্মিক বন্যা ও ভূভূমি ধসে নিহত ১৫৭, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ জনসহ নিখোঁজ চার শতাধিক

বাংলাদেশ ডেস্ক : নেপালের মধ্যাঞ্চলীয় বাগমাতি প্রদেশের রসুয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে আকস্মিক বন্যা ও ভয়াবহ ভূমিধসে অন্তত ১৫৭ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত ৪০৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন, যার একটি বড় অংশই বিদেশি পর্যটক। ২০১৫ সালের প্রাণঘাতী ভূমিকম্পের পর এটিকে নেপালের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নেপাল পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দুর্গত এলাকাগুলো থেকে ১৫৭টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৩টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে চিতওয়ান থেকে। এছাড়া গোর্খায় ১৯, ধাদিংয়ে ১৮, নুয়াকোটে ১১, নওয়ালপুরে ১১, তানাহুঁতে সাত এবং রসুয়ায় একজনের মরদেহ পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

নেপাল পর্যটন বোর্ডের তথ্যমতে, নিখোঁজ ৪০৩ জনের মধ্যে ৩৪১ জনই বিদেশি নাগরিক। এর মধ্যে ভারতের ১৩৩ জন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ জন এবং যুক্তরাজ্যের ৩৩ জন রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ২৬টি দেশের নাগরিক এবং ৬১ জন নেপালি নাগরিক রয়েছেন। ট্যুর অপারেটররা জানিয়েছেন, নিখোঁজ এই পর্যটকদের বেশিরভাগই ভারত ও নেপালের সীমান্তবর্তী মানস সরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন।

বুধবার সকালে তিব্বত অঞ্চলে সংঘটিত একটি ভূমিকম্পের পরই এই আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, তিব্বতের ওই ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৪। এদিকে তিব্বতের গিরংয়েও তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং নিখোঁজদের উদ্ধারে সর্বাত্মক অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন।

বন্যা ও ভূমিধসে নেপালের বিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জল ও সৌরবিদ্যুৎ মিলিয়ে প্রায় ৪৩০ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। নদীর তীব্র পানির তোড়ে বাড়িঘর ভেসে গেছে এবং বিস্তীর্ণ জনবসতি কাদামাটিতে তলিয়ে গেছে।

যুদ্ধের প্রভাবে অর্ধেকে নেমেছে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনায় দেশের সামগ্রিক জনশক্তি রপ্তানি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বিভিন্ন দেশের আকাশপথ বন্ধ হওয়া, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সৃষ্ট অস্থিরতায় গত পাঁচ মাসে বিদেশে যাওয়া শ্রমিক কমেছে ২ লাখের বেশি। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে গত ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাসে বিদেশে যাওয়া পুরুষ শ্রমিক কমেছে ২ লাখ ৮ হাজার ১৭৮ জন। আগের বছর একই সময়ে যেখানে ৪ লাখ ৮৫ হাজার ১৩৭ জন পুরুষ বিদেশে গিয়েছিলেন, এ বছর জনশক্তি রপ্তানি কমে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯৬৪ জনে নেমেছে। আর গত পাঁচ মাস ১৫ দিনে ৪৭টি দেশে নারী শ্রমিক গেছেন ২৫ হাজার ৯১৫ জন। গত বছরের একই সময়ে বিদেশে গিয়েছিলেন ২৩ হাজার ৯৩৬ জন নারী শ্রমিক। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরবেই যুদ্ধের কারণে জনশক্তি রপ্তানি কমেছে ১ লাখ ৮৮ হাজার ২০০ জন। চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত গেছেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ২৬৪ জন। আগের বছরের একই সময়ে গিয়েছিলেন ৩ লাখ ২১ হাজার ৪শ ৬৪ জন। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতা, শ্রমবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি এবং প্রবাসী শ্রমিকদের ওপর নানামুখী প্রভাব বিশ্লেষণ করে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন) শরিফুল ইসলাম হাসান বলেন, প্রথমত, আমাদের প্রবাসী আয় ও নতুন কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের কর্মসংস্থান কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, যারা ইতোমধ্যে বিদেশে অবস্থান করছেন, তাদের অনেকেরই সুনির্দিষ্ট চুক্তি বা স্থায়ী কাজ থাকে না; তারা সপ্তাহ বা মাস চুক্তিতে কাজ করেন। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে তাদের সেই কাজগুলো মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে, অনেকেই কাজ হারিয়েছেন। তিনি বলেন, তৃতীয়ত, সংঘাতকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করে দিচ্ছে। দুবাই বা কাতারের মতো অঞ্চলগুলো গত ৪০-৫০ বছর ধরে নিরাপদ বিনিয়োগের স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছিল, যেখানে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে মানুষ বিনিয়োগ করতে আসত। কিন্তু দুবাইয়ের মতো জায়গায় যদি হামলা বা যুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটে, তবে সেই ধারণা ধাক্কা খায়। এই যুদ্ধের ফলে সেখানকার রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আর বিনিয়োগ কমলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন কর্মসংস্থানও কমে যাবে। শরিফুল হাসান বলেন, যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয়নি; পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হলে বোঝা যাবে যে নিয়োগকর্তারা তাদের অগ্রাধিকার পরিবর্তন করছেন কি না, প্রবাসী শ্রমিকেরা কাজ হারাবেন কি না, কিংবা কাজের ধরনে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে।

Apartment of Rent in Jamaica

170-08 Liberty Avenue, Jamaica, NY
All Fully Renovated Brand New

1st Floor: 4 Bed 2 Full Bath, Kitchen, Living Room, and Private Access to Backyard (All Newly Renovated.) Rent: $3400, (Tenant pay Electricity, Owner pay Heat Gas and water)

2nd Floor: 3 Bed, 2 Full Bath, Kitchen, Living Room, (All Newly Renovated.)
Rent: $3000, (Tenant pay Electricity & Cooking Gas, Owner pay Heat and water)

Walk-in-Basement: 2 Big Room, 1 Big Full Bath, Kitchen (All Newly Renovated)
Rent: $1800 (All Utilities Included)
Walking Distance From Train, Bus, Shopping Centers. Inquire fot More Details.

Call: 718-510-7393
Required: Credit Check & Income Verification.

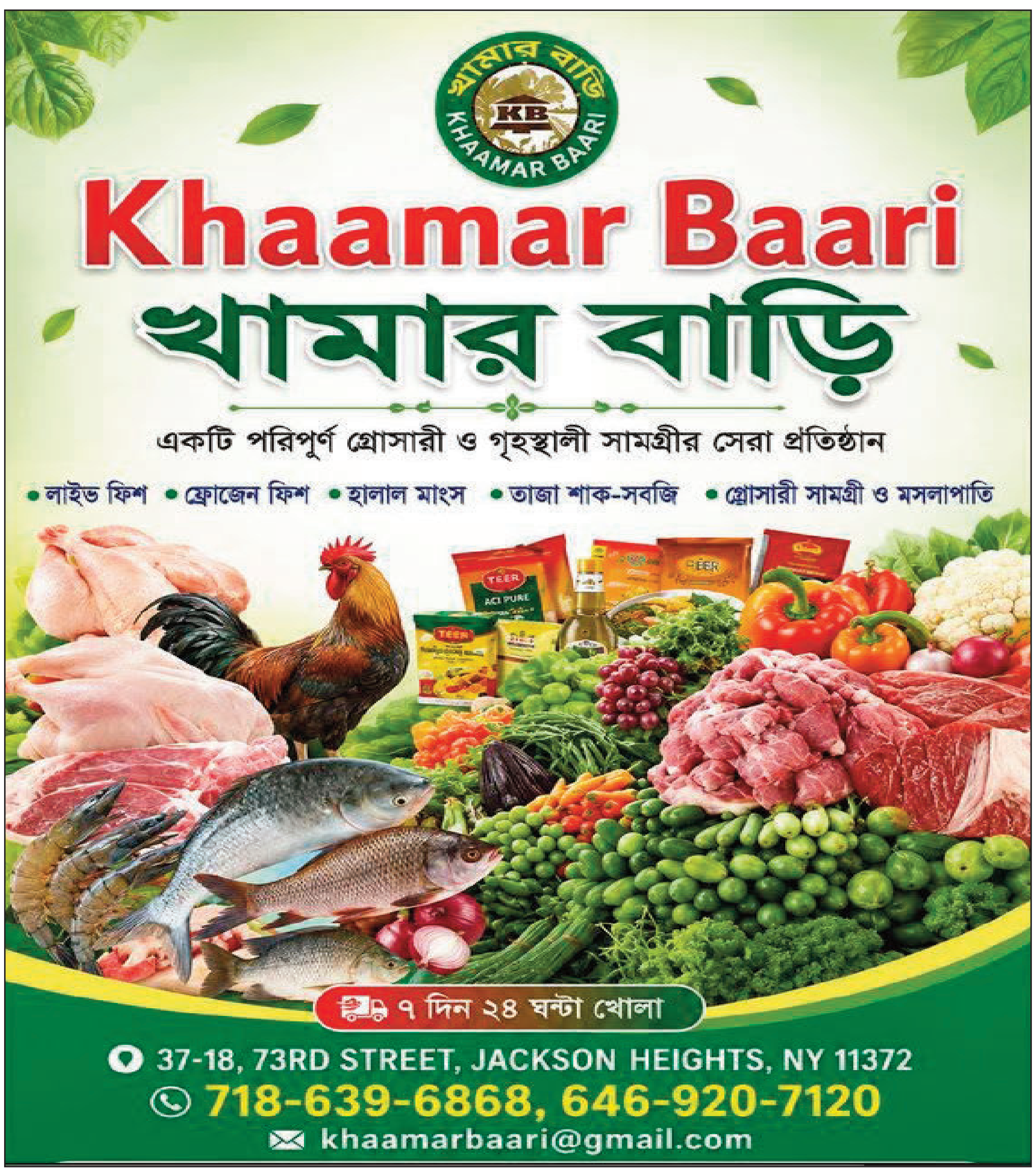

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anaganhallny@gmail.com

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

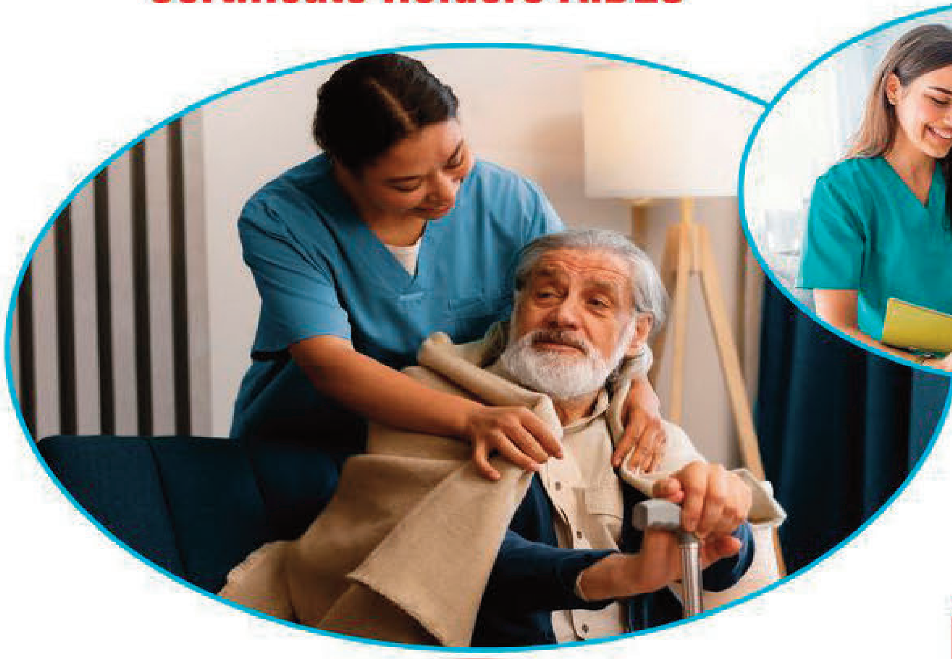

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কমলগঞ্জ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

মধ্যদিয়ে সিটির ব্রঙ্কসে পেলহাম বে পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৬। নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্টেট থেকে প্রবাসীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনব্যাপী এই আয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। প্রকৃতির মাঝে প্রবাসীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদ্যানটি যেন পরিণত হয়েছিল একখণ্ড কমলগঞ্জে।

অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড স্পন্সর ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'গ্রী মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স'র স্বত্বাধিকারী তোফায়েল চৌধুরী। এছাড়া অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেন ইত্যাদি গার্ডেন অ্যান্ড গ্রিল-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাকিল আবু নুমান, এক্সিট রিয়েলটি প্রিমিয়ার-এর রিয়েলটর আহমেদ হাসান, মেডোব্রুক ফাইন্যান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংক-এর মর্টগেজ লেন্ডার আজাদুল ইসলাম, ডিএমটি গ্লোবাল ইনক., কেআইএম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, পিসি-এর পক্ষে অ্যাডভোকেট রেদ্বানা রাজ্জাক সেতু এবং স্পাইস আপ রেস্তোরাঁ।

দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছোট-বড় সবার জন্যই ছিল বিনোদনের নানা ব্যবস্থা। ঐতিহ্যবাহী হাড়ি ভাঙা, নারীদের জনপ্রিয় বালিশ খেলা, বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং বড়দের প্রাণবন্ত ভলিবল খেলা উপস্থিত সবাইকে দারুণভাবে আনন্দিত করে। সংগঠনের সভাপতি এম রহমান ফরিদ এবং সাধারণ সম্পাদক সাদেক সরওয়ার চৌধুরীর যৌথ নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন: কার্যকরী পরিষদ: সহ-সভাপতি তুহিন খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এমদাদুর রহমান বুলবুল, কোষাধ্যক্ষ রিটন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ হাসান তপু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর চৌধুরী সায়মন, দপ্তর সম্পাদক কাজী মুমিনুর রশীদ, প্রচার সম্পাদক বেলাল আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফাতেমা তুজ জোহরা হাসান মায়ূ এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুরজিৎ কিশোর দাস চৌধুরী।

কার্যকরী সদস্যবৃন্দ: মাহবুব আলম (রহিমপুর ইউনিয়ন), মাহবুবুর রহমান (পতন উষার ইউনিয়ন), মিটু মিঞা (মুন্সিবাজার ইউনিয়ন), সৈয়দ আলমগীর হোসেন (শমশেরনগর ইউনিয়ন), সৈয়দ সাইফুর (কমলগঞ্জ সদর ইউনিয়ন), রুমন চৌধুরী (কমলগঞ্জ পৌরসভা), মহসিন আহমেদ (আলীনগর ইউনিয়ন), ইন্দ্রজিৎ সিংহ (আদমপুর ইউনিয়ন), সত্যজিৎ সিংহ (মাধবপুর ইউনিয়ন) এবং শাহিনা রহমান (ইসলামপুর ইউনিয়ন)। উপদেষ্টাবৃন্দ: মোহাম্মদ শাহজাদ আলী, আব্দুর রশীদ চৌধুরী, মহানন্দ দেবনাথ, কামরুল হাসান বলবন্ত ও কামরুন্নাহার ইসলাম (রুবি)।

ট্রাস্টিবোর্ড সদস্যবৃন্দ: অধ্যাপক নরেন্দ্র বিকাশ দত্ত, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, আব্দুল শাহিদ হামজা ও মোহাম্মদ মহসিন সেলিম। আয়োজনের শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। এতে বিজয়ীদের মাঝে নগদ অর্থসহ ল্যাপটপ, ফ্রিজ, টিভি, আইপ্যাড, অ্যাপল ওয়াচ ও নানা উপহার তুলে দেওয়া হয়। প্রবাসে নিজেদের মূল শিকড়কে বাঁচিয়ে রাখা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজনের সমাপ্তি ঘটে।

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

(৩৯ পাতার পর)

তাদের হাতে স্কুল সাপ্লাই তুলে দেন।

এদিকে বক্তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সংগঠনের সকল কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা বলেন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রবাসের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। অসহায় মানুষের পাশাপাশি জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রবাসে জন্ম নেওয়া এবং বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের নিয়েও নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। তারই একটি হলো ব্যাক টু স্কুল সাপ্লাই প্রোগ্রাম এবং বাচ্চাদের জন্য আনন্দ উৎসব। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইকবাল আহমদকে আহবায়ক, রাশেদুজ্জামান মিয়া হিমুকে সদস্য সচিব ও ইসমাইল হোসেন স্বপনকে প্রধান সমন্বয়কারী করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জেবিএফএস'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে পার্টনার কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি তাদের সহযোগিতা পেয়ে আনন্দিত। ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রামটি সফল করার জন্য তারা অভিভাবক এবং ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

৪ বিলিয়ন ডলারে ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ে বদলাবে

বাংলাদেশ ডেস্ক : দীর্ঘ অপেক্ষার পর নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ের জরাজীর্ণ অংশ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বড় ধরনের সংস্কার করা হবে বহুল ব্যবহৃত এই সড়কটির।সংস্কার পরিকল্পনায় আটলান্টিক অ্যাভিনিউ থেকে স্যান্ডস স্ট্রিট পর্যন্ত অংশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ের এটিই একমাত্র অংশ, যার মালিকানা নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের হাতে। এক্সপ্রেসওয়ের বাকি অংশের নিয়ন্ত্রণ অঙ্গরাজ্য সরকারের।নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি শরৎ মৌসুমে প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব যাচাই শুরু হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া এগোলে ২০৩০ সালে মূল সংস্কারকাজ শুরু হতে পারে।

কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এই সড়ক অবকাঠামোর নকশা করা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তখন প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার যানবাহন চলাচলের হিসাব ধরে এটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। স্থায়িত্ব ধরা হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর। কিন্তু সাত দশকের বেশি সময় পর পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেছে। বর্তমানে প্রতিদিন এই অংশ দিয়ে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার যানবাহন চলাচল করে। এর মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার ভারী পণ্যবাহী ট্রাক।অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ এবং দীর্ঘদিনের ব্যবহারে সড়কটির বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। নগর কর্তৃপক্ষ বলছে, বর্তমান কাঠামোটি নির্ধারিত স্থায়িত্বকাল পার হওয়ার পরও প্রায় ২০ বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।প্রস্তাবিত সংস্কারে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো কংক্রিটের অংশ এবং তিন স্তরের ঝুলন্ত কাঠামো সংস্কার করা হবে। তবে সংস্কারকাজের জন্য পুরো এক্সপ্রেসওয়ে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেই।

নিউইয়র্কের মেয়র জানিয়েছেন, নির্মাণকাজ চলার সময় যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অস্থায়ী সড়ক তৈরি করা হবে। এতে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিগত গাড়ি ও ভারী ট্রাক স্থানীয় সড়কে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কমবে। একই সঙ্গে এক্সপ্রেসওয়ের চলাচলও সচল রাখা সম্ভব হবে।নগর কর্তৃপক্ষের হিসাবে, প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্প শেষ করতে প্রায় ১০ বছর সময় লাগতে পারে। সংস্কার শেষ হলে সংশ্লিষ্ট অংশের ব্যবহারযোগ্যতা আরও প্রায় ৪০ বছর বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ের এই অংশের অবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক গাড়ি ও ভারী যানবাহন চলাচল করায় পুরোনো কাঠামোর ওপর চাপ ক্রমেই বেড়েছে।তবে প্রকল্পটির বড় চ্যালেঞ্জ হবে সংস্কারকাজের সঙ্গে নিয়মিত যান চলাচলের সমন্বয় করা। স্থানীয় সড়কে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ তৈরি না করে কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারকাজ এগিয়ে নেওয়া যায়, সেটিই এখন নগর কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

শাহজালাল বিমানবন্দরে ২৪ ঘণ্টার ইমিগ্রেশন হটলাইন

ঢাকা : বিদেশ ভ্রমণের আগে পাসপোর্টের মেয়াদ, দেশত্যাগে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা, কিংবা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনো জটিলতা রয়েছে কিনা– এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর এখন ফোনেই পাওয়া যাবে। যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৪ ঘণ্টার ইমিগ্রেশন হটলাইন চালু করেছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। ০১৩২০০০৭৫৮৮ নম্বরে ফোন করে এসব বিষয়ে তথ্য নেয়া যাবে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) ইমিগ্রেশন বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার তথ্যানুযায়ী, গত ১৯ আগস্ট হটলাইনটি চালু হয়েছে। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যাত্রীদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তিনি জানান, বিদেশ যাওয়ার আগে অনেক যাত্রী পাসপোর্টের মেয়াদ নিয়ে সংশয়ে থাকেন। কারো পাসপোর্টের মেয়াদ চার মাস বা তার কম থাকলে ভ্রমণ করা যাবে কিনা, আবার কেউ নিজের পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে জানতে চান– কোনো মামলা, নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনো কারণে বিদেশযাত্রায় বাধা রয়েছে কিনা। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হটলাইনটি চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরাও দেশে ফেরার সময় ইমিগ্রেশনে কোনো জটিলতায় পড়বেন কিনা, সে বিষয়ে জানতে হটলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন। লাগেজ হারানো বা খুঁজে না পাওয়ার মতো বিষয় নিয়েও কিছু যাত্রী ফোন করছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ইমিগ্রেশন হটলাইনে এখন পর্যন্ত জানতে চাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর একটি হচ্ছে– কারো বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কিনা। কোনো মামলার আসামি দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন– এমন অভিযোগ জানিয়ে বিভিন্ন সময় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে কল আসে। তবে কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, শুধু ফোনে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই কোনো যাত্রীকে আটকানো বা বিদেশযাত্রা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ বা আইনগত নির্দেশনা প্রয়োজন। জানা যায়, কারো দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশের ভিত্তিতেই কার্যকর করা হয়। তাই ফোনে পাওয়া কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে একজন যাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই।এদিকে, হটলাইন চালু হলেও বর্তমানে এ সেবায় যাত্রীদের সাড়া তুলনামূলক কম। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রতিদিন গড়ে মাত্র দু'একটি কল আসছে। যাত্রীদের মধ্যে সেবাটি আরো পরিচিত করতে বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন এলাকায় হটলাইন নম্বরসহ স্টিকার লাগানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ভবিষ্যতে এ সেবা সম্পর্কে যাত্রীদের জানাতে আরো ব্যাপক প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বিদেশযাত্রার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে যাত্রীদের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নম্বর খোঁজা কিংবা বিমানবন্দরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করার ঝামেলা কমবে।ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের আশা, একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ২৪ ঘণ্টা তথ্য পাওয়ার সুযোগ থাকায় বিদেশগামী ও দেশে ফেরৎ যাত্রীদের ভোগান্তি কমবে এবং ইমিগ্রেশন সেবা আরো সহজ ও যাত্রীবান্ধব হবে।

টাইমস স্কয়ারে বিশ্বমঞ্চে শাড়ির প্রচার 'শাড়ি গোজ গ্লোবাল'

নিউইয়র্ক: বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত ও পরিচিত নগরকেন্দ্র নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে আবারও বর্ণিল আয়োজনে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা হলো শাড়ির ঐতিহ্য, সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র। গত ২৩ আগস্ট রোববার টাইমস স্কয়ারের ফাদার ডাফি স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হল তৃতীয় বার্ষিক 'সাড়ি গোজ গ্লোবাল ইউএসএ ২০২৬' অনুষ্ঠান। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণকারীরা যোগ দেন। নানা রঙ, নকশা ও বৈচিত্র্যের শাড়িতে সেজে নারীরা অংশ নেন 'সাড়ি ওয়াকাথন' ও রাম্প ওয়াকে। পাশাপাশি ছিল সংগীত, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। নিউইয়র্ক-ভিত্তিক সংগঠন উমা গ্লোবাল এবং নিউইয়র্কে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের অংশীদারত্বে এ আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শাড়িকে শুধু একটি পোশাক হিসেবে নয়, বরং ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ঐক্য ও নারীর ক্ষমতায়নের বৈশ্বিক প্রতীক হিসেবে তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

ব্যস্ততম টাইমস স্কয়ারে চত্বরে বিভিন্ন দেশের নারীদের শাড়ি পরিহিত অংশগ্রহণ পুরো এলাকাকে পরিণত করে এক বর্ণিল সাংস্কৃতিক মিলনমেলায়। বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, ঐতিহ্যবাহী কাপড় ও নকশার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় দক্ষিণ এশিয়ার সমৃদ্ধ বস্ত্র ও কারুশিল্পের ইতিহাস। 'শাড়ি গোজ গ্লোবাল' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ডা. দীপ্তি জৈন। নিউইয়র্কের আয়োজক সংগঠন উমা গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট ডা. রিতা কাকাটি-শাহও এই উদ্যোগের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের উদ্যোগে শাড়িকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলার পাশাপাশি তাঁতি ও কারুশিল্পীদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং তাদের কাজের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তৈরির চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর : দুই সপ্তাহ রাজপথে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

(শেষ পাতার পর)

জানাতে এবং তার নিউইয়র্ক অবস্থানকালে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের লক্ষ্যে বিএনপি অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন গুলোর পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২৪ আগস্ট সোমবার অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সাবেক নেতৃবৃন্দ, নিউইয়র্ক স্টেট, নিউইয়র্ক মহানগর উওর-দক্ষিণ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক যৌথ ভার্চুয়াল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।সভায় প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর ঘিরে বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও উত্তর আমেরিকা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন খোকনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমদ ও মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন,শরাফত হোসেন বাবু, সোলেমান ভুইয়া,নেয়াজ আহমেদ জুয়েল, জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, মনজুর চৌধুরী, আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, গিয়াস উদ্দিন, আক্তারুজ্জামান বাদল, মোশাররফ হোসেন সবুজ, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, জসিম ভুইয়া , মুশফিকুর রহমান খসরু, আব্দুস সবুর, সাইদুল হক, সালেহ আহমেদ মানিক, শফিকুর রহমান দুলাল, গোলাম ফারুক শাহিন, মাজহারুল ইসলাম মিরু, মো: মহসিন, মো: শাহজাহান প্রমুখ। সভায় আরও বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ এবং নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম।

জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আবু সাইদ আহমদ, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মকসুদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, খোরশেদ আলম, জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের আহ্বায়ক বাবর উদ্দিন, জাসাসের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সায়েম এবং সদস্য সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রধানমন্ত্রী যতদিন নিউইয়র্কে অবস্থান করবেন, ততদিন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন গুলোর নেতাকর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সক্রিয় থাকবেন। এর অংশ হিসেবে ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ভবনের সামনে সুশৃঙ্খলভাবে বৃহৎ শান্তি সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।সমাবেশে ব্যাপক লোকসমাগম নিশ্চিত করতে নিউইয়র্ক স্টেট ও নিউইয়র্ক মহানগর উওর-দক্ষিণ বরোতে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠগুলোর পক্ষ থেকে জনসংযোগ চালানো হবে। এ লক্ষ্যে নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বও বণ্টন করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক অবস্থানকালের পুরো সময় জুড়ে স্বাগত কর্মসূচি, শান্তি সমাবেশ, জনসংযোগসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো।সভায় আগামী ৩০ আগস্ট উত্তর আমেরিকা সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত কর্মসুচি ঘোষণা করা হবে।

আমেরিকায় ‘ভালো’ মুসলিম নেই!

(শেষ পাতার পর)

ধারণ করেছে। দেশটিতে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম ও আরবদের বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগ রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ গাজা যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। দেশটির রাজনীতিতে ও প্রশাসনের ওপর যেহেতু ইহুদি লবির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, সে কারণে মুসলিমদের ইসরাইলবিরোধী কোনো বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গিকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। ফলে আজকের আমেরিকায় ‘ভালো’ মুসলিম হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইসরাইলের বিষয়ে নীরব থাকা। কারণ ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোনো মুসলমান ভিন্নমত পোষণ করলেই তার ওপর নেমে আসে অপবাদ, সন্দেহ ও একঘরে করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নাগরিক অধিকার সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনসের তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে ইসলাম ও আরব বিদ্বেষের কারণে বৈষম্য এবং হয়রানির অভিযোগ সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজনৈতিক প্রচারণায় ইসলামবিরোধী বক্তব্য এবং ভুল তথ্যের প্রচারণার কারণে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিমরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরলোকগত রিপাবলিকান সিনেটর জন ম্যাককেইন ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী বারাক ওবামার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সে সময় তাকে তার এমন কিছু সমর্থককে সামলাতে হয়েছিল, যারা ছিল নির্লজ্জ বর্ণবাদী ও কট্টর ইসলামবিদ্বেষী। ম্যাককেইনের নিজের মধ্যেও গোঁড়ামি ছিল এবং তার পররাষ্ট্রনীতি ছিল কট্টরপন্থি, যার জন্য তার কিছুটা বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভোটারদের একাংশের চরম ও ভারসাম্যহীন আচরণ তাকে হতবাক করেছিল। ম্যাককেইনের নির্বাচনি প্রচারণার এক সভায় শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক নারী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘আমি ওবামাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি তার সম্পর্কে পড়েছি এবং তিনি আসলে... তিনি একজন আরব।’ কথাটি বলার সময় তার কণ্ঠস্বর ধরে আসে। একজন ‘আরব’ ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন এই চিন্তাই তাকে প্রায় কান্নার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। তখন ম্যাককেইন ওই নারীকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ম্যাডাম, ওবামা একজন ভালো পারিবারিক মানুষ ও আমেরিকার নাগরিক। রাষ্ট্রীয় মৌলিক কিছু বিষয়ে তার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য রয়েছে এবং এই নির্বাচনি প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু সেটাই।’

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনি প্রচারণায় মূলত সেসব বিষয়ই প্রাধান্য পায়, যা নিয়ে সেই নারী ২০০৮ সালেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মিশিগানে সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী আব্দুল আল-সায়েদকে আক্রমণ করার জন্য রিপাবলিকান সিনেটররা শুধু তার নামের ওপরই বেশি জোর দিয়ে বলেছিলেন, ‘মি-শিগানের সমাজতন্ত্রী অবশেষে নিজের পুরো নাম প্রকাশ করলেন। তার নাম আবদুল রহমান মোহাম্মদ আল-সায়েদ।’ যদি একজন ‘আরব’ ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট হওয়া উদ্বেগের বিষয় হয়, তবে একজন ‘মোহাম্মদ’-এর প্রেসিডেন্ট হওয়া নিশ্চয়ই আরো ভয়াবহ কিছু হবে উগ্রপন্থি আমেরিকানদের কাছে। নির্বাচনি প্রচারণাসহ সর্বক্ষেত্রেই আল-সায়েদের ওপর বিরোধীদের আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও তাকে ‘সন্ত্রাসী’ আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী মাইক রজার্স গর্ব করে বলেছিলেন, তিনি তার সারা জীবন ‘সন্ত্রাসীদের শিকার’ করেই কাটিয়েছেন। একই মনোভাব নিয়ে রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ন্যান্সি মেস আল-সায়েদ ও নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘আমরা কি আমেরিকায় সরকারি পদে ‘সন্ত্রাসীদের’ নির্বাচিত করা বন্ধ করতে পারি না?’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমেরিকায় সরকারি পদে আসীন প্রতিটি মুসলিমই হলো এক একটি ‘ট্রোজান হর্স’ (ছদ্মবেশী শত্রু) এবং তারা জাতীয় নিরাপত্তা ও আমাদের প্রজাতন্ত্র উভয়ের জন্যই হুমকি।’ আজকের দিনে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামকে তীব্রভাবে ঘৃণা না করলে কেউ আধুনিক ও প্রগতিশীল হতে পারে না। সিআইএর সাবেক পরিচালক মাইক পম্পেও এর মতো একজন ব্যক্তি যখন খুব অনায়াসেই আল-সায়েদকে ‘হামাস সমর্থক’ বলে অভিহিত করেন, তখন বোঝা যায় যে, মুসলিমবিদ্বেষের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এই বিদ্বেষ থেকে বাঁচতে হলে আমেরিকান মুসলিমদের বেশ কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে একটি হলো ইসরাইলের প্রতি আনুগত্য, যে শর্তটি পূরণ করতে আল-সায়েদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যালি স্টিভেনসের কোনো বেগ পেতে হয়নি। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি স্বপ্নেও ইসরাইল নিয়ে ভাবেন। এর বিপরীতে, গাজায় ইসরাইলের গণহত্যার কঠোর সমালোচনা করে এসেছেন আল-সায়েদ। ফলে তিনি যে উগ্রপন্থি ও ইসরাইল সমর্থক আমেরিকানদের শত্রু হবেন তা বলাই বাহুল্য। আমেরিকান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ‘ভালো মুসলিম’ হওয়ার সংজ্ঞা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে শুধু ‘চরমপন্থা’ থেকে নিজেকে দূরে রাখলেই চলে না, বরং ইসরাইলের বিরোধিতা করা থেকেও বিরত থাকতে হয়। আমেরিকায় ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য ইসরাইলের প্রতি আনুগত্যের এই যোগসূত্রটি মোটেও গোপন বিষয় নয়। দেশটির কট্টর নব্য-রক্ষণশীল (নিও-কনজারভেটিভ) চিন্তাবিদ রবার্ট কাগান সম্প্রতি বিষয়টি স্বীকার করেছেন, ‘আমেরিকা সামগ্রিকভাবে ইসলামবিদ্বেষী, তাই অনেক আমেরিকানের কাছে ইসলামের যেকোনো শত্রুই আমাদের বন্ধু। আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ একটি বাস্তবতা এবং ইসরাইলকে ইসলামের বিরুদ্ধে এক ধরনের ‘রক্ষাকবচ’ হিসেবে দেখা হয়।’ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই যুক্তি শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসরাইলের সমালোচনা করলে একজন ইহুদিও ‘খারাপ ইহুদি’ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। ইসরাইলের পক্ষে সোচ্চার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যতম অ্যালান ডারশোভিটজ সম্প্রতি সেসব ‘বাজে ইহুদি’র সমালোচনা করেছেন যারা আল-সায়েদ ও মামদানির মতো প্রার্থীদের সমর্থন করার সাহস দেখান। তিনি ঘোষণা করেন, ‘আসল সমস্যাটা হলো ইহুদিরাই’ এবং ‘তারা আসলে কী করছে, সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই।’ ডারশোভিটজের মতে, ‘যেকোনো ইহুদি যদি মামদানিকে ভোট দেন তবে তিনি আসলে নিজেকেই ঘৃণা করেন।’ তার এই অবস্থানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন ইসরাইলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবিও। একজন অ-ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ওইসব ‘বাজে ইহুদি’র চেয়ে নিজেকে ‘অনেক বেশি কার্যকর ইহুদি নেতা’ হিসেবে দাবি করেন।’ এই প্রবণতাটি শুধু আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বেহ-লাবাদক মাইকেল বারেনবোইম তার পর্যবেক্ষণ বলেছেন, ‘জার্মানিতে যেসব ইহুদি জায়নবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন তাদের আর প্রকৃত ইহুদি হিসেবে গণ্য করা হয় না।’ অন্যদিকে ব্রিটিশ পত্রিকা ‘জুইশ ক্রি-নকল’ একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল ‘এড মিলিব্যান্ড আসলে কতটা ইহুদি?’ পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে এই বার্তাটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, একজন ‘ভালো মুসলিম’ বা ‘ভালো ইহুদি’ হওয়ার জন্য শুধু ইসরাইলের প্রতি অবিচল আনুগত্যই যথেষ্ট নয়, বরং যারা ইসরাইলের গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে সেসব মুসলিমের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করাও ইহুদিদের জন্য জরুরি। ফলে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বে ‘ভালো’ মুসলিম হওয়ার সংজ্ঞা হচ্ছে তাকে অবশ্যই ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। *ডেইলি সাবাহ অবলম্বনে-*

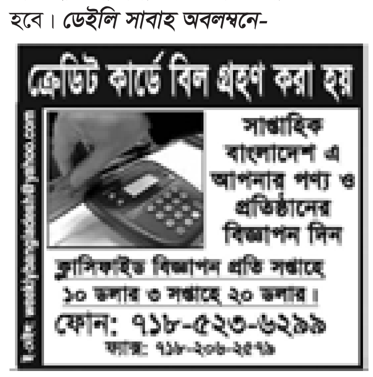

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ভিসা নিয়ম

(শেষ পাতার পর)

দেশে ফেরার পরামর্শ দিয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি জানিয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসা নিরাপদ হবে।হার্ভার্ডের পরামর্শ অনু-যায়ী, চলতি শরৎ সেমিস্টারে ক্যাম্পাসভিত্তিক প্রোগ্রামে ভর্তি থাকা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের ১৫ সেপ্টেম্বর নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে।

কেন এই নির্দেশনা : যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ভিসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনছে। নতুন নিয়মে বর্তমানে ব্যবহৃত 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থা বাতিল করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৫ সেপ্টেম্বরের পর ভ্রমণে ঝুঁকি : নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, গবেষক বা তাদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য ১৫ সেপ্টেম্বরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও পরে দেশ ছাড়েন এবং ১৫ সেপ্টেম্বরের পর আবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন, তাহলে ফিরে আসার সময় তার ওপর নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হবে।এই কারণেই হার্ভার্ড আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও সতর্কতা : শুধু হার্ভার্ড নয়, যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নতুন নিয়ম সম্পর্কে সতর্ক করেছে।কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছে।এ ছাড়া ওহাইও স্টেট ইউ-নিভার্সিটি, জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নতুন নিয়ম বিবেচনা করে ভ্রমণের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছে।ফলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রে নতুন অভিবাসন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার সময়সূচি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। **সূত্র :** দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

হিট পাম্প রিবেট পেতে ৩১ আগস্টের মধ্যে যোগাযোগের পরামর্শ

(শেষ পাতার পর)

পারে। একই ব্যবস্থার মাধ্যমে শীতকালে ঘর গরম এবং গরমকালে ঠান্ডা রাখার সুবিধা পাওয়া যায়। পাশাপাশি যোগ্য বাড়ির মালিকদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রিবেট বা আর্থিক প্রণোদনার সুযোগ। তবে বর্তমান রিবেট সুবিধা নিতে আগ্রহীদের দ্রুত যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তোফায়েল চৌধুরী লিটন। ঠিকানা বিজনেস জংশনের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, যারা চলমান রিবেট সুবিধার আওতায় আবেদন করতে চান, তাদের আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যেই যোগাযোগ করে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ওই সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করা গেলে পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে রিবেট সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকবে বলে তিনি জানান।

তোফায়েল চৌধুরী লিটন বলেন, হিট পাম্প স্থাপনের আগে একটি বাড়ির আয়তন, বর্তমানে ব্যবহৃত হিটিং ব্যবস্থা, ইনসুলেশন, বৈদ্যুতিক সক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি কোম্পানির নিয়মসহ বেশ কিছু বিষয় যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ সব বাড়ির জন্য একই ধরনের হিট পাম্প কিংবা একই পরিমাণ রিবেট প্রযোজ্য নয়। একজন বাড়ির মালিক কত টাকা রিবেট পাবেন এবং রিবেট পাওয়ার পর নিজের পকেট থেকে কত টাকা ব্যয় করতে হবে, সেটিও নির্ভর করে বাড়ি ও প্রকল্পের ধরনের ওপর। এ কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়িটি সরেজমিনে মূল্যায়ন করে সম্ভাব্য খরচ, রিবেটের পরিমাণ এবং দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি খরচ কতটা সাশ্রয় হতে পারে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হিট পাম্পের অন্যতম বড় সুবিধা হলো, একটি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সারা বছরের হিটিং ও কুলিংয়ের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। তবে শুধু রিবেট পাওয়া যাচ্ছে–এ বিবেচনায় হিট পাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত না নিয়ে বাড়ির প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক ক্ষমতার ব্যবস্থা নির্বাচন এবং অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথভাবে সেটি স্থাপন নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স জানিয়েছে, আগ্রহী বাড়ির মালিকদের বাড়ির প্রয়োজন মূল্যায়ন, উপযুক্ত হিট পাম্প নির্বাচন, সম্ভাব্য রিবেটের পরিমাণ নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় আবেদন ও কাগজপত্র প্রস্তুতের পুরো প্রক্রিয়ায় তারা সহযোগিতা করে থাকে। তাই যারা পুরোনো হিটিং বা কুলিং ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এবং বর্তমান রিবেট সুবিধা কাজে লাগাতে চান, তাদের জন্য এখনই বিষয়টি যাচাই করার উপযুক্ত সময়। বিশেষ করে ৩১ আগস্টের সময়সীমার আগে যোগাযোগ করে নিজের বাড়ি রিবেট পাওয়ার যোগ্য কি না এবং কী পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, তা জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কবরের স্থান ফুরিয়ে যাচ্ছে গাজায়

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুদ্ধের ভয়াবহতা আর অবিরাম বোমাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত গাজায় শুধু জীবনই ঝরে পড়ছে না, বরং প্রিয়জনদের শেষ বিদায় জানানোর সুযোগটুকুও হারাচ্ছেন স্বজনরা। ইসরায়েলি হামলায় হাজারো মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি বহু কবরস্থান ধ্বংস হয়েছে। ফলে নিহত স্বজনদের দাফন করতে গিয়ে পরিবারগুলোকে পুরনো কবর পুনর্ব্যবহার, অস্থায়ী কবর তৈরি কিংবা ধ্বংসস্তূপের জায়গায় লাশ সমাহিত করার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যুদ্ধের কারণে গাজায় সমস্ত পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং ইসরায়েলি হামলার তীব্র ঝুঁকির মুখে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির মরদেহ নিখোঁজ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর ফলে অনেককেই বাগান, তাঁবু, কিংবা আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল ও হাসপাতালের চত্বরে অস্থায়ীভাবে দাফন করতে বাধ্য হয়েছেন স্বজনরা। গত অক্টোবর মাসে মার্কিন মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর সহিংসতা কিছুটা কমলে, ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রিয়জনদের মরদেহ উদ্ধার করে শেষ বিদায় দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুদ্ধবিরতির পর থেকে কমপক্ষে ১ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং হাসপাতাল চত্বরের সাতটি গণকবর থেকে ৫২৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজার ৪০টিরও বেশি কবরস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কড়াকড়ির কারণে কবরস্থানের সংখ্যা ও স্থান সংকুচিত হয়ে পড়েছে। স্থান সংকুলান না হওয়া এবং কবরের খরচ ৭০০ থেকে ১,০০০ শেকেল পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বহন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে ধ্বংস হওয়া ভবনের ইট, কাদা বা টিনের টুকরো দিয়ে অস্থায়ীভাবে কবর চিহ্নিত করছেন। ইসরায়েলি হামলায় নিহত মোহাম্মদ আল-সাওহির দাফন নিয়ে চরম সংকটে পড়েছেন তার ছেলে ওমর আল-সাওহি। গাজা সিটির এই বাসিন্দা গত ১০ জুন নিহত হন। ওমর তার বাবাকে দাফন করতে ওই এলাকার কবরস্থানে গিয়ে দেখেন কবরগুলো গাদাগাদি করে রয়েছে এবং অর্থাভাবে ও জায়গার অভাবে শেষ পর্যন্ত তারা দাদার পুরনো কবরটিই ব্যবহার করতে বাধ্য হন। খান ইউনিস কবরস্থানের ১৯ বছরের অভিজ্ঞ গ্রাভেডিগার তাফেশ আবু হাতাব জানান, যুদ্ধ শুরুর সময় যেখানে কবর ছিল মাত্র ৬০টি, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজারটিতে। প্রতিদিন অসংখ্য নারী, শিশু ও পুরো পরিবারের মরদেহ কবরে সমাহিত করতে হচ্ছে। অবরুদ্ধ গাজার এই চরম ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই ফিলিস্তিনিরা ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ইট-পাথর সংগ্রহ করে প্রিয়জনদের দাফনকাজ ও স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করে চলেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

দেশপ্রেমের নতুন সার্টিফিকেট ত্যাগীরা কোথায়?

(শেষ পাতার পর)

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ‘উইকলি হলিডে’ সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান তাঁর বহুল আলোচিত কলামে লিখেছিলেন ‘সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন কোলাবরেটরস?’ স্বাধীনতার পরপরই ‘কোলাবরেটর’ শব্দটির রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নের ভেতরে ছিল একটি গভীর রাজনৈতিক সত্য : যুদ্ধের সময় কে কোথায় ছিল, সেটি দিয়ে কি মানুষের দেশপ্রেমের সম্পূর্ণ হিসাব করা যায়? সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া যেমন দেশপ্রেমের একমাত্র প্রমাণ নয়, তেমনি দেশে থেকে যাওয়াও কারও দেশপ্রেমের স্বয়ংক্রিয় সনদ নয়। ইতিহাস মানুষের অবস্থান নয়, তার ভূমিকা ও ত্যাগের হিসাব রাখে। অথচ আমাদের রাজনীতি বারবার সেই হিসাবটাকেই গুলিয়ে ফেলেছে। ১৯৭১-এর পর যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের ত্যাগ ও দুর্ভোগকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সেই আশ্রয়কে যদি পরবর্তী ৫৪ বছর ধরে রাজনৈতিক পুঁজি বানানো হয়, আর দেশের ভেতরে থেকে যারা যুদ্ধের সময় ও পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন, তাদের অবদানকে আড়াল করা হয়, তাহলে ইতিহাসের প্রতি চরম অন্যায় হয়। আজ সেই পুরোনো প্রশ্নটি নতুন পোশাকে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে।

গত ১৭ বছর যারা বিদেশে ছিলেন, তাদের অনেকেই তখন দেশের রাজপথে ছিলেন না। এমনকি নিউইয়র্কে থাকার পরও অনেককেই সামান্য প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামানো যায়নি। চমৎকার সুশীল হয়ে ছিলেন। থাক নাম না লিখি। কেউ কেউ বিদেশে বসে রাজনীতি করেছেন, সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব ছিলেন। তাদের ভূমিকা থাকতেই পারে। কিন্তু বিদেশে থাকা এবং রাজনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করা এক জিনিস নয়। দেশের রাজনীতি যখন দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে গেছে, তখন কত মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, ব্যবসা হারিয়েছেন, মামলা খেয়েছেন, জেলে গেছেন, বাড়িঘর বিক্রি করে মামলার খরচ চালিয়েছেন, রাতের পর রাত পালিয়ে থেকেছেন, পুলিশের ভয়ে সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিতে পারেননি, তাদের গল্পগুলো কোথায়? তাদের অনেকের নাম কোনো সংবাদ সম্মেলনের ব্যানারে নেই। কোনো বিদেশি সেমিনারের মঞ্চেও নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের চকচকে ছবিতেও নেই। কিন্তু রাজনীতির কঠিন দিনগুলোতে তারাই ছিল মাঠে। রাজনীতিতে ত্যাগের একটি অদ্ভুত স্বভাব আছে। ত্যাগের সময় তার কোনো দর্শক থাকে না। ক্ষমতার সময় তার কোনো দাম থাকে না। আর যখন ক্ষমতা আসে, তখন ত্যাগীদের অনেকেই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর দরজার ভেতরে ঢুকে পড়েন তারা, যারা ঠিক সময়ে ঠিক মানুষের প্রশংসা করতে জানেন। এখানেই আজকের প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি জরুরি।

তারেক রহমান, আপনি কি ত্যাগীদের মূল্যায়ন করছেন, নাকি আপনার চারপাশে তৈরি হওয়া প্রশংসার বলয়কেই মূল্যায়ন করছেন? আমরা নয়নকে নিয়ে ট্রল করি। রাকিবকে নিয়ে মজা করি। তাদের সরলতা, আবেগ কিংবা রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে হাসাহাসি করি। কিন্তু একটু থামুন। এই নয়নই তো গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, তাকে মৃত ভেবে তার দেহ পর্যন্ত পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার মাথায় ড্রিল করবার সময় জেগে উঠেছিল অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অথচ আজ সেই নয়নকেই দিয়ে নানা রকম আকাম-কুকাম করানো হচ্ছে।

আর রাকিব? তার শরীরের ক্ষতচিহ্ন হয়তো কোনোদিন মুছে যাবে না। সেই ক্ষত শুধু শরীরের নয়, একটি সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতারও সাক্ষী। শেষ পর্যন্ত সেই ছেলেগুলোকে দেখা যাচ্ছে আপনার গাড়ির পেছনে ছুটতে। নয়ন-রাকিবদের রাজনৈতিক বোধ হয়তো নিখুঁত নয়। তাদের ভাষা হয়তো পরিশীলিত নয়। পোশাক হয়তো অভিজাত নয়। তারা হয়তো ইংরেজিতে চমৎকার বক্তৃতাও দিতে পারে না। কিন্তু রাজনীতি কি কেবল পরিশীলিত ভাষা, দামি পোশাক আর ইংরেজি উচ্চারণের নাম? নাকি রাজনীতির আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে সেই মানুষগুলোর মধ্যে, যারা কঠিন সময়ে রাস্তায় থাকে, গুলি খায়, মামলা খায়, জীবন বাজি রাখে এবং বিনিময়ে কোনো পদ-পদবি দাবি করে না? নয়ন-রাকিবদের নিয়ে আমরা হাসতে পারি, ট্রল করতে পারি। তাদের রাজনৈতিক ভুল নিয়ে সমালোচনা করতেই পারি। কিন্তু তাদের ত্যাগকে হাসির বিষয় বানানোর আগে আমাদের মনে রাখা উচিত, ক্ষমতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে যারা আজ বড় বড় কথা বলছে, তাদের অনেকের চেয়ে এই অখ্যাত ছেলেগুলোর শরীরেই হয়তো রাজনীতির সত্যিকারের ইতিহাস বেশি লেখা আছে। যে মানুষটি পুলিশের গুলি খেয়েছে, যে মামলা খেতে খেতে সর্বস্বান্ত হয়েছে, যে নিজের জমি বিক্রি করে দলের মামলা চালিয়েছে, যে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে বছরের পর বছর অপমান সহ্য করেছে, তার ত্যাগ কি একজন প্রবাসী রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে কম?

প্রবাসে থাকা কোনো অপরাধ নয়। বরং বিদেশে থেকেও দেশের জন্য কাজ করা সম্মানের। যোগ্যতা থাকলে প্রবাসীরা অবশ্যই দেশের প্রশাসন, অর্থনীতি, কূটনীতি কিংবা রাজনীতিতে অবদান রাখবেন। কিন্তু প্রবাসী হওয়াকে যদি রাজনৈতিক যোগ্যতার বিশেষ সনদ বানানো হয়, আর মাঠের কর্মীর ক্ষতচিহ্নকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়, তখন প্রশ্ন উঠবেই।

প্রবাসে থাকা কোনো অপরাধ নয়। বরং বিদেশে থেকেও দেশের জন্য কাজ করা সম্মানের। যোগ্যতা থাকলে প্রবাসীরা অবশ্যই দেশের প্রশাসন, অর্থনীতি, কূটনীতি কিংবা রাজনীতিতে অবদান রাখবেন। কিন্তু প্রবাসী হওয়াকে যদি রাজনৈতিক যোগ্যতার বিশেষ সনদ বানানো হয়, আর মাঠের কর্মীর ক্ষতচিহ্নকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়, তখন প্রশ্ন উঠবেই। আজ দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কাদের বসানো হচ্ছে, সেটি দেখলেই সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়। যোগ্যতার সঙ্গে যদি তেলবাজি যোগ্যতার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বিপদ। কারণ তেলবাজ মানুষ ক্ষমতায় থাকা মানুষকে শুধু তার নিজের মুখটাই দেখায়। সে বলে, সব ঠিক আছে। সে বলে, আপনি অসাধারণ। সে বলে, আপনাকে ঘিরে সবাই ঐক্যবদ্ধ। অথচ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ত্যাগী কর্মীটি হয়তো চুপ করে ভাবছে, ‘আমরা তাহলে এতদিন কী ছিলাম?’ রাজনীতির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তখনই ঘটে, যখন নেতা নিজের চারপাশের আয়নাগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। তেলবাজরা কখনো নেতাকে তার দুর্বলতা দেখায় না। তেলবাজরা প্রশ্ন করে না। ত্যাগী কর্মী করে। ত্যাগীরা কখনো অভিমান করে, কখনো প্রতিবাদ করে, কখনো ভুলও করে। কিন্তু তাদের রক্তের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকে। ক্ষমতার করিডোরে নতুন মুখ দেখা যাওয়া কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা তখনই, যখন সেই নতুন মুখগুলোর পেছনে অতীতের কোনো ত্যাগের ইতিহাস নেই, অথচ তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সেই মানুষগুলোর, যারা বছরের পর বছর রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে দলকে ধরে রেখেছে।

আমরা আজ সরাসরি জানতে চাই: গত ১৭ বছরে যারা দলের জন্য জেল খেটেছেন, মামলা খেয়েছেন, অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়েছেন, রাজপথে থেকেছেন, তাদের রাজনৈতিক খাতা কোথায়? আর যারা আজ বড় বড় পদে বসছেন, তাদের গত ১৭ বছরের খাতাটাই বা কোথায়? দেশপ্রেম কি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদেশ থেকে নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সার্টিফিকেট? দেশপ্রেম কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকটি পোস্ট? দেশপ্রেম কি নেতার প্রতিটি কথায় হাততালি দেওয়া? নাকি দেশপ্রেম হলো সেই সময় পাশে থাকা, যখন পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোনো পদ নেই, কোনো সুবিধা নেই, কোনো পুরস্কার নেই? রাজনীতিতে ত্যাগের কোনো শর্টকাট নেই। যে কর্মী ক্ষমতার বাইরে থেকেও দলের পতাকা বহন করেছে, তার মূল্যায়ন ক্ষমতায় এসে না করলে সেই ক্ষমতা একদিন অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ দল শুধু নেতা দিয়ে তৈরি হয় না। দল তৈরি হয় সেই অগণিত মানুষের ঘাম, চোখের জল, মামলা, জেল, রক্ত আর অপেক্ষা দিয়ে, যাদের নাম কখনো ইতিহাসের বড় অক্ষরে লেখা হয় না। তারেক রহমানের প্রতি আমাদের একটি প্রত্যাশা তাই থাকতেই পারে। আপনি আপনার চারপাশের করতালির শব্দের চেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ত্যাগী মানুষের নীরবতাটা শুনুন। যারা আপনাকে প্রশংসা করছে, তাদের সবাইকে সন্দেহ করার দরকার নেই। কিন্তু যারা আপনার জন্য সব হারিয়েও কোনোদিন আপনার কাছে কিছু চায়নি, তাদের ভুলে যাওয়ারও কোনো অধিকার আপনার নেই।

কারণ তেলবাজরা ক্ষমতার সঙ্গে থাকে। ত্যাগীরা ইতিহাসের সঙ্গে থাকে। আজ যারা বড় পদে বসেছেন, তারা হয়তো কালও থাকবেন, হয়তো থাকবেন না। কিন্তু নয়ন, রাকিব কিংবা তাদের মতো হাজার হাজার অখ্যাত কর্মীর শরীরের ক্ষত, তাদের হারানো জীবনের বছরগুলো, তাদের বিক্রি করা জমির দলিল, তাদের জেলখাটার দিনগুলো, তাদের পরিবারের কান্না কোনো পদায়নের তালিকা দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না। ১৯৭২ সালে এনায়েতুল্লাহ খান প্রশ্ন করেছিলেন, ‘সিক্সটি ফঅইভ মিলিয়ন কোলাবরেটরস?’ আজ, ৫৪ বছর পর আমাদের প্রশ্ন অন্য রকম : দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট আবার কারা বিলি করছে? আর তার থেকেও বড় প্রশ্ন : যারা সবচেয়ে কঠিন সময়ে পাশে ছিল, ক্ষমতার সবচেয়ে সহজ সময়ে তাদের পাশে কে দাঁড়াবে? ইতিহাসের শিক্ষা খুব নির্মম। ক্ষমতা ত্যাগীদের ভুলে গেলে একদিন ক্ষমতাই ত্যাগীদের হাতে লেখা ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। কারণ ক্ষমতার মঞ্চে আলো অনেক থাকে।কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত আলো নয়, ক্ষতচিহ্নই মনে রাখে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

জুলাইয়ের ইয়ান্তেলোভেন

(শেষ পাতার পর)

দিয়েছিল এক নতুন বাংলাদেশ। কী সেই নতুন বাংলাদেশ? কেমন ছিল এর স্বরূপ? আজ দুই বছর পরে সেই বাংলাদেশের সঠিক মুখাবয়বটি ভালো করে চিনে নেবার সময় এসেছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন নাহিদ ইসলামের ঘোষণায় এক দফার আন্দোলনে পৌঁছে গেল এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী পতন ঘটলো ১৭ বছরের এক দানবীয় অপশক্তির, মানুষ ভাবলো এটাই জুলাই। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিল, এরপর কী? আবার তারাই স্বগতোক্তির মত বলেছিল, যা খুশি তাই হোক, অন্তত রাক্ষসী হাসিনার কাছ থেকে তো দেশ মুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ ভেবেছিল হাসিনার পতনই জুলাইয়ের চূড়ান্ত আকাঙ্খা। কিছুদিন পরে হাসিনা-ব্যবস্থার সুবিধাভোগীরা এইটুকুও বলতে নারাজ। তারা বলতে লাগলো, জুলাই ছিল চাকরিতে কোটা সংস্কারের আন্দোলন, ব্যস এর বেশি কিছু নয়। আমেরিকানরা টাকা দিয়ে এনজিওগুলোকে মাঠে নামিয়েছে হাসিনার পতন ঘটানোর জন্য। টাকা, ক্ষমতা, বুলেট সবই তো হাসিনার ছিল। সে কী পেরেছিল মানুষকে নিবৃত্ত করতে? পারেনি। সারা দেশের মানুষ একটি আকাঙ্খা বুকে ধারণ করে চব্বিশের জুলাইয়ে নেমে এসেছিল রাজপথে। এমন স্বতস্ফুর্ত জনস্রোত টাকা কেন, কোনো কিছু দিয়েই তৈরি করা যায় না। ছেলেকে পুলিশ গাড়িতে তুলছে, মা তার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, টাকা দিয়ে কোনো মাকে এই উচ্চতায় তোলা যায় না। হাজার হাজার মা রাস্তায় নেমে এসে পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে পানি, ফলের রস, নুডুলস তুলে দিচ্ছে। কেউ টাকা দিয়ে এমন একটা দৃশ্য আবার তৈরি করতে পারবে? সকলেই একটি আকাঙ্খা নিয়ে হাসিনার পতন ঘটাতে নেমে এসেছিল। আর যেন কেউ এই দেশে হাসিনা হতে না পারে। মানুষ অর্ধশতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা হাসিনা-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্খা বুকে ধারণ করে, মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে, নেমে এসেছিল রাজপথে। শুধু শেখ হাসিনার পতন নয়, জুলাই একটি বৃহত্তর আকাঙ্খার নাম। সেই আকাঙ্খাটিই আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে।

ছত্রিশ দিনের জুলাই ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে যে নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্খা তৈরি করেছে, সেই বাংলাদেশ শুধু হাসিনামুক্ত বাংলাদেশ নয়, সেই বাংলাদেশ সকল ধরনের বৈষম্যমুক্ত একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। যেখানে মানুষ মূল্যায়িত হবে তার মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য জন্মাতে হবে না জিয়া বা মুজিব পরিবারে। কৃষক, শ্রমিকের সন্তান, যদি তার মেধা থাকে, যোগ্যতা থাকে, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা থাকে, সেই হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এই বাংলাদেশেরই বিভাষ রচনা করেছে জুলাই। একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্নই জুলাই। জুলাই বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন "বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন" নামের মধ্যেই নিহিত আছে ১৮ কোটি মানুষের স্বপ্নাকাঙ্খা।

একটি সমাজের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা কখনো অনৈতিক হয় না। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ অসৎ হয়, কোনো কোনো সমাজের সকল নেতৃত্ব অসৎ মানুষদের কাছে চলে যায়, এইসব অসৎ ব্যক্তিদের প্রভাবে সমাজ কলুষিত হয়, তখন দেখে মনে হয়, এই সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু সেই নষ্ট সমাজের ভেতরে লুকোনো একটি যৌথ আকাঙ্খা বা স্বপ্ন থাকে যা কখনোই নষ্ট নয়। সেই আকাঙ্খাটি একটি সুন্দর, শুদ্ধ এবং নৈতিক সমাজের। যেখানে কেউ কারো চেয়ে বড়ো নয়, কেউ কারো চেয়ে ছোটো নয়। পৃথিবীতে একটি দেশ আছে, সে-দেশের মানুষ এমন একটি সামাজিক আইন মেনে চলেন, যা তাকে অহঙ্কারমুক্ত রাখে। আইনটি হচ্ছে, "আমি কারো চেয়ে বড়ো নই"। সেই দেশটির নাম হচ্ছে নরওয়ে। এটি কোনো রাষ্ট্রীয় আইন নয় কিন্তু এই সামাজিক প্রথা দেশটির সকলেই মেনে চলে। কীভাবে একটি দেশের সকল মানুষ এই মহৎ চিন্তাকে গ্রহণ করলো? কোত্থেকে এলো এই আইন? বিষয়টি খুব আগ্রহোদ্দীপক। আসুন একটু জেনে নিই।

ডেনিশ-নরওয়েজিয়ান লেখক এক্সেল সেন্ডেমোজে একটি উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসের নাম, অ্যান ফ্লিক্টনিং ক্রাই-সার সিট স্পোর। এর ইংরেজি হলো অ ঋঁমরঃরাব ঈৎড়ংংবং যরং ঃৎধপশং. এর বাংলা করলে দাঁড়ায় "একজন পলাতক নিজেকে অতিক্রম করে"। উপন্যাসটি ১৯৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।এই উপন্যাসে একটি ছোট্ট শহরের গল্প আছে। শহরটির নাম ইয়ান্তে। এই শহরের মানুষেরা খুব দুষ্টু, তারা সর্বদা কলহে লিপ্ত থাকে। ইয়ান্তে শহরের মানুষকে সভ্য করার জন্য একটি আইন হলো, সেই আইনের নাম ইয়ান্তেলোভেন, মানে ইয়ান্তের আইন। সেই আইনে ১০টি ধারা ছিল। সবগুলো ধারার সারমর্ম করলে দাঁড়ায়, তুমি নিজেকে অন্য কারো চেয়ে বড়ো ভাবতে পারবে না। অনেকেরই হয়ত ইয়ান্তেলোভেনের ১০টি ধারাই জানার আগ্রহ হতে পারে, তাই এখানে ধারাগুলো উল্লেখ করছিঃ ১). ভাববেন না যে আপনি বিশেষ কিছু; ২) ভাববেন না যে আপনি আমাদের মতো ভালো; ৩) ভাববেন না যে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান; ৪) কল্পনা করবেন না যে আপনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; ৫) ভাববেন না যে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি জানেন; ৬) ভাববেন না যে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ; ৭) ভাববেন না যে আপনি কোনো কিছুতেই বেশি পারদর্শী বা ভালো; ৮) আমাদের দেখে হাসবেন না (বা আমাদের উপহাস করবেন না); ৯) ভাববেন না যে কেউ আপনার পরোয়া করে; ১০) ভাববেন না যে আপনি আমাদের কিছু শেখাতে পারবেন। এরপরে আরো একটি, ১১তম, অনানুষ্ঠানিক ধারা, প্রশ্নের আকারে ইয়ান্তেলোভেনে আছে, সেটি হচ্ছে: আপনি কি ভাবেন আমরা আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না?

ইয়ান্তেলোভেন নিয়ে অধিকার কর্মীরা এই সমালোচনা করতে পারেন যে, মানুষের চিন্তা বা স্বাধীন ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কি কোনো আইন হতে পারে? আমার বিবেচনায় সেই আইন যদি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য হয় তাহলে হতে পারে। এখন সমস্যা হলো, আইন করলে তো আইনভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধানও থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কেউ যে আইন ভঙ্গ করেছে তা প্রমাণও করতে হবে। আমি গোপনে কী ভাবছি তা রাষ্ট্র কীভাবে প্রমাণ করবে? যদি আমি আমার সেই ভাবনা প্রকাশ করি তখনই মানুষ জানবে এবং তা প্রমাণ করা যাবে। মানুষের মনের গোপন ভাবনা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, আর সে কারণেই ইয়ান্তেলোভেন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোনো আইন নয়। কিন্তু নরওয়ের মানুষ উপন্যাসের এই আইনকে তাদের অন্তরে জায়গা দিয়েছে, ইয়ান্তেলোভেনকে সামাজিক প্রথার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছে।

কেউ যদি দৈবাৎ এমন কোনো আচরণ করে যে সে অন্যদের চেয়ে বেশি জানে বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে সমাজ তাকে ভালো চোখে দেখে না। ফলে দেশটিতে কে সরকার প্রধান আর কে ট্যাক্সিচালক কিংবা গতর খাটা শ্রমিক তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যখন তারা পাশাপাশি দাঁড়ায়, কোনো রেস্টুরেন্টে বসে বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যায়, সকলেই সমান মর্যাদা পায় এবং সকলেই সকলের দিকে সমান মর্যাদার দৃষ্টিতে তাকায়। আচরণে তো বৈষম্য প্রকাশ করেই না, মনে মনেও নরওয়েজিয়ানরা নিজেকে কখনো পাশের জনের চেয়ে উন্নত কেউ ভাবে না। দীর্ঘদিনের চর্চা এবং এই প্রথাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার মানষিকতা থেকেই তারা এই জায়গাটিতে পৌঁছাতে পেরেছে।

নরওয়ের মানুষেরা নিজেদের ব্যক্তিগত সাফল্যের কথা কখনো প্রচার করে না, কারণ এতে করে তার মধ্যে অহঙ্কার তৈরি হতে পারে, শুধু তাই না, তিনি যে নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা ভাবছেন এটা সবাই মনে করতে পারে, যা তার জন্য ভীষণ অপমানজনক। ইয়ান্তেলোভেনের প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে, শুধু নরওয়ে নয়, সুইডেন এবং ডেনমার্কেও এখন ইয়ান্তেলোভেনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যখন ১৯৯৯ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় বেড়াতে যাই, তখন ওদেরকে বলতে শুনেছি, ইউরোপে উন্নয়নের ঢেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ উত্তর ইউরোপের দেশগুলো, যেমন নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এইসব অঞ্চল থেকে দক্ষিণের ইতালি, গ্রিস অব্দি উন্নয়নের ঢেউ প্রবাহিত হয়। শুধু উন্নয়ন নয় আমি মনে করি সভ্যতার ঢেউও উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হয়। ইয়ান্তেলোভেনের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ, মানবিক একটি প্রথা বা সামাজিক আইন উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অব্দি ছড়িয়ে পড়লে পৃথিবীর সভ্যতা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। জুলাই প্রসঙ্গে আমি কেন ইয়ান্তেলোভেনকে টেনে আনলাম। কারণ, জুলাইয়েও ইয়ান্তেলোভেনের মত কিছু সামাজিক কোড তৈরি হয়েছে। আমাদের মধ্যে একজন এক্সেল সেন্ডেমোজে নেই বলে সেই আকাঙ্খাগুলো নিয়ে কোনো মহৎ উপন্যাস এখনো রচিত হয়নি, তবে হবে না যে তা বলা যায় না। হয়ত খুব শিগগিরই তা হবে। উপন্যাস রচিত না হলেও ২০২৪ এর বর্ষা বিপ্লবের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ছাত্রদের উপর্যুপরি অনুরোধে যিনি ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের হাল ধরেন সেই ড. ইউনূস জুলাইয়ের আকাঙ্খাকে একটি গ্রন্থে ধরে ফেলেছেন দায়িত্ব গ্রহণের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। উত্তাল জুলাইয়ে সারা দেশের পথে, দেয়ালে লিখিত ছাত্র-জনতার আকাঙ্খার প্রতিফলন, গ্রাফিতিগুলোর ছবি তুলে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন। জুলাইয়ের রাজপথে উচ্চারিত ছাত্র-জনতার স্লোগানগুলো, গ্রাফিতিগুলো, ছাত্র-জনতার সংলাপগুলো বিশ্লেষণ করলেই আমরা জুলাইয়ের আকাঙ্খা পেয়ে যাই। সেগুলোই আসলে আমাদের জুলাইয়ের ইয়ান্তেলোভেন।

মানুষের সম্মিলিত আকাঙ্খার তালিকা থেকেই আমরা তৈরি করতে পারি জুলাইয়ের ইয়ান্তেলোভেন। সেগুলো হচ্ছে: ১. তুমি যত উঁচু পদেই থাকো অন্যকে ছোটো করে কথা বলতে পারবে না ২. পেশা, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, পোশাক ইত্যাদির কারণে কোনো মানুষকে তুমি তোমার চেয়ে ছোটো ভাবতে পারবে না ৩. তুমি যত উঁচু পদেই থাকো না কেন অন্যায় করলে তুমি অপমানিত হবে ৪. অপরাধীর কোনো ক্ষমা নেই সে যেই হোক তাকে শাস্তি পেতে হবে ৫. দল, জাত, ধর্ম, বয়স, সম্পর্ক নয়, মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে মেধা ও যোগ্যতা ৬. তুমি যত শক্তিশালীই হও না কেন অন্যের ওপর জুলুম করতে পারবে না, যদি করো তোমাকে শাস্তি পেতে হবে ৭. রাষ্ট্রের বা রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ আসন কোনো বিশেষ পরিবারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে না, সবচেয়ে যোগ্য মানুষই সেই পদ গ্রহণ করবে ৮. যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে তারা অন্যায় করলে বিনা বাঁধায় মানুষ প্রতিবাদ করবে। প্রতিবাদকারীদের দমন করার জন্য রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ৯. এমন একটি ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে মজলুম সম্মানিত হবে জুলুমকারী অপমানিত হবে ১০. অন্যায়কারী যত শক্তিশালীই হোক মানুষ নির্দ্বিধায় তার চোখে চোখ রেখে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে পারবে।

জুলাই সনদ এই আকাঙ্খাগুলো পুরোপুরি ধারণ করে না। সেজন্য দরকার একটি নতুন সংবিধান এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তারপরেও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই অর্ধশতাব্দী ধরে রচিত হাসিনা-ব্যবস্থা থেকে বের হওয়ার শুভ সূচনাটা করতে হবে। যে দশটি আকাঙ্খার কথা এই রচনায় উল্লেখ করেছি এর বাইরেও আরো অনেক কিছু আছে, একটি চলমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমাদের এইসব অর্জন করতে হবে। ২০২৪ এর জুলাইয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র, ভ্রমণটা অনেক দীর্ঘ হবে, আমাদের ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সাথে বহুদূর হেঁটে যাবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২৪ জুলাই ২০২৬।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
IRS e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

নিউইয়র্কে সরকারি চাকরির সুযোগ

(শেষ পাতার পর)

নিতে চান, তাদের জন্য নিউইয়র্ক সিটিতে পরীক্ষার ফি মওকুফের সুবিধা চালু হয়েছে। পাশাপাশি নিউইয়র্ক স্টেটের একটি বিশেষ নিয়োগ কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট কিছু পদে কোনো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ছাড়াই চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। ফলে নতুন চাক-রিপ্রার্থী এবং ক্যারিয়ার পরিবর্তন করতে চাওয়া প্রবাসীদের জন্য সরকারি চাকরির পথ আগের তুলনায় কিছুটা সহজ হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির সিটি প্রশাসনের প্রশাসনিক সেবা বিভাগ জানিয়েছে, ২০২৫ সালের একটি নতুন স্থানীয় আইনের আওতায় ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে প্রথমবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আবেদনকারী এবং নিউইয়র্ক সিটির হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফি মওকুফের সুবিধা পাচ্ছেন। অর্থাৎ যোগ্য আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য আর ফি দিতে হচ্ছে না। তবে পরীক্ষার ফি মওকুফ হওয়ার অর্থ এই নয় যে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে হবে না। নিউইয়র্ক সিটির অধিকাংশ সিভিল সার্ভিস পদে এখনো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট পদে পরীক্ষা বাধ্যতামূলক কি না, তা দেখে নেওয়া জরুরি। নিউইয়র্ক স্টেটের সবচেয়ে বড় সুযোগগুলোর একটি হলো এনওয়াই হেল্পস বা নিউইয়র্ক হায়ারিং ফর ইমার্জেন্সি লিমিটেড প্লেসমেন্ট স্টেটওয়াইড কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট কিছু পদে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে পরীক্ষার প্রয়োজন না থাকলেও আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ করতে হবে। ২০২৬ সালে এই কর্মসূচির আওতায় প্রশাসনিক সহকারী, অফিস সহকারী, মোটর ভেহিকল প্রতিনিধি এবং এ ধরনের বিভিন্ন পদে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, নিউইয়র্ক স্টেটের একটি প্রশাসনিক সহকারী পদে বছরে ৪০ হাজার ৩৯১ ডলার থেকে ৫৮ হাজার ৪৪৭ ডলার পর্যন্ত বেতনের সুযোগ রাখা হয়ে‡ছ। পদটি বিশেষ নিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে পরীক্ষাবিহীন নিয়োগের জন্য উন্মুক্ত ছিল। নিউইয়র্ক সিটির সরকারি চাকরির তালিকায় স্কুল নিরাপত্তা এজেন্ট এবং ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্টের মতো পদও রয়েছে। ২০২৬ সালের তালিকা অনুযায়ী, স্কুল নিরাপত্তা এজেন্ট এবং ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট পদের পরীক্ষার জন্য ১ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হচ্ছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী স্কুল নিরাপত্তা এজেন্ট পদের পরীক্ষা ২০ অক্টোবর এবং ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট পদের পরীক্ষা ২২ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট পদে বর্তমানে দ্বিতীয় ধাপের জন্য ন্যূনতম বেতন বছরে ৪৮ হাজার ৭১৯ ডলার। এই চাকরিতে ট্রাফিক ও পার্কিং আইন কার্যকর করা, লঙ্ঘনের নোটিশ দেওয়া এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক শুনানি বা আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো দায়িত্ব থাকে। চাকরিটিতে দীর্ঘ সময় বাইরে কাজ করতে হতে পারে এবং বিভিন্ন শিফটে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন হয়। নিউইয়র্ক সিটির স্যানিটেশন কর্মীর চাকরিও দীর্ঘদিন ধরে চাকরিপ্রার্থীদের কাছে জনপ্রিয়। তবে এটিকে পরীক্ষা ছাড়াই সহজে পাওয়া যায় এমন চাকরি বলা ঠিক হবে না। এই পদে প্রথমে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করা হয়। এরপর শারীরিক সক্ষমতা যাচাই, মেডিকেল পরীক্ষা, ব্যাক-গ্রাউন্ড চেকসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পার হতে হয়। স্যানিটেশন কর্মীর প্রাথমিক বার্ষিক বেতন ৪৭ হাজার ৭৫২ ডলার। পাঁচ বছর ছয় মাস চাকরি করার পর বেতন ৯৫ হাজার ৩১৬ ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, পেনশন এবং অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে। তবে এই চাকরির জন্য হাই স্কুল ডিপ্লোমা বা জিইডির পাশাপাশি নিউইয়র্ক স্টেটের ক্লাস এ বা বি বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নির্দিষ্ট অনুমোদন ও লাইসেন্সের শর্ত পূরণ করতে হয়।

মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটির বা এমটিএর ট্রানজিট ক্লিনার পদও তুলনামূলক কম শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। এমটিএর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এই পদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আবেদনকারীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাই, বৈধভাবে কাজের অনুমতি যাচাই, মাদক পরীক্ষা এবং মেডিকেল পরীক্ষাসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পার হতে হয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগের মেইল ক্যারিয়ারসহ বিভিন্ন পদও নিউইয়র্কে বসবাসকারীদের জন্য সম্ভাব্য সরকারি চাকরির সুযোগ তৈরি করে। এটি সিটি বা স্টেটের চাকরি নয়, ফেডারেল সরকারের চাকরি। সাধারণভাবে আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হয়। পাশাপাশি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, মাদক পরীক্ষা ও †মডিকেল যাচাইয়ের মতো নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপ রয়েছে। কিছু পদের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অতিরিক্ত যোগ্যতাও প্রয়োজন হতে পারে। তবে ২০২৬ সালে নিউইয়র্কে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সবার জন্য একটি পদকে সবচেয়ে সহজ বলা যাবে না। চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স, শারীরিক সক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলের ওপর। যারা নিউইয়র্কে নতুন করে সরকারি চাকরির চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য প্রথমেই নিউইয়র্ক স্টেটের পরীক্ষাবিহীন নিয়োগের পদগুলো খুঁজে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে নিউইয়র্ক সিটির নতুন পরীক্ষার ফি মওকুফের সুবিধাও কাজে লাগানো যেতে পারে।

দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ জাতিকে মহান করে

(৪ পাতার পর)

বিদ্যার পরিবর্তে যুগোপযোগী ও নীতিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা কারিকুলামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে সক্ষম এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। শুধু জিপিএ বা ভালো ফলের পেছনে না ছুটে প্রাথমিক স্তর থেকেই সততা, সহনশীলতা ও মূল্যবোধের বিষয়গুলোকে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মহান ব্যক্তিদের জীবনী ও নীতিগল্পগুলো শিক্ষার্থীদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবার হচ্ছে একটি শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একটি শিশু তার পরিবার থেকেই নৈতিকতা, সততা ও আদর্শবাদিতার শিক্ষা লাভ করে থাকে। কাজেই পরিবারের মধ্যে নীতি ও আদর্শের চর্চা থাকতে হবে। শিক্ষক হচ্ছেন শিশুদের জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ। তারা শিক্ষকদের অনুসরণ করতে চায়। কাজেই শিক্ষককে সর্ব অবস্থায় নীতি-নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারও প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যাবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে শুধু একাডেমিক ফলাফল নয়, আচরণ ও নৈতিক গুণাবলিকেও মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি অশিক্ষিত ও বর্বর জাতি কখনোই বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে টিকে থাকতে পারে না। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করে, যা তাকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে গড়ে তোলে। অনেকেই বলেন, বর্তমান যুগ হচ্ছে অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগ। মনে রাখতে হবে, অস্ত্র তৈরি এবং এর সঠিক ব্যবহারের জন্যও আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া কোনো জাতি অস্ত্র প্রতিযোগিতাই হোক, আর জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেই হোক, সফল হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি জাতিও দেখানো যাবে না, যারা জ্ঞানার্জনকে অবহেলা করে বিশ্বদরবারের মর্যাদার আসনে আসীন হতে পেরেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রম মোটেও যুগের চাহিদা পূরণের উপযোগী নয়। আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার জন্য উচ্চপর্যায়ের একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষা খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সমাজ সচেতনতা ও দেশাত্মবোধের অভাব আজ আমাদের সমাজজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। তাই ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ-আপদ যতই আসুক না কেন, দেশাত্মবোধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। এতেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের দেশপ্রেম। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে জাতীয় স্বার্থকে। তাহলেই বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। আর এজন্য আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা কর্মদক্ষ আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক। আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত দেশপ্রেমিক একজন নাগরিক কখনোই নিজেকে কোনো অন্যায় বা অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। আদর্শ জাতি গঠনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষা সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র শিক্ষাই পারে নীতিনিষ্ঠ আদর্শবান জাতি গঠন করতে।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : প্রফেসর ইমেরিটাস; সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক রাষ্ট্রদূত।

সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কিছু বিষয়

(৯ পাতার পর)

সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখা উচিত। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শুত্রুতা সৃষ্টির জন্য এগুলোই মূল কারণ। এ সব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এবং সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,“ হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করো না। এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকোন না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহের কাজে প্রসিদ্ধ লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।”(সূরা হুজরাত:১৯)

বিদ্রুপ করা অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহেরা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তরভুক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ না বানায়। কারণ এ ধরণের হাসি-তামাসা ও ঠাট্রা-বিদ্রুপের পেছনে নিশ্চিতভাবে অন্যকে ছোট করা, অপমানিত ও হেয় করে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের মনেবৃত্তি কার্যকর। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

নামের বিকৃতি: ইসলামী নামের মাধ্যমে ব্যক্তি সামান্য হলেও ইসলামের চেতনা ফিরে পায়। এ জন্য ইসলামী নাম রাখার প্রতি ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই পবিত্র নামগুলোর বিকৃতি আমাদের এ অঞ্চলে এত বেশী করা হয়, যা অন্য কোন অঞ্চলে তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না। রহিম্যা, করিম্যা, রহমান্যা, কুদ্দুচ্ছা ও রফিক্যা এবং আহাম্মদ, আহমেদ বা আহম্মদ এগুলো পবিত্র নামের বিকৃতি। যা আমাদের ঈমান ও আমলের পরিপন্থী। তাই মু'মিন ও মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

আহমাদ বা আহমদ হলো, আল্লাহর রাসুল স:-এর শুদ্ধ নাম। এ নামটি বিকৃত করে আহাম্মদ, আহমেদ বা আহম্মদ ইত্যাদি নামে ডাকা অত্যন্ত গোনাহের কাজ। রহিম, করিম, রহমান ও কুদ্দুস শব্দগুলো আল্লাহর গুনবাচক নামগুলোর অন্যতম। এই নামগুলো বিকৃত করে রহিম্যা, করিম্যা, রহমান্যা, কুদ্দুচ্ছা নামে ডাকা আরো মারাত্মক গোনাহ। আল কুরআনের পরিভাষায় এ ধরণের বিকৃতি সুস্পষ্ট জুলুম।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়ন

(৮ পাতার পর)

প্রদর্শনের এখতিয়ারের অপপ্রয়োগ হয়েছে। সেটিকে এখন আইনের মাধ্যমে কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে। বিশেষত ভুক্তভোগীর মতামতের শর্তের কথা বলে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থার শর্ত প্রয়োগ করা হয়েছে।

এসব প্রস্তাবের তাৎপর্য গভীর। রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী বানানো নয়, বরং রাষ্ট্রপতিকে এমন একটি সাংবিধানিক ভারসাম্যের কেন্দ্র করা প্রয়োজন, যিনি সরকারের বাইরে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করবেন; রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা, সাংবিধানিক ভারসাম্য ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ও রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। এটাই হওয়া উচিত জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের সাংবিধানিক দর্শন। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, প্রধানমন্ত্রীর হাতে যখন দল, সরকার, সংসদ, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অতিরিক্ত প্রভাব একসঙ্গে জমা হয়, তখন ক্ষমতার ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, তখন সংসদ সরকারের নিয়ন্ত্রক না হয়ে সরকারের অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রশাসন রাজনৈতিক নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনতা হারায় এবং বিরোধী মত ক্রমেই সংকুচিত হয়।

শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের অভিজ্ঞতা এই প্রশ্নটি আরো তীব্র করে তুলেছে। তার শাসনে ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রভাবের অধীন করা এবং ব্যাপক দুর্নীতির কারবার হয়েছে। এসব বিষয় অস্বীকার করা অসম্ভবড়দীর্ঘমেয়াদি একক রাজনৈতিক আধিপত্য বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর গভীর চাপ সৃষ্টি করেছিল। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান সেই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে জনগণের বিস্ফোরিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিস্ফোরিত হয়েছে।

তাই আজকের বাংলাদেশে শুধু সরকার পরিবর্তন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তন।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার রাষ্ট্র পুনর্গঠন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠান সংস্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু এখানে একটি মৌলিক সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন। লর্ড অ্যাক্টনের বহুল উদ্ধৃত সতর্কবাণীড়'চড়বিৎ ঃবহফং ঃড় পড়ৎৎঁঢ়ঃ ধহফ ধনংড়ষঁঃব ঢ়ড়বিৎ পড়ৎৎঁঢ়ঃং ধনংড়ষঁঃবষু'ড়মানবসভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কঠিন সত্যকে ধারণ করে। ক্ষমতা মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করে; কিন্তু ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ে। ব্যক্তি যত ভালোই হোন, প্রতিষ্ঠান যদি তাকে সীমাহীন ক্ষমতা দেয়, একসময় ক্ষমতা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে।

এ কারণে বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, তাদের জন্যও ক্ষমতার ভারসাম্য অপরিহার্য। আজ যারা ক্ষমতায় আছেন তারা যদি ভাবেন, 'আমরা অতীতের মতো নই, তাই আমাদের হাতে বেশি ক্ষমতা থাকলেও সমস্যা হবে না,' তবে সেটি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা অস্বীকার করা। রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে পারে না। রাষ্ট্রকে এমনভাবে সাজাতে হয়, যাতে সৎ সরকারও নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং অসৎ সরকারও সীমাবদ্ধ থাকে।

একটি যৌক্তিক প্রস্তাব হলো, রাষ্ট্রপতি যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, তাই প্রতিরক্ষা ও তিন বাহিনী-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির অধীনে আরো সুস্পষ্টভাবে ন্যস্ত করা যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নতুনভাবে ভাবা যায়। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর হিসেবে একটি মর্যাদাপূর্ণ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করেন। অথচ রাষ্ট্রপতির এই সাংবিধানিক অবস্থানকে ব্যবহার করে উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জবাবদিহিতা, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-প্রশাসনের নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা তৈরি করা যেতে পারে।

জুলাই সনদের মূল দর্শনের সঙ্গে এসব প্রস্তাবের মিল রয়েছে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানোর অর্থ প্রধানমন্ত্রীকে দুর্বল করা নয়; বরং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে একটি সুস্থ বি-ভাজন তৈরি করা। প্রধানমন্ত্রী থাকবেন সরকারের রাজনৈতিক নির্বাহী প্রধান; রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ভারসাম্যের রক্ষক। একটি পক্ষ নীতি বাস্তবায়ন করবে; অন্য পক্ষ নিশ্চিত করবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কোনো দল বা ব্যক্তির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে না যায়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা দলের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন, যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করবেন না, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন না; বরং সংবিধান দুজনকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে প্রয়োজনীয় স্বাধীন ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকবে প্রয়োজনীয় নির্বাহী ক্ষমতা, সংসদ থাকবে কার্যকর নিয়ন্ত্রণে, বিচার বিভাগ থাকবে স্বাধীন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো থাকবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত।

জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্যিই হয় একটি নতুন বাংলাদেশ, তাহলে সেই নতুন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না। তাকে হতে হবে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অভিভাবক, ক্ষমতার ভারসাম্যের রক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতার প্রহরী। বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এবার ব্যক্তিনির্ভরতা থেকে প্রতিষ্ঠাননির্ভরতায় যেতে হবে। কারণ ইতিহাসের শিক্ষা একেবারেই পরিষ্কারড়ভালো মানুষ দিয়ে ভালো রাষ্ট্র তৈরি করা যায়; কিন্তু ভালো প্রতিষ্ঠান ছাড়া ভালো রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা যায় না।

নিউইয়র্কে স্কুল খুলছে ১০ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

স্কুলের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিম্নআয়ের পরিবারের শিশুদের মধ্যে 'ব্যাক টু স্কুল' প্যাক বিতরণ করছে। এতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা পাচ্ছে অনেক পরিবার।

যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেলেও নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীদের আরও প্রায় তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দেশের ২০টি বৃহত্তম স্কুল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিই একমাত্র, যেখানে সেপ্টেম্বর মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে।হিউস্টন ও লাস ভেগাসে ১০ আগস্ট, লস অ্যাঞ্জেলেসে ১২ আগস্ট এবং মিয়ামিতে ১৩ আগস্ট শিক্ষার্থীরা স্কুলে ফিরেছে। সোমবার ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো ও ডেনভারের শিক্ষার্থীরাও নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করেছে।

পাঁচ বছরে দেশে ৭৭ হাজার আত্মহত্যা

(প্রথম পাতার পর)

নথি অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আত্মহত্যা করেছেন ৭৬ হাজার ৩৬১ জন। অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করছেন। এ সংখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের অনুমিত হিসাবের তিন গুণের বেশি। আত্মহত্যার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি তরুণদের মধ্যে। পারিবারিক ও সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, মানসিক চাপ, বিষণ্নতা, বেকারত্ব, পড়াশোনা, পরীক্ষার চাপসহ বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত বিষয় এ ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আত্মহত্যা প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও কীটনাশকের মতো প্রাণঘাতী উপকরণের সহজলভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। রোববার রাজধানীর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) আত্মহত্যা প্রতিরোধবিষয়ক এক সভায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আত্মহত্যা প্রতিরোধবিষয়ক প্রকল্প ‘লাইভ লাইফ: সুই-সাইড প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ’এর আওতায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আইসিডিডিআরবি যৌথভাবে সভাটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, মনোরোগবিশেষজ্ঞ, গবেষক, পুলিশ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় আত্মহত্যার চেষ্টাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার বিধান বাতিল বা সংস্কারেরও সুপারিশ করা হয়। বক্তাদের অনেকে বলেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করা ব্যক্তি সাধারণত গভীর সংকটের মধ্যে থাকেন। তাঁর শাস্তি নয়, প্রয়োজন চিকিৎসা, সহ-ায়তা ও সহানুভূতি।

সমস্যা বড় গভীর : অনুষ্ঠানের প্রথম উপস্থাপনায় আই-সিডিডিআরবির মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ সোহেল শমীক সমস্যার ব্যাপকতা তুলে ধরে বলেন, আত্মহত্যা বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমিত সংখ্যার চেয়ে বাংলাদেশ পুলিশের নথিভুক্ত ঘটনা অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ (২০২১ সাল) অনুমিত হিসাবে দেশে বছরে ৪ হাজার ৭১৪ জন আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে পুলিশের রেকর্ড বলছে, বছরে ১৪ থেকে ১৫ হাজার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ২০২৬-২০৩০ (খসড়া) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয়। এতে ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দেশে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, আত্মহত্যা সবচেয়ে কম ২০২৪ সালে, ১৩ হাজার ৯৭৫টি। সবচেয়ে বেশি ছিল ২০২২ সালে, ১৬ হাজার ৮৮৬টি। আর ২০২১ সালে ছিল ১৫ হাজার ৭৭৪টি, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সংখ্যার চেয়ে তিন গুণের বেশি। আত্মহত্যার এসব ঘটনা সংশ্লিষ্ট থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে নথিভুক্ত হয় এবং মামলা হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, আত্মহত্যার ঘটনা বেশি যশোর জেলায়। এ জেলায় ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে ১ হাজার ৪৫৪টি। যশোরের পর অন্য যে ৯টি জেলায় আত্মহত্যা বেশি হয় সেই তালিকায় আছে ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ ও নওগাঁ।

মোহাম্মদ সোহেল শমীকসহ অনুষ্ঠানের একাধিক অংশগ্রহণকারী বলেন, আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টার সব ঘটনা প্রকাশ পায় না, নথিভুক্তও হয় না। আবার হত্যাকে আত্মহত্যা বলার নজিরও আছে। দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী, আত্মহত্যার চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর সর্বোচ্চ সাজা এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। আত্মহত্যায় মৃত্যু হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৪ ধারা অনুযায়ী, পুলিশ অপমৃত্যুর তদন্ত করে। আর কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা সহায়তার প্রমাণ পাওয়া গেলে দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় উপস্থাপক আই-সিডিডিআরবির মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগী বিজ্ঞানী আনীকা তাসনিম হোসেন বলেন, আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা কম প্রকাশ পাওয়ার কারণ ভয় বা স্টিগমা। তিনি বলেন, ‘আত্মহত্যা বললে আইনি ঝামেলা পোহাতে হয়। তাই কেউ পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলে বলা হয় পানিতে ডুবে মরা গেছে।’ আনীকা তাসনিম হোসেন বলেন, আত্মহত্যা ও আত্মহত্যাচেষ্টার তথ্যের জন্য তিনটি উৎসের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। এগুলো হলো হাসপাতাল ও ক্লিনিক, থানা এবং কমিউনিটি। তিনি বলেন, কমিউনিটির মানুষই এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন। এলাকার শিক্ষক, ইমাম, গ্রাম পুলিশ, ওষুধের দোকানি, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাড়তাঁরা তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারেন। এই তিনটি উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের সমন্বয় করলে সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। আইসিডিডিআরবির এই বিজ্ঞানী জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকল্পের আওতায় দেশের চারটি উপজেলায় এ বিষয়ে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলাগুলো হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলা, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা, যশোরের অভয়নগর উপজেলা এবং ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা।

শাস্তির বদলে সহানুভূতি : অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (উন্নয়ন ও গবেষণা) অধ্যাপক ফোয়ারা তাসমিম বলেন, ‘আত্মহত্যার চেষ্টাকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। বাদ যদি নাও দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আইন সংস্কার করতে হবে।’ আত্মহত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই। অনুষ্ঠানে বলা হয়, আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনে শাস্তির বিধান আছে। এই আইন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটেনে আইনটি বাতিল হয়েছে, কিন্তু এ দেশে রয়ে গেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আইনটি নেই। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন মনোরোগবিশেষজ্ঞ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ বলেছেন, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টার ঝুঁকি বাড়ায়। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে অপরাধ বিবেচনা করা ঠিক নয়। আত্মহত্যার চেষ্টা করে যাঁরা ব্যর্থ হন তাঁদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি না দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত, তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। শাস্তির বিধান কিছুটা রাখার পক্ষে মত দেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের দুজন চিকিৎসক। তাঁরা বলেন, ব্ল্যাকমেল করার জন্য বা কাউকে চাপে ফেলার জন্য আত্মহত্যার হুমকির বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার। পুলিশের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (ক্রাইম মেট্রো) মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, আইনটি থাকার কারণে অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। তিনি দাবি করেন, সরকারি কর্মকর্তাকর্মচারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা কম হওয়ার একটি কারণ এই আইনের উপস্থিতি। সরকারি কর্মকর্তাকর্মচারীরা জানেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করলে এক বছরের জেল হবে, এতে তাঁর চাকরিজীবনের বড় ক্ষতি হবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ১৭১টি দেশে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যার চেষ্টাকে অপরাধ বিবেচনা করলে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। অপরাধ বিবেচনা থেকে সরে আসায় শ্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুরে আত্মহত্যা কমেছে।

কীটনাশক থেকে সাবধান : দেশে আত্মহত্যার একটি বড় মাধ্যম কীটনাশক, বালাইনাশক বা আগাছানাশক। এর অধিকাংশ ব্যবহার করা হয় কৃষিকাজে। কিন্তু এর ব্যবহারে বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, নজরদারি নেই। এসব সহজে কিনতে পাওয়া যায়। জমিতে ব্যবহারের পর মানুষ তা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দেয়, যা মানসিক চাপে থাকা মানুষের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। অনুষ্ঠানে বলা হয়, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়ায় কিছু কীটনাশক ও আগাছানাশক নিষিদ্ধ করে আত্মহত্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। আইসিডিডিআর-বির মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ সোহেল শমীক বলেন, ভারতের কিছু অঞ্চলে কৃষক সরাসরি কীটনাশক হাতে পান না। সমবায়ের ভিত্তিতে কীটনাশক সংগ্রহ ও ব্যবহার হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি থাকে কীটনাশক ব্যবহারের ওপর। এতে কৃষকদের মধ্যে আত্মহত্যা কমেছে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন আইসিডিডিআরবির মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের সিনিয়র ডিরেক্টর মো. আনিসুর রহমান। এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার হাসিনা মমতাজ বলেন, তরুণতরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি বেশি দেখা যাচ্ছে। তাঁদের ঝুঁকিটা বুঝতে হবে। এসব ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা অপরিহার্য। সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সাফিউন নাহার বলেন, নীতি সংস্কার প্রয়োজন, কাজটি কঠিন; কিন্তু কী-টনাশক নিয়ন্ত্রণ করা তো সম্ভব। দেখতে হবে সবার হাতে যেন কীটনাশক না পৌঁছায়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশে ১০ শতাংশ মানুষের হাতে ৯০ শতাংশের বেশি সম্পদ

(প্রথম পাতার পর)

অনুযায়ী, শীর্ষ ১০ শতাংশের আয় সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশ মানুষের সামষ্টিক আয়ের ৩ দশমিক ১৮ গুণ বেশি। গত চার দশকে দেশে ক্রমাগতভাবে আয়বৈষম্য পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। কেননা ওপরে থাকা মানুষের আয় যে হারে বেড়েছে, এর চেয়ে অনেক বেশি হারে কমেছে নিচের দিকে থাকা মানুষের আয়। অন্যদিকে দেশে বাড়ছে দারিদ্র্যের হার। ফলে একসময়ের সাফল্যের গল্প এখন মলিন হয়ে যাচ্ছে। চরম দারিদ্র্যঝুঁকিতে মধ্যবিত্ত মানুষরা। এমন প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। পঞ্চবার্ষিক স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্কে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এটি তৈরি করেছে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)। চলতি অর্থবছর থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবছর পর্যন্ত যা বাস্তবায়নের লক্ষ্য। ফ্রেমওয়ার্কে জিইডি বলছে, জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। ফলে জনাকীর্ণ বসতি, অপর্যাপ্ত আবাসন, অপ্রতুল সরকারি পরিষেবা এবং ক্রমবর্ধমান নগরবৈষম্য দেখা দিচ্ছে। অনেক নগরকর্মী সামাজিক সুরক্ষা বা কর্মসংস্থান সুরক্ষা ছাড়াই অনানুষ্ঠানিক ও স্বল্প বেতনের পেশায় নিযুক্ত থাকেন, যা তাদের মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং অর্থনৈতিক মন্দার মুখে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

আরও বলা হয়েছে, ১৯৮৩-৮৪ সালে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় ছিল সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ মানুষের সম্মিলিত আয়ের প্রায় দেড় গুণ। ২০২২ সাল নাগাদ, এই অনুপাত দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৩ দশমিক ১৮-এ পৌঁছেছিল, যা ছিল এর সর্বোচ্চ পর্যায়।

এ সময়ে সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশ মানুষের আয়ের অংশ তীব্রভাবে কমে যায়। অন্যদিকে শীর্ষ ১০ শতাংশের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মোট আয়ের ৪০ শতাংশেরও বেশি হয়েছিল। যদিও রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু এর সুবিধাগুলো অসমভাবে বণ্টিত হওয়ায় সুফল মেলেনি। যার বেশিরভাগ সুবিধা উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীগুলোই ভোগ করেছে। বৈষম্য ক্রমবর্ধমানভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে প্রভাবিত করেছে, যাদের আয়ের অংশ ২০২২ সালে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল। জিইডি বলছে, বৈষম্যের সঙ্গে দরিদ্রতার সম্পর্ক গভীর। বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে, দারিদ্র্য ও বৈষম্য এখনো অন্যতম প্রধান উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক সূচকের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘ সময় ধরে তুলনামূলকভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লাখ লাখ মানুষ মুক্তি পেয়েছে চরম দারিদ্র্য থেকে। এই হার ১৯৯১-৯২ সালের ৪১ দশমিক ১ শতাংশ থেকে কমে ২০২৫ সালে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে গড় আয়ু প্রায় ৫০ বছর থেকে বেড়ে ৭৩ বছর হয়েছে। কমেছে শিশুমৃত্যুও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমানভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, কর্মসংস্থান নিরাপত্তা, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে সম্পর্কিত বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রতিফলিত করে। অনেক পরিবার যারা নামমাত্র দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে, তারাও অর্থনৈতিক ধাক্কা, অসুস্থতা, জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগ বা আকস্মিক আয় কমার কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২২ সালে মাঝারি দারিদ্র্য ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে এবং একই সময়ে চরম দারিদ্র্য ৫ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেমওয়ার্কে জিইডি বলেছে, দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং ঝুঁকির ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি মডেলের অন্তর্ভুক্তিমূলকতা ও স্থায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্য জাতীয় আয় তৈরি করেছে, তবুও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মজুরি বৃদ্ধি, শ্রম উৎপাদনশীলতা, সরকারি ব্যয়ের গুণমান এবং সুযোগের ন্যায়সংগত প্রাপ্তি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে বৈষম্য কমিয়ে দরিদ্রতা নিরসনে নানা উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে ফ্রেমওয়ার্কে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বণ্টনগত প্রভাব উন্নত করা, প্রবৃদ্ধি-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং শ্রমবাজার সংস্কার। এ ছাড়া খাতভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, মূল্যস্ফীতির সঙ্গে জীবন-যাত্রার ব্যয় ব্যবস্থাপনা করতে নিত্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা, লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণ, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীদের জন্য সহায়তা, অল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য অবস্থার মূল্যায়ন, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কাজের মান-মজুরি ও কর্মপরিবেশ উন্নত করা হবে। আরও আছেঃ আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, খাতভিত্তিক রূপান্তরে সহায়তা, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত এবং বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণ।

লোডশেডিংয়ে দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত

(প্রথম পাতার পর)

যে বিদ্যুতে গ্যাসের সরবরাহ অর্ধেকে নেমে এসেছে। বিশেষ করে গত দুই দিন লোডশেডিংয়ে চরম দুর্বিষহ দিন কাটাতে হয়েছে দেশবাসীকে। এক্সিলারেটের টার্মিনাল পুনরায় চালু হলে সাময়িকভাবে সরবরাহ বাড়লেও চাহিদার তুলনায় ঘাটতি রয়ে গেছে বিপুল। শিল্পকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সিএনজি স্টেশন থেকে শুরু করে আবাসিক গ্রাহক প্রায় সব শ্রেণির ভোক্তাই কমবেশি ভুগছে গ্যাসের স্বল্পতা ও নিম্নচাপে। একের পর এক এলএনজি টার্মিনালের কারিগরি সমস্যা, খারাপ আবহাওয়ায় এলএনজি কার্গো খালাসে বিঘ্ন এবং আমদানিনির্ভরতার কারণে সংকট এখন কাঠামোগত রূপ নিচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বলছে, শুধু একটি টার্মিনাল সচল করলেই সংকটের স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। কারণ দেশের দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৩.৮-৩.৯ বিলিয়ন ঘনফুটের কাছাকাছি হলেও স্বাভাবিক সময়েও সরবরাহ তার চেয়ে অনেক কম। আগস্টের মাঝামাঝি সংকটের সবচেয়ে খারাপ সময়ে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ নেমে এসেছিল প্রায় ১,৯৩০-২,২০০ মিলিয়ন ঘনফুটে। বিপরীতে চাহিদা ছিল প্রায় ৩,৮০০-৩,৮৫৪ মিলিয়ন ঘনফুট। অর্থাৎ কোনো কোনো দিনে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৬-১.৯ বিলিয়ন ঘনফুট।

পেট্রোবাংলার সর্বশেষ তথ্য : বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) তথ্যমতে, গত বৃহস্পতিবার দেশে গ্যাসের সরবরাহ ছিল ২ হাজার ১৯৫ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে দেশীয় উৎস থেকে সরবরাহ করা হয় ১ হাজার ৬২৫ এমএমসিএফডি গ্যাস এবং আমদানি করা এলএনজি থেকে সরবরাহ হয় ৫৭০ এমএমসিএফডি পরিমাণ গ্যাস। এরপর গত শুক্রবার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ছিল ২ হাজার ২০১ এমএমসিএফডি গ্যাস। যেখানে দেশীয় উৎস থেকে সরবরাহ করা হয় ১ হাজার ৬২১ এমএমসিএফডিড গ্যাস এবং আমদানিকৃত উৎস থেকে সরবরাহ করা হয় ৫৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস।

একের পর এক বিপর্যয় এলএনজি টার্মিনালে : দেশের বর্তমান গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় মহেশখালীর দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বা এফএসআরইউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি টার্মিনালের সম্মিলিত রিগ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা প্রায় ১ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রতিদিন। স্বাভাবিক অবস্থায় এই দুটি টার্মিনাল জাতীয় গ্রিডে প্রায় ১,০০০-১,১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু জুলাইয়ের শেষ দিকে একটি টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ড ও কারিগরি সমস্যার পর পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হতে থাকে। একপর্যায়ে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সরবরাহ কমে যায়। পরে আংশিকভাবে সরবরাহ ফিরলেও আরেক টার্মিনালও নানা সমস্যায় পড়ায় সংকট দীর্ঘায়িত হয়। ১৩ আগস্ট পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে এলএনজি বহনকারী জাহাজ টার্মিনালে ভিড়তে না পারায় সামিটের

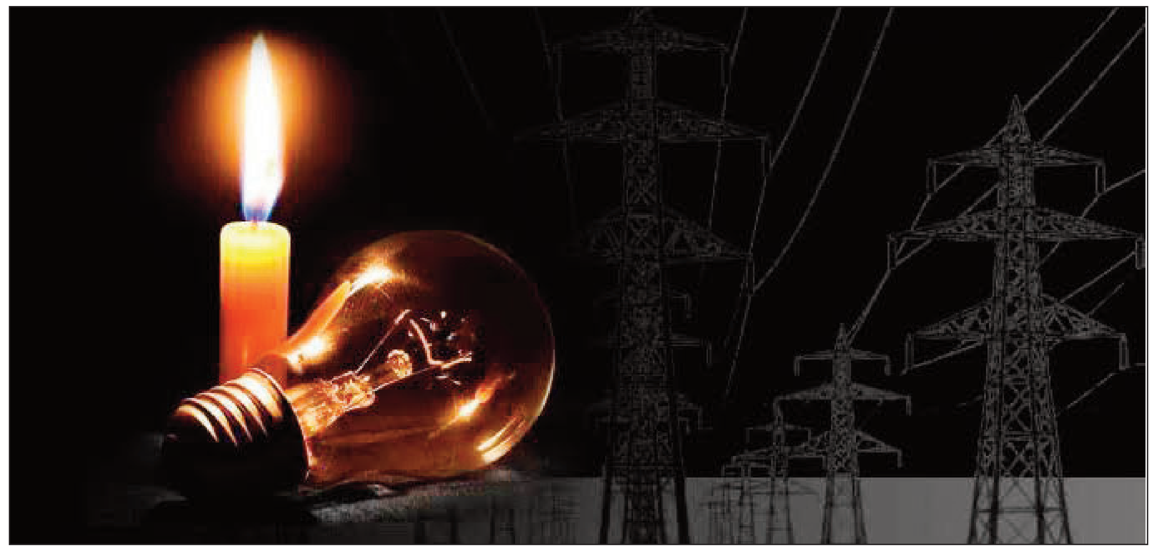

টার্মিনাল সরবরাহ কমাতে কমাতে একপর্যায়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তখন দুটি টার্মিনাল মিলিয়ে জাতীয় গ্রিডে এলএনজি সরবরাহ ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটের নিচে নেমে আসে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। মোট গ্যাস সরবরাহও নেমে যায় প্রায় ১,৯৩০ মিলিয়ন ঘনফুটে। পরিস্থিতি সাময়িকভাবে কিছুটা স্বাভাবিক হয় সামিটের টার্মিনালটি পুনরায় সরবরাহ শুরু করার পর। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় টার্মিনালটি প্রায় ১১০ মিলিয়ন ঘনফুট দিয়ে সরবরাহ শুরু করে এবং ধীরে ধীরে ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট সক্ষমতায় যাওয়ার কথা জানানো হয়। কিন্তু এর মধ্যেই এক্সিলারেটের টার্মিনালে আবার সমস্যা দেখা দেয়। ফলে একটি টার্মিনাল সচল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটির সরবরাহ বন্ধ বা কমে যাওয়ার ঘটনা সংকটের গভীরতাকে আরও স্পষ্ট করে। তিন দিন পর এক্সিলারেট

টার্মিনালের গ্যাস সরবরাহ পুনরায় চালু : কক্সবাজারের মহেশখালীতে এক্সিলারেট এনার্জির ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) বা এলএনজি টার্মিনালটি তিন দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় গ্যাস সরবরাহ শুরু করে। এটিতে রিগ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় দেশের চলমান তীব্র গ্যাস সংকটে কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসে। এলএনজি কার্গোর ঘাটতির কারণে গত তিন দিন এই টার্মিনাল দিয়ে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ ছিল।

পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুর ২টার দিকে এক্সিলারেট টার্মিনাল থেকে পুনরায় গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত দুটি এফএসআরইউ থেকে দেশে মোট এলএনজি সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬৭০ এমএমসিএফডি। অন্যদিকে, জাতীয় গ্রিডে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২,৩০০ এমএমসিএফডিতে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, টার্মিনালটিতে এলএনজি সরবরাহকারী জাহাজ পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে শনিবার জাহাজটি পৌঁছে যাওয়ায় টার্মিনালটি চালু করা সম্ভব হয়েছে। এর আগে, মজুত এলএনজি শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ১৯ আগস্ট থেকে এই টার্মিনালটি থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যা দেশের বিদ্যমান গ্যাস সংকটকে আরও প্রকট করে তোলে।

সাময়িক স্বস্তি, কিন্তু সংকট কাটেনি : এক্সিলারেটের টার্মিনালটি চালু হওয়ায় গ্যাসের সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও চাহিদা প্রায় ৩,৮৫৪ মিলিয়ন ঘনফুট হওয়ায় ঘাটতি তখনো ছিল প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ঘনফুট। অর্থাৎ টার্মিনালগুলো স্বাভাবিকভাবে চললেও দেশে গ্যাসের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এ কারণেই বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন বর্তমান সংকট কি কেবল সাময়িক টার্মিনাল বিপর্যয়ের ফল, নাকি এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সরবরাহ-চাহিদার মৌলিক ভারসাম্যহীনতা?

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ খাত : গ্যাস সংকটের সবচেয়ে বড় ধাক্কা পড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। দেশের গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মোট স্থাপিত সক্ষমতা প্রায় ১২ হাজার ১৫৪ মেগাওয়াট। কিন্তু গ্যাসের অভাবে অনেক কেন্দ্র পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ৪,০০০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছিল। বিদ্যুৎ খাতে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ঘনফুট হলেও সংকটের সময় এই খাত পেয়েছে মাত্র ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুটের মতো। ফলে গ্যাস সংকট সরাসরি বিদ্যুৎ সংকটে রূপ নিয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় দীর্ঘ সময় লোডশেডিং হয়েছে। ১০ আগস্ট জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুতের ঘাটতি ৩,৭০০ মেগাওয়াটের বেশি হয়েছিল। রাজধানীসহ দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। তীব্র গরমে দিশাহারা হয়ে পড়েছে জনজীবন। রাজধানীর মুগদা এলাকার বাসিন্দা আনিসুর রহমান বলেন, বিগত বছরগুলোতে অনেক রকম দুর্ভোগ পোহাইছি। কিন্তু কারেন্টের এই অবস্থা ছিল না। এখন দিনে যে কয় ঘণ্টা কারেন্ট থাকে তার হিসাব ছাইড়া দিছি। কয় ঘণ্টা থাকে না বলতে পারমু ঠিকঠাক। একই অভিযোগ করেন বনশ্রী এলাকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, তীব্র গরমে লোডশেডিংয়ে ছোট বাচ্চাগুলোর এত কষ্ট হচ্ছে।

শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত : গ্যাসের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল খাতগুলোর অন্যতম শিল্প। বিশেষ করে টেক্সটাইল, স্পিনিং, ডাইং, স্টিল, সিরামিক, কাচ, সার ও বিভিন্ন ধরনের ভারী শিল্পে গ্যাসের চাপ কমে গেলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। গ্যাসের চাপ শূন্যের কাছাকাছি নেমে যাওয়ায় অনেক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সংকটের সময় কারখানা সচল রাখতে বিকল্প হিসেবে সিলিন্ডারে সিএনজি সরবরাহের দাবি পর্যন্ত জানিয়েছে। এতে শুধু শিল্প উৎপাদন কমছে না বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়, বাড়ছে সময়মতো পণ্য রপ্তানি করতে না পারার ঝুঁকি। বিজিএমইএর পরিচালক ফয়সাল সামাদ বলেন, গ্যাস সরবরাহ অনিশ্চিত হলে একটি কারখানার জন্য উৎপাদন পরিকল্পনা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

স্বাভাবিক হয়নি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে সরবরাহ : গ্যাস সংকটের আরেকটি দৃশ্যমান প্রভাব দেখা গেছে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে। কম চাপের কারণে অনেক স্টেশন পর্যাপ্ত গ্যাস পায়নি। কোথাও কোথাও দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ির সারি তৈরি হয়েছে। রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় চালকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে গণপরিবহন ও পণ্য পরিবহনে। গ্যাস সংকটে ভোগান্তি কমছে না সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকদের। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস না পাওয়ায় দিনের বড় একটি সময় কেটে যাচ্ছে সিএনজি স্টেশনে। এতে একদিকে যেমন আয় কমছে, অন্যদিকে দৈনিক জমার টাকা পরিশোধ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে চালকদের। শনিবার দুপুরে চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্যাস নিতে একটি সিএনজি স্টেশনে গিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। রাজধানীর মিরপুরের কাজীপাড়া একটি সিএনজি স্টেশনের সামনে অপেক্ষারত চালক সাদিকুল আহমেদ বলেন, একটি গাড়ি নিয়ে দিনে দুইবার গ্যাস নিতে হয়। কিন্তু গ্যাসের চাপ কম থাকায় প্রতিবারই দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। দুই দফায় গ্যাস নিতে গিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা সময় চলে যাচ্ছে। ফলে যাত্রী পরিবহনের জন্য রাস্তায় থাকার সময় কমে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই আয়ও কমে যাচ্ছে। চালকদের অনেকের ক্ষেত্রে প্রতিদিন গাড়ির মালিককে ১২০০ টাকা জমা দিতে হয়। এর বাইরে জ্বালানি খরচ, খাবারসহ অন্যান্য ব্যয় রয়েছে। কিন্তু গ্যাস সংকটের কারণে দীর্ঘ সময় স্টেশনে অপেক্ষা করায় অনেক দিন এই ১২০০ টাকা জমার অর্থই তুলতে পারছেন না তারা। গ্যাস সংকটের সমাধানে দ্রুত সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তারা

আবাসিক গ্রাহকরাও ভুক্তভোগী : শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরবরাহ দিতে গিয়ে আবাসিক গ্রাহকদের অনেক এলাকায় গ্যাসের চাপ কমে যায়। চুলা জ্বলছে না, রান্না করতে দীর্ঘ সময় লাগছে এমন অভিযোগ নতুন নয়। বাসাবাড়িতে গ্যাসের চাপ কমে গেলে সাধারণ মানুষকে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করতে হয়। এতে পরিবারের মাসিক ব্যয় বাড়ে।

মূল সংকট ব্যবস্থাপনায় : বিশেষজ্ঞদের দাবি, বর্তমান সংকটের দিকে তাকালে কয়েকটি দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, প্রথমত, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির গতি প্রয়োজনের তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরতা দ্রুত বেড়েছে। তৃতীয়ত, আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে ঢোকানোর ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত বিকল্প সীমিত। চতুর্থত, শিল্প, বিদ্যুৎ, আবাসিক ও পরিবহন সব খাতের চাহিদা বাড়লেও সরবরাহ বৃদ্ধির সক্ষমতা সেই হারে বাড়েনি। পঞ্চমত, গ্যাস সংকট দেখা দিলে কোন খাতে কতটা সরবরাহ কমানো হবে- এমন অগ্রাধিকারভিত্তিক সংকট ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে। সংকট থেকে বের হওয়ার পথ হিসেবে তিনি বলেন, গ্যাস সংকটের স্থায়ী সমাধানে কয়েকটি পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্থলভাগের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান দ্রুত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কওভার ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। তৃতীয়ত, এলএনজি আমদানির পাশাপাশি সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে একাধিক উৎস ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। চতুর্থত, একটি বা দুটি টার্মিনালের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত রিগ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

বাঙালির স্বাধীনতা অনিবার্যই ছিল

(৫ পাতার পর)

এমন চিন্তাও আমেরিকানদের ছিল।

জিন্নাহ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সব শাসকই কমিউনিস্টদেরকে প্রধান শত্রু বলে মনে করেছেন এবং তাদেরকে দমন করতে তৎপর হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসকদের বেলাতেও দেখা গেছে যে জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বী, কমিউনিস্টরা ছিলেন শত্রু। আইয়ুব খানের আস্থা ছিল উন্নয়নের ওপর। উন্নয়ন যে তিনি ঘটাননি, তা-ও নয়; কিন্তু যতই উন্নয়ন ঘটাচ্ছিলেন ততই বৃদ্ধি ঘটছিল বৈষম্যের। আঞ্চলিক বৈষম্য ও শ্রেণিবৈষম্যড়দুটোই উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বৈষম্য সৃষ্টির একটি উপাদান অবশ্য ছিল সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয়। একটি হিসাব বলছে যে সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭-এ ছিল জাতীয় বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি; ১৯৫০-এ সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১ শতাংশে; ১৯৬১-তে উঠে যায় ৫৮.৭ শতাংশে। আর এই ব্যয়ের মূল ভাগ ঘটে পশ্চিম পাকিস্তানেই। আইয়ুবের শাসনামলেই বিখ্যাত সেই ২২ পরিবার গড়ে ওঠে, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-ইন্স্যুরেন্সেও প্রভাশালী ছিল; এবং যাদের মধ্যে একটি মাত্র পরিবার ছিল বাঙালি, তাও আবার প্রান্তিক অবস্থানেই। বাঙালির স্বাধীনতা তাই অনিবার্যই ছিল।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইরান যুদ্ধ : বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

(৮ পাতার পর)

না দিলেও একটি ভারসাম্যপূর্ণ শান্তি অবস্থান গ্রহণ করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। আমেরিকাসহ পশ্চিমাদের বিপরীতে রাশিয়া ও চীনও এই জোটকে বিরক্ত করতে চাইবে না। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে 'মক্কা চুক্তি'র পরই ইসরাইল ও ভারত দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। ইসরাইল-ভারত তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের দ্বারস্থ হলে আরেকটি কাউন্টার জোট গড়ে উঠতে পারে। এমনটি হলে হয়তোবা যুক্তরাষ্ট্র শাসিত একক মেরুর বিশ্বের অবসান হয়ে যেতে পারে।

'মক্কা চুক্তির' বিস্তার ঘটলে এর প্রভাবে 'ওআইসি' ও 'আরব লিগ' একটি অর্থবহ সংস্থায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'ওআইসি' যদি তার নিজস্ব অরবিটে ফিরে আসে তবে সামরিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক সর্ব ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে একটি বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে যত সহজেই আশাবাদী হওয়া যায় বাস্তবতা অনেক দুরূহ হওয়ার অনেক কারণও আছে।

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি : যুদ্ধ বর্তমানে একটি স্থবির অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আমেরিকা তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এখন 'তেলের দর নিয়ন্ত্রণ' বলে জানাচ্ছে। ইতোমধ্যে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, 'ইরানের সাথে সামরিক টানাপড়েনের মধ্যে পরমাণু প্রযুক্তির বিকাশ ঠেকানোর চেয়ে মার্কিন নাগরিকদের জন্য 'তেলের দাম স্বাভাবিক' রাখাকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র' (দৈনিক নয়া দিগন্ত : ১৬-০৮-২০২৬)। ফলে ইরানকে বাগে আনার জন্য সামরিক আক্রমণাত্মক ভূমিকা থেকে এখন ইরানের ওপর সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য দিকে ইরানও যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা উপলব্ধি করে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের কষ্টের প্রহরটা দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী করার ফাঁদে ফেলে অবরোধ আরোপে নিয়োজিত সামরিক ফ্যাসিলিটিগুলোতে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে মার্কিন জনবল এবং অস্ত্র-গোলাবারুদ ও যন্ত্রপাতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে। এর মধ্যেও হয়তোবা আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু তা 'নিম্ন তীব্রতার সঙ্ঘাত' (লো ইনটেনসিটি কনফ্লিক্ট) নামের যুদ্ধে মোড় নেয়ার শঙ্কা আছে। তবে শান্তি নির্ভর করবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্থির মনস্তত্ত্ব কতটুকু বাস্তবমুখী হয় এবং আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে তার সিদ্ধান্তগুলো কতটুকু নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে তার ওপর। এ ছাড়া পাকিস্তান বা কাতারের দূতিয়ালি, ইসরাইলের প্রতি ভালোবাসা এবং অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচন ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কতটুকু কিভাবে প্রভাবিত করবে, সেটিও চলমান যুদ্ধটির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করবে।

লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

হরমুজ প্রণালিতে ছয় মাসে ২০ নাবিক ও বন্দরকর্মী নিহত

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে ছয় মাস ধরে চলা যুদ্ধে হরমুজ প্রণালি ও আশপাশের জলসীমায় অন্তত ৬৮টি নৌযানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ নাবিক ও বন্দরকর্মী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩৫ জন। একজন এখনো নিখোঁজ। ইরাকি সংবাদমাধ্যম শাফাক নিউজ এ খবর প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে গড়ে প্রতি ২ দশমিক ৬ দিনে একটি করে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার প্রায় অর্ধেকেই ছিল তেলবাহী জাহাজকে ঘিরে।

কনটেইনারবাহী জাহাজ আক্রান্ত হয় ২০ শতাংশ ঘটনায় এবং বাল্ক ক্যারিয়ার ১৫ শতাংশ ঘটনায়। যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস বা ইউকেএমটিও ৬৮টি ঘটনার মধ্যে ৪৭টিকে হামলা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ঘটনাগুলোতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ। এসব দেশের পতাকাবাহী ১৩টি জাহাজ বিভিন্ন ঘটনায় জড়িয়েছে। পানামা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী ১০টি করে জাহাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ইরানের পতাকাবাহী চারটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও অন্যান্য পণ্য পরিবহনের বড় অংশ এই পথ দিয়ে চলাচল করে। ফলে এ অঞ্চলে সামরিক সংঘাত ও নৌ-হামলার ঘটনা আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল ও জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

সূত্র : শাফাক নিউজ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে সামার শিক্ষা সমাপনী

(শেষ পাতার পর)

জামিয়া কুরানিয়া একাডেমী। এছাড়াও খন্ডকালীন ধর্মীয় শিক্ষার জন্য রয়েছে উইকএন্ড এবং সামার ইসলামিক স্কুল। জেএমসিতে এবারের সামারে ছোট শিশুদের দেয়া ধর্মীয় শিক্ষা সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় গত গত ২৩ আগস্ট, রোববার। পুরস্কার বিতরণীতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা। বিপুল সংখ্যক পিতা-মাতার উপস্থিতিতে সকাল ১০ টা থেকে শুরু হাওয়া এ অনুষ্ঠান চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। এসময় সামার ও উইকেন্ড ক্লাসে শীর্ষে থাকা কৃর্তী ছাত্র-ছাত্রীকে দেয়া হয় পুরস্কার। অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সেক্রেটারি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। তাঁকে সহযোগিতা করেন আইমান ও সাজ্জাদ আবদিন। জেএমসি'র কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ, জেএমসি'র পরিচালক ইমাম শামসে আলী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান, সামার স্কুলের চেয়ারম্যান ও মসজিদ কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজহার হক। এসময় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত নাসিদ পরিবেশন ও আলোচনায় অংশ নেন নতুন প্রজন্মের কয়েকজন শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ উপস্থিত পিতা-মাতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। তারা বলেন, স্কুলের নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের সম্যক জ্ঞানদান না করতে পারলে পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধরে রাখা যাবে না। সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অভিভাবকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন বক্তাগণ। তারা বলেন, আমেরিকায় ইসলাম ভীতির যে প্রবণতা চলছে এ থেকে বেড়িয়ে আসতে হলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং প্রতিবেশী সহ সমাজে ইসলামের সত্যিকার যে আদর্শ তার ব্যবহারিক প্রমাণ রাখতে হবে। বক্তাগণ অভিভাবকদেরকে তাদের নিজ নিজ সন্তানকে ধর্মীয় জ্ঞান ও শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সামারের অবকাশকালীন সময়কে কাজে লাগানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী। শুধু সামার নয়, উইকএন্ড এবং ইসলামী স্কুলে সন্তানদেরকে ভর্তি করতেও উৎসাহ দেন বক্তাগণ।

এরপর সামার স্কুলে অংশ নেয়া বিভিন্ন গ্রুপে শীর্ষ শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মসজিদের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জেএমসি'র ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ, ইমাম শামসে আলী, ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, ডা. নাজমুল এইচ খান, সহ সভাপতি আফতাব মান্নান, আজহার হক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান ও শিক্ষকগণ। সামার স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক ৮টি করে মোট ১৬টি ক্লাস ছিল। যেসব শিক্ষকের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা পুরস্কার লাভ করেছে, ওইসব শিক্ষক হচ্ছেন: ফারহান, আয়মান, ওয়ালিউর, মামুন, আতিকা, সাজ্জাদ আবদিন, আবরার, মাহমুদা, নাসরিন, মামুনুর রশীদ, আফরোজা। ইমাম আবু জাফর বেগ নতুন প্রজন্ম ইসলামের দীক্ষায় আলোকিত করতে পিতা-মাতার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উইকেন্ড ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত প্রেরণের অনুরোধ জানান। পরিবেশে মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ এর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

(শেষ পাতার পর)

সাপ্লাই কেনাকাটায়। যারা প্রি-কে থেকে ১২ গ্রেড পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন শিক্ষার্থী নতুন ক্লাসে যাবে ১০ সেপ্টেম্বর। নতুন ক্লাশে যাওয়ার জন্য স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্যণীয়। আর তাই নতুন প্রজন্মদের উৎসাহিত করতে প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেবিএফএস) বিগত বছরের মতো এবারো বিতরণ করেছে স্কুল সাপ্লাই। উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২১ আগস্ট বিকালে জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউস্থ ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে জেবিএফএস'র উদ্যোগে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়স্কুল সাপ্লাই। বাচ্চাদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা করা হয়স্কুল সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করেন স্কুল সাপ্লাই। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিপস, পপকন, সিঙ্গারা, পানির বোতলসহ বিতরণ করা হয় অন্যান্য সামগ্রী। নতুন স্কুল সামগ্রী পেয়ে শিশু-কিশোররা আনন্দে মুখরিত করে তোলে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক। স্কুল সাপ্লাইয়ের মধ্যে ছিল স্কুলব্যাগ, পেন্সিল, খাতা, নোটবুক সহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা। বিকাল ৫টায় বিতরণ করার কথা থাকলেও অভিভাবকদের নিয়ে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা বিকাল ৪টা থেকেই পার্কে উপস্থিত হতে থাকে। তাদের সুন্দর করে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক যেন নতুন কুড়িতে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, নউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে বরাবরই এগিয়ে আছে এই সংগঠন।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সীর পরিচালনায় এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান, উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, সাহাব উদ্দিন সাগর, উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামরুল, জুলকার হায়দার, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শাহ শহীদুল্লাহ, মেম্বার সেক্রেটারি ইসমাইল হোসেন স্বপন, প্রধান সমন্বয়কারী আলম সরকার, যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল আহমেদ, জিল্লুর রহিম, সেবুল মিয়া, সাইফুল ইসলাম রিয়াদ, রিজু মোহাম্মদ, নওশাদ হায়দার, লিটন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, রেজাউল করিম অপু, মহিন উদ্দিন পাটোয়ারী, তামান্না আইরিন, ইফফাত ইয়াসমিন রিমি, শরিফ হোসেন, আব্দুল বাছির। বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিআইপি গহর এস জামিল, অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সবার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে স্কুল সাপ্লাই তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের কর্মকর্তারা *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

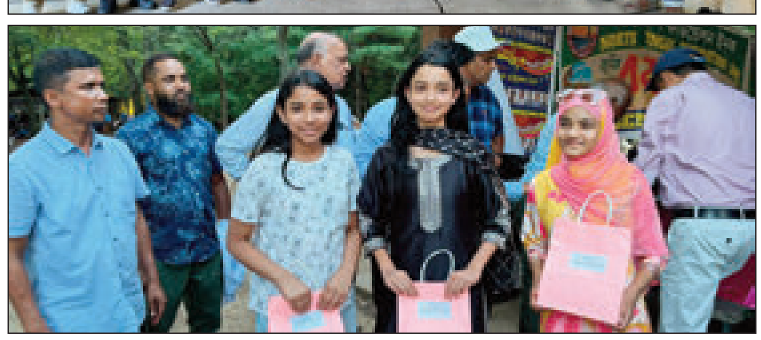

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

জেলার সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ আগষ্ট রোববার দিনব্যাপী নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ সবুজে ঘেরা বেলমন্ট লেক ষ্টেট পার্কে এবারের বনভোজন আয়োজন করা হয়। শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ সহ সর্বস্তরের কয়েকশত উত্তরবঙ্গবাসী আর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপরিবারে এতে অংশ নেয়ায় বনভোজনটি বাংলাদেশীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী আয়োজনে সকালের নাস্তা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বনভোজনের কর্মকান্ড শুরু হয়। এসময় পার্কেই ভাজা গরম গরম পরটা আর ভাজি-সুজি দিয়ে বনভোজনে অংশগ্রহনকারীদের 'ব্রেকফার্স্ট' করানো হয়। এছাড়াও তরমুজ সহ দিনভর ছিলো নানা রকমের অ্যাপিটাইজার খাবার। অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, বিভিন্ন রকম খেল-াধুলা, দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজ, র‌্যাফল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর পুরস্কার বিতরণী।

দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজনের উদ্বোধন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন। এসময় সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান সহ অন্যান্যের মধ্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নাসির আলী খান পল, সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবু তাহের, যুগ্ম আহবায়ক তাসকিনুল হক, সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম, মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

উৎসবমুখর পরিবেশে দিনাজপুর জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনাজপুর জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনভর আনন্দ-উৎসব, খেলাধুলা, আড্ডা, খোশগল্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এ আয়োজন।

গত ২৩ আগস্ট রোববার লং আইল্যান্ডের সবুজ-শ্যামল ও খোলা পরিবেশে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় বনভোজনটি। চমৎকার আবহাওয়ায় নারী, পুরুষ ও শিশুসহ প্রায় ৬৫০ জন এতে অংশ নেন। বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে পুরো পার্ক যেন পরিণত হয়েছিল ছোট্ট এক টুকরো বাংলাদেশে।

বনভোজনের সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ। প্রাণবন্ত ও চমৎকার উপস্থাপনায় তিনি পুরো আয়োজনকে জমিয়ে রাখেন। পিকনিক কমিটির আহ্বায়ক সামিউর রহমান এবং দিনাজপুর জেলা সমিতির সভাপতি জাবেদ চৌধুরী ভূট্টুর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সকালের নাশতায় ছিল গরম পরোটা, রুটি, কিমা, লটপটি, বুন্দিয়া, ডিম, জুস ও চা। রান্না ও খাবার পরিবেশনায় সহযোগিতা করেন আমিনুর ইসলাম, তরিকুল, আতাহার, শাহীন চৌধুরী, বাবুসহ অনেকে।

ক্রীড়া সম্পাদক মো. শফিউল্লাহ শফিকের পরিচালনায় এবং ফতেনূর আলম বাবু, শামীম সরকার ও কিবরিয়ার সহযোগিতায় শিশু-কিশোর, নারী ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ছিল মিউজিক্যাল চেয়ার, চামচ দৌড়, মোরগ লড়াইসহ নানা প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থাও। নামাজ আদায়ের জন্য অনুষ্ঠানে কিছু সময় বিরতি রাখা হয়।

বনভোজনে টি ইসলাম ও রানা পারভেজ উপস্থিত সবার জন্য তরমুজ কেটে পরিবেশন করেন। দুপুরে সাগর রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি ছিল দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী পান-সুপারি ও মিষ্টি জর্দা। বিকেলে চা, ফিরনি ও ঝালমুড়ির সঙ্গে এবারের বিশেষ চমক হিসেবে ছিল গরম গরম জিলাপি। এ পর্বের দায়িত্বে ছিলেন এফ আলম নিউমুন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপুল সরকারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় র ্যাফেল ড্র। এতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল ১ হাজার ডলার মূল্যের বিমান টিকিট। এ ছাড়া সোনার কানের দুল, ল্যাপটপ, আইপ্যাড, ৬৫ ইঞ্চি টেলিভিশনসহ মোট ১৬টি আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল। লটারির টিকিট ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মাসুদ বেগ এবং লাঞ্চের টিকিটের দায়িত্বে ছিলেন রহমতুল্লাহ বাবু।

ডা. নাগিসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গান পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী প্রমি ও তাজসহ অতিথি শিল্পীরা। গান ও বিনোদনমূলক পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বাড়তি আনন্দ যোগ করে।

বনভোজনে সমিতির সম্মানিত উপদেষ্টা, অতিথি, কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন গোলাম কিবরিয়া, রেজাউল করিম বাপ্পী, ডা. মাহিদুল চৌধুরী, ইনসান, লুৎফর রহমান, জুয়েল শেখ, ফারহানা চিশতি, আরিফুর ইসলাম নয়ন, রোজী ম্যাডাম ও শামীমা ইসলাম সুমী।

দিনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬। এতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন ফতেনূর আলম বাবু। খেলাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

বনভোজনের সমাপনী পর্বে সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন। তারা প্রবাসে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দিনাজপুরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সবশেষে পিকনিক কমিটির আহ্বায়ক সামিউর রহমান বনভোজন সফল করতে সহযোগিতাকারী, অতিথি, উপদেষ্টা, কর্মকর্তা, সদস্য ও অংশগ্রহণকারী সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী এ মিলনমেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলসামগ্রী বিতরণ করলো মা ফাউন্ডেশন

(শেষ পাতার পর)

থেকে স্কুলে ফিরছে শিশু-কিশোররা। নতুন বই, নতুন খাতা আর নতুন স্বপ্ন নিয়ে তাদের এই পথচলাকে আরও আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক করতে পাশে দাঁড়িয়েছে সংগঠনটি। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় ব্যতিক্রমী 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচির আয়োজন করে 'মা ফাউন্ডেশন ইউএসএ'। আয়োজিত এ কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে নিউইয়র্কের স্বনামধন্য হোমকেয়ার সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট এইড হোমকেয়ার। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে প্রায় ৫০০টি স্কুলসামগ্রী তুলে দেন মা ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার ও প্রেসিডেন্ট ড. জিসি প্যাট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহজাদী পারভিন সারাহ। বিতরণ করা সামগ্রীর মধ্যে ছিল স্কুলব্যাগ, খাতা, কলম, পেন্সিলসহ প্রায় ১০ ধরনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। নতুন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফেরার প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর মধ্যে ফার্স্ট এইড হোমকেয়ার এবং মা ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ দেওয়ার এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য সহায়ক বলে মনে করেন উপকারভোগী পরিবারগুলো। মা ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. জিসি প্যাট বলেন, স্কুলে ফেরার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ানোও এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে কমিউনিটির শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা রয়েছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহজাদী পারভিন সারাহ বলেন, আমরা আমাদের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করছি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিমাসেই আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে যে কেউ মা ফাউন্ডেশনে অনুদান দিতে পারেন। কর্মসূচিতে জ্যাকসন হাইটস ও আশপাশের এলাকার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অংশ নেন। কুইন্স ও ব্রুকলিনের পাশাপাশি বাফেলোতেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুলব্যাগ, খাতা, কলম, পেন্সিলসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে আইসক্রিমও বিতরণ করা হয় ।নতুন শিক্ষাবর্ষে শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের স্কুলজীবনের নতুন যাত্রাকে আরও আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক করে তুলতেই এ আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান মা ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্টরা।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সাক্ষাৎকার স্থগিত

(প্রথম পাতার পর)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র মঙ্গলবার বলেন, বিশ্বের সব মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভিসা সেবার সাক্ষাৎকারের সময়সূচি সমন্বয় করা হবে। ট্রাম্প ব্যাপক বহিষ্কার অভিযান এবং অভিবাসনবিরোধী কঠোর নীতি অনুসরণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করা এবং রাজনৈতিক মতামত ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইয়েরায়েলের গাজা অভিযানের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভের মতো বিভিন্ন কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা। তার দাবি, এই অভিযান দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। তবে এই অভিযান কিছু আইনি বাধার মুখেও পড়েছে। শুক্রবার একজন মার্কিন বিচারক বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের আবেদনকারীদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করার ট্রাম্প প্রশাসনের একটি নীতি বাতিল করে দেন। বিচারকের মতে, এই নীতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও'র আইনগত কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের ওই সিদ্ধান্তের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ; ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও উরুগুয়েসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলো; বসনিয়া ও আলবেনিয়ার মতো বলকান অঞ্চলের দেশগুলো; এবং আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের বহু দেশের ভিসা আবেদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা তার সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

তবে তারা বলেছে, এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো এমন আবেদনকারীদের শনাক্ত করতে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের সহায়তা করা, যাদের যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভিসা আবেদনকারীদের "সামগ্রিক ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে" মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। ভিসা সাক্ষাৎকারের সময়সূচিতে এই বিরতির খবর প্রথম ফিন্যানশিয়াল টাইমস প্রকাশ করে।

তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে সাক্ষাৎকার নির্ধারিত থাকা অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীরা ইমেইল পেয়েছেন, যেখানে জানানো হয়েছে যে তাদের সাক্ষাৎকার পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং নতুন তারিখ পরে জানানো হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু থেকেই অভিবাসন নীতিতে বেশ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে আসছেন। উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুইজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার ঘটনার পর ট্রাম্প প্রশাসন সব ধরনের আশ্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করে। ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে "তৃতীয় বিশ্বের দেশ" থেকে অভিবাসন "স্থায়ীভাবে স্থগিত" করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান উপ-মুখপাত্র টমি পিগট তখন বলেছিলেন, "স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সম্ভাব্য অভিবাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করবে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং মার্কিন জনগণের উদারতার অপব্যবহার করবে"। ট্রাম্প প্রশাসনের ওই সিদ্ধান্ত গত ২১শে জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী এই অভিযান মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। তাদের মতে, এটি বৈষম্যমূলক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকারের পরিপন্থী।

অধিকারকর্মী সংগঠনগুলোর আরও দাবি, এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্রে একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছে, বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য, যাদের মধ্যে অনেকেই জাতিগত প্রোফাইলিং নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার অঙ্গীকার করলেও, তার প্রশাসন বৈধ অভিবাসনও আরও কঠিন করে তুলেছে। উদাহরণ হিসেবে, নির্দিষ্ট কিছু কর্মভিত্তিক ভিসার আবেদনকারীদের জন্য নতুন ও ব্যয়বহুল ফি আরোপ করা হয়েছে।

একসঙ্গে ২ লাখ আশ্রয়প্রার্থীর ভিসা বাতিলের পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন বা আশ্রয় চাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন, এমন দুই লাখ পর্যন্ত বিদেশির ব্যবসা ও পর্যটন ভিসা বাতিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশটির সরকার। মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।এপি জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি এবং দুই মার্কিন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তারা এই তথ্য পেয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একবারে সবচেয়ে বড় পরিসরে ভিসা বাতিলের ঘটনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ঘোষণা দিতে পারে। এ কাজে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।এই পদক্ষেপের আওতায় ২০১৬ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে দেওয়া বি১ (ই১) ও (ই২) ভিসা থাকতে পারে। এসব ভিসাধারীর মধ্যে যারা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন বা বর্তমানে আশ্রয় চাইছেন, তাদের ভিসা বাতিল করা হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, 'আমরা ডিএইচএসের সঙ্গে সমন্বয় করে এমন বিদেশিদের নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা শনাক্ত ও বাতিল করছি, যারা স্বল্পমেয়াদি দর্শনার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, কিন্তু পরে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য আশ্রয়ের আবেদন করেছেন।' তবে কর্মকর্তারা এপিকে জানিয়েছেন, ভিসা বাতিল হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে না। বরং যাদের আশ্রয়ের আবেদন এখনো নিষ্পত্তি হয়নি, তাদের বেশির ভাগকে অন্য একটি অভিবাসন শ্রেণিতে স্থানান্তর করা হবে। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসা বা পর্যটন ভিসার মর্যাদা থাকবে না, তবে আশ্রয়ের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা অন্য অভিবাসন অবস্থানে থেকে মামলার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারবেন।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ক্রিস্টোফার ল্যান্ডাউ এমন ব্যক্তিদের সমালোচনা করেন, যারা পর্যটন বা ব্যবসার ভিসা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর আশ্রয়ের আবেদন করেন। তিনি লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্বে মানুষ ভুয়া আশ্রয়ের আবেদন নিয়ে বিরক্ত। অভিবাসন আইন এড়িয়ে যাওয়ার পথ হিসেবে আশ্রয়ব্যবস্থা ব্যবহারের কথা নয়।' প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে গত বছর ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসন ভিসা আবেদনকারীদের ওপর একের পর এক কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ইতিহাস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য চাওয়া, ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয়বহুল বন্ড জমা দেওয়ার শর্ত আরোপ এবং নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া।

এদিকে, গত ১৮ মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার ভিসা বাতিল করেছে। এসব ভিসা বাতিলের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যারা মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো, ধর্ষণ ও ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বা এসব অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়া মার্কিন সরকারের নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যসংক্রান্ত মার্কিন নীতির বিরোধিতা করেছেন, এমন কিছু ব্যক্তির ভিসাও বাতিল করা হয়েছে।

এইচ-১বি ভিসা ফি এখন লাখ ডলারের বেশি

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি দক্ষ কর্মীদের জন্য এইচ-১বি ভিসা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের 'অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং' (ওপিটি) কর্মসূচির ওপর নতুন ও চড়া ফি আরোপের পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) প্রস্তাবিত এক নীতিমালায় এইচ-১বি ভিসার ফি বাড়িয়ে ১ লাখ ৩ হাজার ২৬৫ ডলারে নির্ধারণের কথা বলেছে, যা সোমবার ২৪ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের 'ফেডারেল রেজিস্টারে' প্রকাশিত হয়। করপোরেট ইমিগ্রেশন আইনি সংস্থা 'ফ্রাগোমেন'-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই নিয়ম বাস্তবায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি নাগরিক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং ভিসা স্পনসরকারী প্রতিষ্ঠান–সব পক্ষের খরচই বিপুল পরিমাণে বাড়বে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এইচ-১বি ভিসার পাশাপাশি ওপিটি আবেদনের ক্ষেত্রেও ১ লাখ ডলার পর্যন্ত ফি আরোপের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছে ফ্রাগোমেন। ইমিগ্রেশন আইনি সংস্থাটির প্রকাশিত এক বিবরণীতে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবগুলো এর আগে হোয়াইট হাউসের 'অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট' (ওএমবি)-এ পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট এইচ-১বি পিটিশন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ওএমবি-র পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছে এবং ২০ আগস্ট ওপিটি ফি সম্পর্কিত নিয়মটি ওএমবি-তে জমা দেওয়া হয়। গত বছরও ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি পিটিশনে ১ লাখ ডলার ফি নির্ধারণ করেছিল, তবে আদালত তা বাতিল করে দেয়। নতুন এই প্রস্তাবটি আদালতের সেই চলমান আইনি লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটেই আবার সামনে আনা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে প্রস্তাবের বিস্তারিত বিষয়বস্তু এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জনসমক্ষে আনা হয়নি।

ভারতীয় নাগরিকদের ওপর সবচেয়ে বড় ধাক্কা

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই নতুন পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে তা সবচেয়ে বড় আঘাত হয়ে আসবে ভারতীয় পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে অনুমোদিত মোট ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৪০২টি এইচ-১বি পিটিশনের মধ্যে ৭১ শতাংশই ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৫২ লাখেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত বসবাস করছেন। ফলে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে বিশাল এই জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নতুন ফি আরোপের পরিকল্পনার বাইরেও চলতি মাসের শুরুর দিকে এইচ-১বি ভিসাধারীদের জন্য আরেকটি কঠোর প্রস্তাব জমা দিয়েছে ডিএইচএস। এতে চাকরি হারানো এইচ-১বি কর্মীদের জন্য বিদ্যমান ৬০ দিনের 'গ্রেস পিরিয়ড' বা অতিরিক্ত সময় অবস্থানের নিয়মটি বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কোনো কর্মী চাকরি হারালে নতুন কাজ খোঁজা বা ভিসা ক্যাটাগরি পরিবর্তনের জন্য ৬০ দিন সময় পান। তবে প্রস্তাবিত নিয়মটি চূড়ান্ত হলে চাকরি হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কর্মী ও তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর অবস্থান করলে তা ভিসা শর্ত লঙ্ঘনের শামিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭৫ দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা স্থগিতের নীতি বাতিল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিককে অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করে ট্রাম্প প্রশাসন যে নীতি গ্রহণ করেছে তা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। ২১ আগস্ট শুক্রবার আদালত বলেছে, এ নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তার এখতিয়ারের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। রয়টার্স লিখেছে, ম্যানহাটনের মার্কিন ডিস্ট্রিক আদালতের বিচারক জেনেট ভার্গাস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানুয়ারিতে অভিবাসী ভিসা দেওয়ার বিষয়ে যে নীতি ঘোষণা করেছে, তা 'স্পষ্টতই বেআইনি' এবং ফেডারেল অভিবাসন আইনের পরিপন্থি। ওই আইনে অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সীমিত করা হয়েছে। রায়ে বিচারক লিখেছেন, "আবেদনকারীর জাতীয়তার ভিত্তিতে অভিবাসী ভিসা দেওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার এ নীতি আইন দ্বারা নির্ধারিত ব্যবস্থার সরাসরি লঙ্ঘন।" ৭৫টি দেশের নাগরিককে অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এ নীতি জানুয়ারিতেই কার্যকর হয়। এ নীতির আওতায় ছিল- দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও উরুগুয়ে, বলকান অঞ্চলের বসনিয়া ও আলবেনিয়া এবং আফ্রিকা, ক্যারেবীয় অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছিল, এসব দেশের আবেদনকারীদের 'যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকি' রয়েছে এবং তারা দেশটির স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদের ওপর নির্ভর করতে পারেন। রয়টার্স লিখেছে, রায়ের বিষয়ে জানতে চাইলেও পররাষ্ট্র দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। জেনেট ভার্গাস সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নিয়োগ দেওয়া বিচারক। অভিবাসন অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্যাথলিক লিগ্যাল ইমিগ্রেশন নেটওয়ার্ক ও আফ্রিকান কমিউনিটিজ টুগেদার, অভিবাসী ভিসার আবেদনকারী এবং নির্ধারিত দেশগুলো থেকে পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার জন্য আবেদন করা মার্কিন নাগরিকদের করা মামলায় তিনি এ রায় দেন। প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে আসছেন।তার প্রশাসনের ভাষ্য, এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা।

তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এসব পদক্ষেপ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছে। তারা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হয়রানির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ ৫ সেপ্টেম্বর

(প্রথম পাতার পর)

সফল করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য মিয়া গোলাম পরওয়ার। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, কোনো ধরনের উসকানির সুযোগ না দিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ কর্মসূচি সফল করা হবে। তিনি কর্মসূচিতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার জানান, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার, জ্বালানি ও সার সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ বন্ধড়এই ছয় দফা দাবিতে ১১ দলীয় ঐক্য এ লংমার্চের আয়োজন করছে। কর্মসূচিতে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানসহ ১১ দলীয় ঐক্যের শীর্ষ নেতারা নেতৃত্ব দেবেন।

তিনি বলেন, লংমার্চ সফল করতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন বাস্তবায়ন কমিটি ও উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। অভ্যর্থনা, চিকিৎসা, পরিবহন, প্রচার ও প্রকাশনা, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বেচ্ছাসেবক, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। দফায় দফায় বৈঠক করে কর্মসূচির প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জনগণের মধ্যে এ কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক সাড়া ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। জামায়াতের এই নেতা জানান, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টায় ঢাকার শাপলা চত্বর থেকে লংমার্চ শুরু হবে। পরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে গিয়ে কর্মসূচি শেষ হবে। পথে মহাসড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত হবে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, লংমার্চে এক হাজারের বেশি যানবাহন অংশ নিতে পারে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মহাসড়কের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও মহানগর এলাকার নেতাকর্মী এবং সাধারণ মানুষ এতে অংশ নেবেন বলে তারা আশা করছেন।

কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখতে ২৪ আগস্ট সন্ধ্যায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ১১ দলীয় ঐক্যের বৈঠক হয়েছে বলেও জানান তিনি। বৈঠকে লংমার্চের রুট, পথসভা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির স্থান সম্পর্কে প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের চলাচলে যাতে কম বিঘ্ন ঘটে, সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, মহাসড়কের একটি অংশ দিয়ে লংমার্চের বহর চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এতে অন্য অংশ দিয়ে সাধারণ যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে। তবে বড় এ কর্মসূচির কারণে কোথাও সাময়িক ভোগান্তি হতে পারে উল্লেখ করে তিনি আগাম দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, 'এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচি। কোনো ধরনের উসকানির সুযোগ না দিয়ে দেশবাসী এই লংমার্চ কর্মসূচি সফল করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।' কর্মসূচি সফল করতে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম এবং সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি। প্রেস ব্রিফিংয়ে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মো. সেলিম উদ্দিন এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রচার ও মিডিয়া সেক্রেটারি আতাউর রহমান সরকারসহ দলটির অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটে বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের চলমান যুদ্ধের প্রভাবে গত ছয় মাসে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ১৭০টি দেশ ও অঞ্চলের জ্বালানি মূল্য পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল পেট্রল প্রাইসেস'-এর তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে বিশ্বের অন্তত ১৪৫টি দেশে পেট্রলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধজনিত এই সংকটের কারণে বিশ্বের ভোক্তারা মারাত্মক আর্থিক চাপের মুখে পড়েছেন। অনেক রাষ্ট্রে জ্বালানির দাম ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধির এই দৌড়ে সবার শীর্ষে রয়েছে মিয়ানমার। দেশটিতে এক লিটার পেট্রলের দাম গত ২৩ ফেব্রুয়ারি যেখানে ছিল শূন্য দশমিক ৭৭ ডলার, তা ১৭ আগস্ট নাগাদ বেড়ে ১ দশমিক ২০ ডলারে পৌঁছায় অর্থাৎ মাত্র ছয় মাসে দেশটিতে পেট্রলের দাম ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিকার পরের স্থানগুলোতেই রয়েছে যথাক্রমে ভুটান (৫৫ শতাংশ), কিউবা (৫১ শতাংশ), সংযুক্ত আরব আমিরাত বা ইউএই (৫০ শতাংশ) এবং নাইজেরিয়া (৪৮ শতাংশ)। অন্যদিকে, বিশ্বের ২৫টি দেশে পেট্রলের দাম হয় অপরিবর্তিত রয়েছে অথবা সামান্য একক সংখ্যায় হ্রাস পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও এর তীব্র প্রভাব পড়েছে। আমেরিকান অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের (এএএ) তথ্য অনুসারে, যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্রে এক গ্যালন বা ৩ দশমিক ৭৮ লিটার নিয়মিত পেট্রলের গড় দাম ছিল ২ দশমিক ৯৪ ডলার- যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক শূন্য ৯ ডলারে। অর্থাৎ দেশটিতে পেট্রলের দাম ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ্বালানি তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি কেবল পরিবহন খাতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম আকাশচুম্বী করে তুলছে। অর্থনীতিবিদ ডেভিড ম্যাকউইলিয়ামসের মতে, বৈশ্বিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো পরিবহন- যা মূলত একটি সরবরাহ ও লজিস্টিকস সমস্যা। তেল এবং খাদ্যের দাম একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ক্ষেতখামারে উৎপাদনে ব্যবহৃত সার থেকে শুরু করে সুপারমার্কেটের শেলফ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহের প্রতিটি ধাপে জ্বালানি খরচ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে, যেখানে সাধারণ মানুষ আয়ের একটি বড় অংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করে এবং বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ও সার আমদানির ওপর নির্ভর করে, সেখানে তেলের মূল্যবৃদ্ধি দ্রুত ভয়াবহ খাদ্য সংকটের ঝুঁকি তৈরি করছে। এ ছাড়া অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেবল জ্বালানি হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, বরং এগুলো হাজার হাজার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মৌলিক কাঁচামাল। পানি পাম্পের বোতল, খাবারের প্যাকেট, মোববাইল ফোনের কভার এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত সিরিঞ্জের মতো সব ধরনের প্লাস্টিক পণ্যই অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি হয়। পলিয়েস্টার, নাইলন এবং এক্রাইলিকের মতো সিন্থেটিক বা কৃত্রিম কাপড়- যা দিয়ে পোশাক থেকে শুরু করে কার্পেট পর্যন্ত তৈরি হয়, তার মূল উৎসও এই তেল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

অবৈধ পথে ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপ-যাত্রায় প্রাণ হারানো বাংলাদেশী

বিভিন্ন পথ	মৃত	নিখোঁজ
ভূমধ্যসাগর (লিবিয়া/তিউনিসিয়া-ইতালি)	১,১৭১	৭৭৩
অনির্দিষ্ট/উল্লেখ নেই	৮৩	৬৪
সাহারা মরুভূমি ক্রসিং	৩৮	–
পশ্চিম আফ্রিকা/আটলান্টিক-ক্যানারি দ্বীপ	১	২২
তুরস্ক-ইউরোপ স্থলপথ	২০	–
পশ্চিম বলকান	৯	–
পূর্ব ভূমধ্যসাগর (লিবিয়া-ক্রিট, গ্রিস)	৫	–
ইরান থেকে তুরস্ক	২	–
ইতালি থেকে ফ্রান্স	১	–
মোট	১,৩২৯	৮৫৯

ইউরোপ-যাত্রায় ২,১৮৮ বাংলাদেশির প্রাণহানি

(প্রথম পাতার পর)

হয়ে গেলে কোনো খাবার ও পানি ছাড়াই টানা ১০ দিন সাগরে ভাসতে থাকেন আরোহীরা। এর মধ্যে মারা যান ৯ বাংলাদেশী। তাদের সবার মরদেহ ফেলে দেয়া হয় সাগরেই। বেঁচে থাকা বাকি অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ১৩ আগস্ট মিসরের মারসা মাতরুহ উপকূলে পৌঁছলে পুলিশ তাদের অসুস্থ ও অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরই মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের তরুণ মেহেদী হাসান। আর গত ১৬ আগস্ট একই উপকূল থেকে আরো একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। লিবিয়ার উপকূল থেকে ২০২৪ সালের এক রাতে নৌকায় উঠেছিলেন এক বাংলাদেশী তরুণ। পরিবারের কাছে তার শেষ বার্তা ছিলড়'ইতালি পৌঁছলে ফোন দেব।' এরপর আর কোনো ফোন আসেনি। কয়েক মাস ধরে পরিবারের সদস্যরা দালাল, পরিচিতজন ও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেছেন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি তিনি ভূমধ্যসাগরে ডুবে গেছেন, নাকি কোনো অজ্ঞাত পথে হারিয়ে গেছেন। পরিবারের কাছে তিনি আজও নিখোঁজ। এটি কেবল একটি পরিবারের গল্প নয়, অবৈধ বা অনিয়মিত পথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গত এক দশকে এমন পরিণতির শিকার হয়েছেন হাজারো বাংলাদেশী। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএমের 'মিসিং মাইগ্র্যান্টস প্রজেক্ট'-এর গ্লোবাল ডেটাবেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের নয়টি অনিয়মিত অভিবাসনপথে ঘটে যাওয়া ৮৪টি পৃথক দুর্ঘটনায় অন্তত ১ হাজার ৩২৯ বাংলাদেশী মারা গেছেন এবং আরো ৮৫৯ জন নিখোঁজ রয়েছেন। অর্থাৎ গত এক দশকে ২ হাজার ১৮৮ বাংলাদেশীর কোনো না কোনোভাবে মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

এ মৃত্যুর মানচিত্রে সবচেয়ে ভয়ংকর পথটি ভূমধ্যসাগর। লিবিয়া বা তিউনিসিয়া থেকে এ সাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পৌঁছার চেষ্টায় ১ হাজার ১৭১ বাংলাদেশী মারা গেছেন এবং নিখোঁজ হয়েছেন ৭৭৩ জন। অর্থাৎ মোট মৃত্যু ও নিখোঁজের প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি ঘটেছে শুধু এ রুটে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ-যাত্রায় ভয়াবহতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ২০১৫ সাল। ওই বছর মাত্র চারটি ঘটনায় ৯২৪ বাংলাদেশী নিহত ও ৩৬৩ জনকে নিখোঁজ হিসেবে রেকর্ড করা হয়। ফলে এক বছরেই এ রুটে মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ২৮৭-এ।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতে, এ সংখ্যা প্রকৃত চিত্রের চেয়ে কম। কারণ সমুদ্রপথে অনেক নৌযান নিখোঁজ হলেও যাত্রী বা মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। আইওএমের ভাষ্য অনুযায়ীও অভিবাসনপথে মৃত্যু ও নিখোঁজের তথ্য সংগ্রহে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে সমুদ্রে নিখোঁজদের সংখ্যা নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন। অভিবাসনের স্বপ্নে যারা দেশ ছাড়েন, তাদের কাছে ইউরোপ অনেক সময় শুধু একটি গন্তব্য নয়; পরিবারের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি। জমি বিক্রি, ঋণ নেয়া কিংবা স্বজনদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে অনেকেই দালাল চক্রের মাধ্যমে প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য বা উত্তর আফ্রিকার কোনো দেশে পৌঁছান। এরপর শুরু হয় ইউরোপের উদ্দেশে বিপজ্জনক এ যাত্রা। সবাই অবশ্য সাগরে পৌঁছতে পারেন না। আইওএমের তথ্য অনুযায়ী, সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিতে গিয়েই অন্তত ৩৮ বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকা বা আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছার পথে মারা গেছেন আরো একজন, নিখোঁজ হয়েছেন ২২ জন। তুরস্ক-ইউরোপ স্থলপথে ২০ বাংলাদেশীর মৃত্যুর তথ্যও নথিভুক্ত হয়েছে। তথ্যগুলো দেখায়, অনিয়মিত অভিবাসনের বিপদ শুধু নৌকাডুবি বা ভূমধ্যসাগরের উত্তাল ঢেউয়ে সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপের পথে যাত্রা শুরু হওয়ার পর মরুভূমি, সীমান্ত, মানব পাচারকারী চক্র এবং দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই অনেকের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আরো কয়েকটি পথেও বাংলাদেশীদের মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় রুটে লিবিয়া থেকে গ্রিসের ক্রিট বা অন্যান্য দ্বীপে যাওয়ার পথে পাঁচজন মারা গেছেন। ইরান হয়ে তুরস্ক ও ইতালি থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার পথেও মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তবে সংখ্যার বাইরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলোড়নিখোঁজদের কী হয়েছে? আইওএমের হিসাবে ৮৫৯ জন নিখোঁজ। তাদের অনেকের মরদেহ হয়তো কখনো উদ্ধার হয়নি, আবার কেউ কেউ এমন কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, যার কোনো আনুষ্ঠানিক নথি নেই। ফলে পরিবারের জন্য স্বজনের মৃত্যুর নিশ্চিত খবর পাওয়ার সুযোগও থাকে না। অপেক্ষাই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র বাস্তবতা। এ চিত্র বাংলাদেশের অনিয়মিত অভিবাসনের আরেকটি অন্ধকার দিক সামনে আনে। ইউরোপে পৌঁছতে না পারার ব্যর্থতার হিসাব যেমন নেই, তেমনি মৃত্যুর পরও অনেকের পরিচয় নিশ্চিত করা যায় না। ফলে সরকারি নথি, আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাব এবং বাস্তব ঘটনার মধ্যে ব্যবধান থাকার আশঙ্কাও থেকে যায়। মিসরে বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (শ্রম) মো. জাকির হোসেন বলেন, 'চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে মিসরে সাতটি ঘটনায় ৭০ বাংলাদেশীকে নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা ভূমধ্যসাগরে হারিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ তিনদিন, কেউ চারদিন ভাসমান ছিলেন; সে অবস্থায় বাণিজ্যিক জাহাজ তাদের উদ্ধার করেছে।' সম্প্রতি আইওএমের প্রকাশিত 'গ্লোবাল ওভারভিউ অব মাইগ্রেশন রুটস' প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ভূমধ্যসাগর রুটে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) ইতালিতে যাওয়া অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশীরা শীর্ষ। এ সময়ে মোট ৮ হাজার ৫৭৭ অভিবাসনপ্রত্যাশী এ রুট ব্যবহার করে দেশটিতে পৌঁছেন, যার ৩০ শতাংশের উৎস দেশ বাংলাদেশ। যদিও ২০২৫ সালের একই সময়ে এ হার ছিল ৩৭ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে শতাংশের হিসাবে কিছুটা কমলেও মূল উৎস হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান অপরিবর্তিতই রয়েছে। এ রুটটি মূলত উত্তর আফ্রিকার দেশ, বিশেষ করে লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম বলকান রুটে আটটি ঘটনায় ৯ বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। এ রুটে ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে উত্তর মেসিডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ায় বাংলাদেশীদের মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগর রুটেও পাঁচজনের মৃত্যুর তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে। রুটটি মূলত তুরস্ক থেকে গ্রিস ও সাইপ্রাসের দিকে যাওয়া সমুদ্রপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

'গ্লোবাল ওভারভিউ অব মাইগ্রেশন রুটস' প্রতিবেদনের তথ্যমতে, পূর্ব ভূমধ্যসাগর রুটে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশী অভিবাসীদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-এপ্রিলে এ পথ ব্যবহার করা অভিবাসীদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ছিল বাংলাদেশী, যা চলতি বছরের একই সময়ে ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলত তুরস্ক বা লিবিয়া থেকে এ সমুদ্রপথ গ্রিসে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো রুটের উল্লেখ নেই এমন পথেও বাংলাদেশী মৃতের সংখ্যা ৮৩ ও নিখোঁজ ৬৪ জন। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি। কারণ অবৈধ পথ ব্যবহার করে ইউরোপে যাওয়ায় বাংলাদেশীরাই শীর্ষে। তাছাড়া অনিয়মিত অভিবাসনপথে মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো দেশই নিয়মিত ও পূর্ণাঙ্গভাবে তথ্য প্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোস্টগার্ড, এনজিও, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে সমুদ্রপথে বড় দুর্ঘটনার পর কতজন নৌযানে ছিলেন, কতজন উদ্ধার হয়েছেন এবং কতজন নিখোঁজড়এসব তথ্য নিশ্চিত করা বেশ কঠিন। অনেক নৌযান আবার কোনো উদ্ধার অভিযান ছাড়াই নিখোঁজ হয়ে যায়, যেগুলোকে আইওএম 'ইনভিজিবল শিপরেকস' হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাই ২০১৫ থেকে ২০২৫ সময়ে পাওয়া ২ হাজার ১৮৮ জনের মৃত ও নিখোঁজের হিসাবকে চূড়ান্ত সংখ্যা নয়, বরং নথিভুক্ত ন্যূনতম সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। অভিবাসন ও শরণার্থী বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, 'বাংলাদেশী অভিবাসীদের মৃত ও নিখোঁজের নথিভুক্ত যে তথ্য এটি একটি ন্যূনতম নিশ্চিত সংখ্যা মাত্র, প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি। অনেকে বিভিন্ন দেশের বৈধ ভিসা নিয়ে দেশ ছাড়লেও প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে ইউরোপে পৌঁছা, আর এটি রেগুলেট করা কঠিন, কারণ ভিসা কাগজে-কলমে বৈধ থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত তরুণরাও ১৫-২০ লাখ টাকা খরচ করে ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপ যাওয়াকে প্রায় স্বাভাবিক ও নিশ্চিত পথ হিসেবে দেখছে। আবার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি অংশ কোড নাম্বার বা সংকেতের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রীদের শিথিলভাবে ছেড়ে দেয় বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। একক দেশের প্রচেষ্টায় এ চক্র বন্ধ হবে নাড় আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় ও আনুষ্ঠানিক সমঝোতা ছাড়া পাচারকারীরা ধরা পড়লেও নতুন চক্র পুনরায় কাজ শুরু করে।' সমাধান হিসেবে তিনটি পদক্ষেপের কথা বলেন আসিফ মুনীর। তিনি বলেন, 'বিমানবন্দরে শেষ মুহূর্তে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ ও নজরদারি বাড়াতে হবে। বৈধ ভিসা থাকলেও তার গন্তব্য কোথায় সেটা বোঝার মতো সক্ষমতা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের রয়েছে। এছাড়া ব্যাপক সচেতনতা প্রচারণা জরুরি; যাতে মানুষ বুঝতে পারে এ পথ অবৈধ ও বিপজ্জনক। সেই সঙ্গে ইন্টারপোল ও ট্রানজিট দেশগুলোর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে।' আইওএমের ডিসপ্লেসমেন্ট ট্র্যাকিং মেট্রিক্সের তথ্যমতে, চলতি বছর ২৭ জুলাই পর্যন্ত স্থল ও সমুদ্রপথে অনিয়মিতভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করেছেন ৭ হাজার ৯৬৯ বাংলাদেশী। সংস্থাটির 'বাংলাদেশ মাইগ্রেশন স্ন্যাপশট রিপোর্ট'-এর তথ্যমতে, ২০২৫ সালে স্থল ও সমুদ্রপথে অনিয়মিতভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছেন ২৪ হাজার ৩১৮ বাংলাদেশী, ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৩০৪। ২০২৩ সালে গেছেন ১৩ হাজার ৭৭৩ জন, ২০২২ সালে ১৬ হাজার ৪৮৭ এবং ২০২১ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে ৭ হাজার ৯৫৫ ও ৪ হাজার ৫১০ জন। অনিয়মিত পথে ইউরোপে পাড়ি জমানো এসব বাংলাদেশীর বেশির ভাগই মানব পাচারের শিকার। ইউরোপের সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলোর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা ফ্রন্টেক্সের তথ্য অনুযায়ী, লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টাকারীদের মধ্যে বাংলাদেশীরাই সবচেয়ে বেশি। এ পথটি সেন্ট্রাল মেডিটেরেনিয়ান রুট নামে পরিচিত। ২০০৯ থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত এ পথে অবৈধভাবে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার বাংলাদেশী ইউরোপে প্রবেশ করেন। মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসন রোধ করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। তিনি বলেন, 'অতি দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য মানুষ অবৈধ উপায়ে ইউরোপের ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়াচ্ছে। তবে অবৈধ অভিবাসনের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান জিরো টলারেন্স। যেসব এলাকার মানুষ এ ধরনের পথে বেশি যাচ্ছে সেখানে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সমন্বয় করে জনসচেতনতা বাড়াতে কাজ করা হবে। পাশাপাশি দেশের যেসব এজেন্সি মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত তাদের বিষয়েও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।' অবৈধ অভিবাসনের বিষয়টি একা বাংলাদেশের পক্ষে সামাল দেয়া কঠিন বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। কারণ এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্রও জড়িত, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে বড় একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজগুলো করছে। বৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধিসহ বন্ধ শ্রমবাজার চালুর চেষ্টা চলছে জানিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জায়গা থেকে বৈধ পথে প্রবাসে যেতে প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে যারা প্রবাসে যাচ্ছে তাদের ন্যূনতম একটা স্কিলে প্রশিক্ষিত করা এবং ওয়েলফারটা নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের একটা টার্গেট আছে। সরকারের জায়গা থেকেও বৈধভাবে বিভিন্ন দেশে কীভাবে সুযোগ তৈরি করে দেয়া যায়, সে বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে।'

মনোকষ্টে বিএনপির ত্যাগী নেতারা

(প্রথম পাতার পর)

মিথ্যা মামলার ধকল সয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এরপর থেকে দলের ভেতরে নতুন এক রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। রাজপথের পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের বড় একটি অংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র অসন্তোষ। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নতুন মুখের সমাহার এবং দীর্ঘদিনের দুঃসময়ে দলের পাশে থাকা ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়নে ঘাটতি থাকায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ত্যাগী নেতাকর্মীদের মনে কেন এই ক্ষোভ ও হতাশা : দলের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিগত সরকারবিরোধী আন্দোলনে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজপথে ছিলেন, পুলিশি নির্যাতন সয়েছেন এবং কারাবরণ করেছেন, সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভা ও গুরুত্বপূর্ণ পদবণ্টনে তাদের বড় একটি অংশ উপেক্ষিত হয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, সুসময়ে অনেক হাইব্রিড ও সুবিধাভোগী নেতা দলের নীতিনির্ধারণী ও ক্ষমতার কাছাকাছি চলে এলেও রাজপথের লড়াকু সৈনিকেরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে হামলা-মামলার শিকার হয়ে যারা সর্বস্ব হারিয়েছেন, তারা নিজেদের যথাযথ মূল্যায়ন না পেয়ে মানসিক বেদনায় ভুগছেন।

কী চান ত্যাগী নেতাকর্মীরা : ক্ষমতার ভাগাভাগিতে নয়; বরং বিগত দিনে দলের জন্য ত্যাগের প্রকৃত মূল্যায়ন চান তারা। দলে কোনো ধরনের সুবিধাবাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই না দিয়ে পরীক্ষিত ও প্রবীণ-নবীন সমন্বয়ে নেতৃত্ব গঠন। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দলের দুর্দিনের কর্মীদের খোঁজখবর নেওয়ার দাবি ত্যাগীদের।

রাজপথের কোনো ত্যাগী নেতাকর্মীকে ভুলে যায়নি দল : দলের প্রভাবশালী একজন স্থায়ী কমিটির সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বিএনপি একটি বিশাল রাজনৈতিক দল। এত বড় পরিসরে সবাইকে একসঙ্গে মূল্যায়ন করা রাতারাতি সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে আমাদের দলের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব সবার ত্যাগের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। রাজপথের কোনো ত্যাগী নেতাকর্মীকে দল ভুলে যায়নি; পর্যায়ক্রমে যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে যথাযথ জায়গায় মূল্যায়ন করা হবে।'

অন্য আরেকজন স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, 'দলের ভেতর ছোটখাটো ক্ষোভ বা ভুল-বোঝাবুঝি থাকতেই পারে, যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। সরকার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসে দীর্ঘসূত্রতা হতে পারে, তবে আমাদের মূল শক্তি হলো তৃণমূল। তৃণমূলকে অসন্তুষ্ট রেখে দল সামনে এগোতে পারে না।' এদিকে মন্ত্রিসভার একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'আমরা আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, তা এক দিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে লাখো নেতাকর্মীর রক্ত ও শ্রম রয়েছে। সরকার ও দল একসঙ্গে কাজ করছে যেন কোনো ত্যাগী কর্মী অবমূল্যায়িত না হন। কিছুটা সময় হয়তো লাগবে, কিন্তু আমরা সবার অধিকার ও সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর।'

মন্ত্রিসভার অপর একজন সদস্য যোগ করেন, 'জনগণের প্রত্যাশা এখন অনেক বেশি। বিগত দিনের সব ভুলত্রুটি শুধরে একটি সুশৃঙ্খল ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। রাজপথের লড়াকু ভাইদের মনে কোনো কষ্ট থাকলে দলীয় ফোরামে আলোচনার মাধ্যমে তার অবসান ঘটানো হবে।'

সরকার পরিচালনা বড় চ্যালেঞ্জ : এসব বিষয়ে বিএনপিপন্থী একাধিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদলের পর এ ধরনের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন নতুন নয়। তবে দীর্ঘ আন্দোলনের পর ক্ষমতায় আসা বিএনপির জন্য এটি একটি বড় পরীক্ষা ছিল, তেমননি বিগত দিনে দেশের কথা চিন্তা করে এখন সরকার পরিচালনা করাও দলটির জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। ত্যাগী ও রাজপথের নেতাকর্মীদের না পাওয়ার বেদনা ঘুচিয়ে যদি দলকে সুসংহত করা না যায়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কীভাবে এই ক্ষোভ প্রশমিত করে সবাইকে আস্থায় নিয়ে এগিয়ে যান, এখন সেটাই দেখার বিষয়। তথ্যমতে, সরকার গঠনের পর বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোয় অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিকাশ এবং পদায়ন নিয়ে নানা আলোচনা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। বিএনপির ক্ষেত্রেও সরকার গঠনের পর দীর্ঘদিনের ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন এবং দলের সাংগঠনিক পুনর্গঠন নিয়ে নানা মহলে আলোচনা রয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, একসঙ্গে সবাইকে মূল্যায়ন করা বা সবার প্রত্যাশা পূরণ করা কঠিন হওয়ায় কিছু নেতাকর্মীর মধ্যে কিছুটা মানসিক দূরত্ব বা ক্ষোভ তৈরি হলেও হাইকমান্ড তা সুশৃঙ্খলভাবে সমাধানের চেষ্টা করছেন। সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সংবাদমাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন, সরকার ও দলের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, দলের অনেক নেতাই সরকার বা সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তবে এর মানে এই নয় যে দলীয় পরিচয় বা কার্যক্রম সরকারের ভেতরে বিলীন হয়ে গেছে। হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে ত্যাগী নেতাকর্মীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

এটি আমাদের দল এবং নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল : জানতে চাইলে বিএনপির প্রচার সম্পাদক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, 'যারা রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন এবং মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, আজ সরকার গঠনের পর তাদের অনেকের মনেই একধরনের মানসিক বেদনা ও ক্ষোভ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। এটি আমাদের দল এবং নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিএনপি এবং এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি এসেছে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা আমাদের রাজনৈতিক নৈতিক দায়িত্ব। দলের ভেতরে বা বাইরে কেউ যেন মনে না করেন যে ত্যাগী কর্মীরা উপেক্ষিত হচ্ছেন।' বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, 'শহীদদের রক্ত এবং নেতাকর্মীদের আত্মত্যাগকে কোনোভাবেই ম্লান হতে দেওয়া যাবে না। চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী, রাজপথের পরীক্ষিত, ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাকর্মীদের যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। নেতাকর্মীদের এই ক্ষোভ ও অভিমান দূর করতে দলের সর্বস্তরের নেতৃত্বকে আরও দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল হতে হবে।'

সন্তান জন্ম নিলেই মিলবে ৭০ হাজার ডলার

বাংলাদেশ ডেস্ক : দেশে জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর। তরুণ দম্পতিদের সন্তান নিতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিটি শিশুর ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত বেড়ে ওঠার জন্য প্রায় ৭০ হাজার সিঙ্গাপুরি ডলার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৬০ লাখ টাকা) দেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার।

স্প্রতি দেশটির প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং এই বিশেষ সহায়তার কথা ঘোষণা করেন। সিঙ্গাপুরে এখন সন্তান জন্মদানের হার ইতিহাসে সবচেয়ে নিচে নেমে আসায় সংকট কাটাতে সরকার এই প্যাকেজ চালু করেছে। নতুন এই নিয়মের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো টাকা শুধু শিশু জন্ম নেওয়ার পরপরই শেষ হয়ে যাবে না; বরং বাচ্চার পড়ালেখা, চিকিৎসা ও বেড়ে ওঠার পুরোটা সময় সরকার ধাপে ধাপে টাকা দিয়ে যাবে।

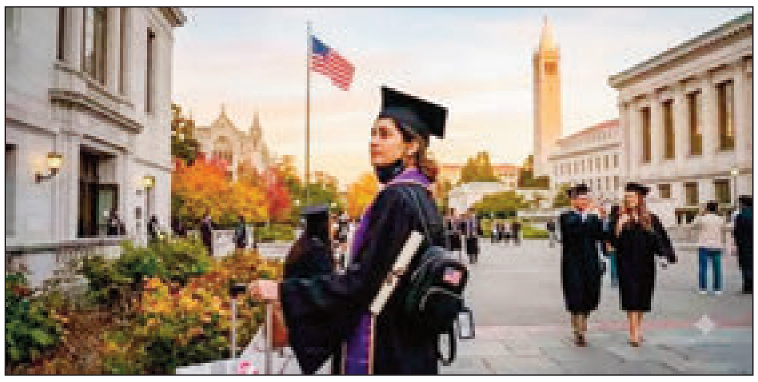

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার তাগিদ

(প্রথম পাতার পর)

হতে যাচ্ছে। তার আগেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন নিয়মের অধীনে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক স্থিতি বজায় রাখা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারবেন। তবে এফ (একাডেমিক শিক্ষার্থী), জে (বিনিময় দর্শনার্থী) এবং আই (বিদেশি সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক) ক্যাটাগরির ভিসা ধারীদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের অনুমোদিত অবস্থান কার্যকর হবে। হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া, ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি, জর্জটাউন, জর্জ ওয়াশিংটন (জিডব্লিউ) এবং ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে বলেছে, এই পরিবর্তনের ফলে এফ-১ ও জে-১ ভিসাধারী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর অবস্থান করার শর্তাবলীতে প্রভাব পড়তে পারে। যাঁরা ১৫ সেপ্টেম্বরের এই নির্ধারিত সময়সীমার কাছাকাছি সময়ে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জানায়, উক্ত তারিখের আগে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে শিক্ষার্থীরা নতুন নির্দিষ্ট মেয়াদী ব্যবস্থার আওতায় পড়া থেকে রেহাই পেতে পারেন।

হার্ভার্ডের ইন্টারন্যাশনাল অফিস বিশেষভাবে এফ-১ ও জে-১ শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের এমনভাবে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে বলেছে, যাতে তাঁরা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেন। শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের সুবিধার্থে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আরও আগে, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়েছে। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির অফিস অব গ্লোবাল সার্ভিসেস (ওজিএস) শিক্ষার্থীদের, গবেষকদের ও সাবেক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত জরুরি সতর্কবার্তা জারি করেছে। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস অফিস (আইএসও) শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়েছে, তাঁরা যেন ১৫ সেপ্টেম্বর বা তার কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্টালের মাধ্যমে নিজ নিজ রেকর্ড পরীক্ষা করে তাঁদের নতুন ও সুনির্দিষ্ট কোর্স শেষ হওয়ার তারিখ দেখে নেন। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এ নিয়মের ফলে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক চলাফেরার ওপর যে কঠোর বিধিনিষেধ এবং ৩০ দিনের সংক্ষিপ্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য হবে, সে বিষয়ে জরুরি ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে।

নতুন নিয়ম : হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) এই নিয়মটি ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। এটি দীর্ঘদিনের প্রচলিত ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস বা ডি/এস ব্যবস্থার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও বিনিময় দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার অবস্থান ব্যবস্থা চালু করবে। বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীনে, যোগ্য এফ-১ শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাঁদের পড়াশোনার পুরো মেয়াদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি পান, যা তাঁদের অনুমোদিত কোর্স চালু থাকা ও ইমিগ্রেশন শর্তাবলী মানার ওপর ভিত্তি করে বজায় থাকে। নতুন ব্যবস্থার আওতায়, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে প্রবেশ বা পুনরায় প্রবেশকারী শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাঁদের ফরম আই-৯৪-এ (যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন কর্তৃক দেওয়া অফিসিয়াল ডকুমেন্ট) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষ তারিখ পাবেন। তাঁদের এই অবস্থান সাধারণত তাঁদের কোর্সের মেয়াদের ওপর নির্ভর করবে, যার সর্বোচ্চ প্রাথমিক মেয়াদ হবে চার বছর। এই পরিবর্তনটি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, যাঁদের কোর্সের মেয়াদ সাধারণত চার বছরের বেশি হয়; যেমন কিছু ডক্টরাল, মেডিকেল বা অন্যান্য পেশাদার কোর্স। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের (ইউএসসিআইএস) মাধ্যমে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করতে হতে পারে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, তাঁদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিয়মগুলো অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলাপূর্ণ। যাঁরা ১৫ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁদের এফ-১ বা জে-১ স্ট্যাটাস বজায় রাখবেন, তাঁরা সাধারণত এই অন্তর্বর্তীকালীন বিধির আওতায় থাকবেন। শুধু নিয়ম কার্যকর হওয়ার কারণেই তাঁদের তাৎক্ষণিকভাবে নতুন অবস্থান মেয়াদের অনুমোদনের আবেদন করতে হবে না। তবে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর কোনো শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে এলে পরিস্থিতি বদলে যাবে। সেক্ষেত্রে তাঁরা নতুন নির্দিষ্ট সময়সীমা ব্যবস্থার অধীনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন এবং তাঁদের অবস্থানের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত তারিখের আগেই ভ্রমণ শেষ করার জোর তাগিদ দিচ্ছে। ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে জানিয়েছে, এই নতুন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের অবস্থানের অনুমোদিত সময়সীমা এবং বাড়তি সময় আবেদন না করে কোর্স শেষ করার ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ভ্রমণের আগে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সহায়তা দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করার অনুরোধ করা হয়েছে। এই নতুন নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ফেডারেল আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সংস্থা ও শ্রম সংগঠনের একটি জোট এই নিয়ম বাস্তবায়ন স্থগিতের জন্য মামলা করেছে এবং প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানিয়েছে। তবে আদালত যদি এই নিয়মের বাস্তবায়ন স্থগিত না করে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ১৫ সেপ্টেম্বরের সময়সীমাকে সামনে রেখেই তাঁদের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব : মিলাদ ও জিয়ারত প্রসঙ্গ

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন। বিএনপির মহাসচিব হিসেবে প্রায় ১৬ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। আওয়ামী দুঃশাসনে কারাবরণ, অসংখ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা মাথায় নিয়ে দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়া এবং বর্তমান চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি তাঁর আস্থা এবং সর্বোপরি দলের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার পর তিনি এখন আর কোনো একক দলের নন। তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন সবার রাষ্ট্রপতি। আশা করি তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর ওপর সংবিধান অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না।

স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের পর প্রথমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তী সময়ে আরও দুবার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'মিলাদ পড়া ও কবর জিয়ারত করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির আর কোনো কাজ নেই।' বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কথাটি সত্য যে সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান। তাঁর নির্বাহী ক্ষমতা নেই।

সরকারের সব নির্বাহী ক্ষমতার এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালনের সুযোগ সংবিধানই দিয়েছে। সংসদে পাস করা বিল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া আইনে পরিণত হয় না। তাঁকে শপথ নিতে হয়েছে : 'আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।' তাঁর এই শপথের মধ্যেই বিধৃত যে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর করণীয় বেশ কিছু কাজ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কি তা আছে?

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আমাকে কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামের অধীনে এক ফেলোশিপে ভারতের পার্লামেন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ইনস্টিটিউট অব কনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড পার্লামেন্টারি স্টাডিজ'-এ অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ভারতের রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারবিষয়ক একটি কোর্স ছিল। রিসোর্স পারসন হিসেবে একজন ছিলেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং ল কমিশন অব ইন্ডিয়ার সদস্য এবং ইন্ডিয়ান 'ল ইনস্টিটিউট'-এর পরিচালক পি. এম বকশি (পারবিনরাই মুলওয়ানত্রাই বকশি)। তিনি জানান যে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বা আলংকারিক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও লোকসভায় পাস করা কোনো বিল যদি তাঁর কাছে দেশের জনগণের স্বার্থ পরিপন্থি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তিনি তাতে স্বাক্ষর না করে 'পকেট ভেটো' প্রয়োগ করে বিলটি আটকে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দুজন রাষ্ট্রপতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন। জ্ঞানী জৈল সিং ও আর. ভেঙ্কটরমণ।

জৈল সিং ছিলেন ভারতের প্রথম শিখ রাষ্ট্রপতি, যাঁকে ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি পদে পছন্দ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁকে ভারতের দুর্বল রাষ্ট্রপতিদের একজন বিবেচনা করা হতো। তাঁর সময়ে পার্লামেন্ট ১৯৮৬ সালে 'পোস্ট অফিস (সংশোধন) বিল' নামে একটি বিল পাস করে এবং অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি জৈল সিংয়ের কাছে পাঠানো হলে তিনি তাঁর আপত্তিসহ বিলটি পার্লামেন্টে ফেরত পাঠান।

তাঁর আপত্তির কারণ ছিল, এই বিলে কারও চিঠিপত্র সন্দেহজনক মনে হলে তা সেন্সর করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। তাঁর মতে, এ ধরনের আইন করা হলে তা হবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন এবং সংবিধানের স্বীকৃত বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের ওপর আক্রমণ। বিলটি আর আইনে পরিণত হতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি জৈল সিং এমনকি মন্ত্রিপরিষদের অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর আপত্তি উত্থাপন করতেন, যার ফলে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব : মিলাদ ও জিয়ারত প্রসঙ্গরাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন ১৯৯২ সালে একইভাবে আটকে দিয়েছিলেন পার্লামেন্ট সদস্যদের বেতনভাতা, শতভাগ পেনশনসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিসংক্রান্ত একটি বিল, যে বিলে কোনো সদস্য যদি এক মাস, এমনকি এক দিনের জন্যও পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে থাকেন, তাঁর ক্ষেত্রেও সুবিধাগুলো প্রযোজ্য হতো। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বিলটি আনা হয়েছিল ওই সময়ের লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ঠিক আগের অধিবেশনে এবং তড়িঘড়ি পাস করা হয়েছিল।

কিন্তু পার্লামেন্ট সদস্যরা নিজেরাই নিজেদের সুযোগসুবিধা বাড়িয়ে নিচ্ছেন, এটি সংবাদপত্রে ঝড় তোলে, বিরোধী দল মাঠে নামে এবং পাসকৃত বিল অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হলে তিনি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিলে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতির চার ধরনের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে পার্লামেন্টে পাস করা বিলে স্বাক্ষর না করার।

কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অনুরূপ কোনো ভেটো ক্ষমতা দেয়নি। তিনি সাধারণ কোনো বিল সাময়িকভাবে ধরে রাখতে পারেন, কিন্তু জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত পরিপন্থি কিছু করতে পারেন না। তিনি পনেরো দিনের মধ্যে তাঁর সম্মতি না জানালে বিলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আইনে পরিণত হবে। রাষ্ট্রপতি তাঁর কাছে পাঠানো কোনো বিল সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন বিলটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধসহ। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুরোধ বিবেচনা করার কোনো বাধ্যবাধকতা সংসদের নেই। এ বিষয়টি বিবেচনা করলে কারও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির 'মিলাদ পড়া ও কবর জিয়ারত করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।'

বাংলাদেশসহ আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের আদি নিবাস যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ রাজা বা রানি পার্লামেন্টে পাস করা বিলে সম্মতি প্রদানের পরিবর্তে আটকে দিতে পারেন। আইনগতভাবে তাঁর সে ক্ষমতা বা এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু তিনি তা করেন না এবং গত কয়েক শ বছরেও কোনো রাজা বা রানি তা করেননি। তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবে বিবেচনা করেন যে বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করা হলে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম রয়েছে ইউরোপের আরেকটি সংসদীয় সরকারব্যবস্থার দেশ জার্মানিতে। সেখানে সরকারপ্রধানের পদবি 'বুন্ডেসানজলার' বা চ্যান্সেলর এবং যার ওপর সরকারের সব নির্বাহী কর্তৃত্ব ন্যস্ত। তিনি 'বুন্ডেসট্যাগ' বা ফেডারেল পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন 'বুন্ডেসপ্রাসিডেন্ট' বা ফেডারেল প্রেসিডেন্ট। অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের আইন প্রণয়নকাজে সম্মতি দেওয়া ছাড়া আর কোনো এখতিয়ার না থাকলেও আইন প্রণয়নের ওপর জার্মান প্রেসিডেন্টেরও ভারতের রাষ্ট্রপতির মতো ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেও তার সাবেক দলের সরকার যদি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জনস্বার্থবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সুবিবেচনাপ্রসূত ও অভি-ভাবকসুলভ আচরণ করার ক্ষেত্রে জনস্বার্থ প্রাধান্য দেবেন, জনগণ তা আশা করে।

সদ্য দায়িত্বগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি রাজনীতির তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে এসেছেন। এখন রাজনীতির বাইরে হলেও অনেকের চেয়ে তিনি দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন। সরকার কোন আইনটি জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে করবে, আর কোনটি সংকীর্ণ দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে করার উদ্যোগ নিচ্ছে, তা উপলব্ধি করতে তাঁর অসুবিধা হবে না। তিনি তাঁর বিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পোষণ করবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা হওয়া উচিত। বাংলাদেশের ঝঞ্ঝাময় ইতিহাসে বঙ্গভবন নানা ধরনের সরকারব্যবস্থার পরীক্ষানিরীক্ষার প্রত্যক্ষদর্শী। নানা পালাবদলের সাক্ষী এই বঙ্গভবন। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৫ বছরেই এখানে বিপুল ক্ষমতাধর শাসকেরা ক্ষমতার ছড়ি ঘুরিয়েছেন। এখান থেকে অনেককে অসম্মানজনকভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। বঙ্গভবন কেবল একটি ভবন নয়, বরং রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান ও প্রতীক। এ ভবনের মহিমান্বিত অধিবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের আবেগ ও দেশপ্রেমের চেতনা উপলব্ধি করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। আমরা রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি তিনি তাঁর মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতি পদের সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠা-নিকতাকে আদর্শ রূপ দিতে সক্ষম হবেন।

সেপ্টেম্বর থেকে গ্রিন কার্ড ও ওয়ার্ক পারমিটের ফরমে পরিবর্তন আসছে

(প্রথম পাতার পর)

স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করার ফরমেও পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউএস সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)। এর ফলে কয়েক লাভ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন দফতরের কাগজপত্রের ফাঁদে পড়তে যাচ্ছেন। পরিবর্তন ঘটবে তিনটি ফরমে, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত ফরম হিসেবে বিবেচিত। এগুলো হচ্ছে, স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টে জন্য 'ফরম আই–৫৩৯'; ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করার জন্য 'ফরম আই-৭৬৫,' যেটির অফিসিয়াল নাম 'এ-মপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্ট' বা সংক্ষেপে 'ইএডি,' এবং গ্রিন কার্ড বা যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা লাভের জন্য আবেদন করার জন্য 'ফরম আই-৪৮৫'। পুরোনো আবেদন ফরমগুলোর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে কেউ যদি ভুলবশতও সেগুলো পূরণ করে ইউএসসি-সআইএস এ পাঠান, তাহলে সেগুলো বিবেচনা না করে আবেদনকারীর কাছে ফেরত পাঠাবে। তাকে আবার নতুন করে নতুন ফরমে আবেদন করতে হবে। অতএব, যারা অভিবাসন প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট পর্যায়গুলোর জন্য আবেদন করতে আগ্রহী, তাদের সতর্কতার সঙ্গে ফরমের ওপরে মুদ্রিত তারিখ দেখে আবেদন করতে হবে। এতে আবেদনকারীর অহেতুক কয়েক সপ্তাহ অতিরিক্ত সময় লেগে যাবে। আগামী সেপ্টেম্বরের (২০২৬) মাঝামাঝি সময় থেকে উল্লিখিত তিনটি নতুন আবেদন ফরম কার্যকর হবে। পুরোনো সংস্করণগুলো আর গ্রহণ করবে না।

গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনের নতুন ফরম আই-৪৮৫ ইস্যু করা হবে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে, যেটি জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ব্যবহৃত সংস্করণের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। নতুন আবেদন ফরমে এমন কিছু প্রশ্ন যুক্ত হতে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে যে, আবেদনকারী ভবিষ্যতে গ্রিনকার্ড লাভ করলে তার 'পাবলিক চার্জ' সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, তা মূল্যায়ন করা হবে। এ সম্পর্কে বর্তমান ফরমে দুটি আলাদা প্রশ্ন রয়েছে, একটি হচ্ছে, আবেদনকারী কর্তৃক অতীতে নেওয়া নগদ সহায়তা সম্পর্কিত এবং অন্যটি দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক সেবাগ্রহণ পরিচর্যা সম্পর্কিত। নতুন ফরমে প্রশ্ন দুটিকে একটি প্রশ্নে করে জানতে চাওয়া হচ্ছে আবেদনকারী কখনো তার নিম্ন আয়ের কারণে সরকারি কোনো সুবিধা গ্রহণ করেছেন কি না, এবং যদি গ্রহণ করে থাকেন, সেসব সুবিধার ধরন, কবে তা গ্রহণ করেছেন, কি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা বিস্তারিত জানাতে হবে। অর্থ্যাৎ আবেদনকারীকে প্রমাণ তার আয় ও সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট আয় ও সম্পদসীমার নিচে ছিল এবং সে কারণে তাকে সরকারি সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের জন্য সুযোগ

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে অভিবাসী বা শরণার্থী গ্রহণ ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধ এবং সাধারণভাবে হ্রাস করা হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ অবারিত করেছে। প্রশাসন বারবার দক্ষিণ আফ্রিকায় 'শেতাঙ্গ গণহত্যা' চলছে বলে অভিযোগ তুলছে। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১০ হাজারের অধিক শরণার্থী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার ৭.৩০ শতাংশ অর্থ্যাৎ ৪৫ লাখের বেশি শ্বেতাঙ্গ। ট্রান্সভাল এগ্রিকালচার ইউনিয়নের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত ১,৩৬৩ জন শ্বেতাঙ্গ কৃষককে হত্যা করা হয়েছে।

পাকিস্তানে হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ নবজাতকের মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (পিআইএমএস) হাসপাতালে আগুনে অন্তত ১৫ নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৬ আগস্ট) হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের নার্সারিতে এ আগুন লাগে। খবর : জিও নিউজের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগুন লাগার সময় নার্সারিতে ১৬ নবজাতক ছিল। তাদের মধ্যে মাত্র একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, নার্সারির ভেতরে একটি এয়ার কন্ডিশনারের কম্প্রেসর বিস্ফোরিত হওয়ার পর আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনাস্থলে আগুনের তাপ কমানোর জন্য পানি ছিটানোসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্‌স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার • পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড • মগ
ক্যালেন্ডার • ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন • লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার • আইডি কার্ড
মেনু • টি-শার্ট
পত্রিকা এড • রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড • ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার • লেমিনেশন
ক্রেস্ট • ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

Apartment of Rent in Jamaica

170-08 Liberty Avenue, Jamaica, NY
All Fully Renovated Brand New
1st Floor: 4 Bed 2 Full Bath, Kitchen, Living Room, and Private Access to Backyard (All Newly Renovated.)
Rent: $3400, (Tenant pay Electricity, Owner pay Heat Gas and water)

2nd Floor: 3 Bed, 2 Full Bath, Kitchen, Living Room, (All Newly Renovated.)
Rent: $3000, (Tenant pay Electricity & Cooking Gas, Owner pay Heat and water)

Walk-in-Basement: 2 Big Room, 1 Big Full Bath, Kitchen (All Newly Renovated)
Rent: $1800 (All Utilities Included)
Walking Distance From Train, Bus, Shopping Centers. Inquire fot More Details.

Call: 718-510-7393

Required: Credit Check & Income Verification.

বাসা ভাড়া

১৬৮ স্ট্রিট এবং ১০৬ এভিনিউ জ্যামাইকা (বিটুইন মেরিক বুলেভার্ড এন্ড ১০৬ এভিনিউ), ৩ বেডরুমের বাসা এবং অ্যাটিকের জন্য ২টি রুম পৃথকভাবে দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-657-5595
বি- ১১-১২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭১ স্টিটে হিলাসাইড এভিনিউয়ে সাবওয়ে স্টেশনের কাছে ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও ২ বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 718-820-2227
বি-১০-১২

অ্যাটিকে রুম ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউ ও ১৯৭ স্ট্রিটে এলাকার হলিসে অ্যাটিকে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন, বাথরুম অন্য রুমমেটের সাথে শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 929-820-0315 বি-১০-১২

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ১৯৭ স্ট্রিটে বড় দুই রুম, কিচেন, বাথরুম, ড্রয়িং রুমসহ ভাড়া হবে। শুধুমাত্র দুইজন ব্যাচেলর প্রয়োজন। যোগাযোগ: 347-523-0027
বি-১০-১২

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকায় সুন্দর পরিবেশে বাস স্টপ, গ্রোসারি, মসজিদের কাছাকাছি দূরত্বে ২ বেডরুমের বাসা এখন থেকে ভাড়া হবে। লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকানা: 186—25 Elmira Ave, Jamaica, NY 11412; Phone: 917-717-3877 বি-০৯-১১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে গ্লিব অ্যাভিনিউয়ে (জিপ কোড: ১০৪৬২) দোতলায় 8 বেডরুম, ২ ফুল বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। হাঁটা দূরত্বে মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোসারি। সাবওয়ে ৬ ট্রেন ও ২২ বাস স্টপ কাছেই। যোগাযোগ: **1-929-371-1961** বি-০৮-১১

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

১৬৬ স্ট্রিট ও ইউনিয়ন টার্নপাইকে নতুন সংস্কার করা ২ বেডরুম, লিভিং রুম, রান্নাঘর, ১ বাথরুমসহ একটি সেমি-বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য বা বাসা দেখার জন্যযোগাযোগ করুন:718 440 2514 বি-০৮-১১

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

উডহ্যাভেন ও আটলান্টিকের কর্ণারে রেনোভেটেড ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। খুব কাছেই মসজিদ ও সুপার মার্কেট। যোগাযোগ: আমিন। ফোন : **646-287-9314** বি-০৭-০৯

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-মান্নান গ্রোসারি এফ ট্রেন সংলগ্ন একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া হবে। কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রী কিংবা মহিলা অগ্রাধিকার। যোগাযোগ : **৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪**

ঢাকায় জমি বিক্রয়

ঢাকার মিরপুর পল্লবীতে অত্যন্ত প্রাইম লোকেশনে একটি পূর্বমুখী আড়াই কাঠার (২.৫ কাঠা) প্লট বিক্রয় হবে। প্লটের আশেপাশে একটি ইউনিভার্সিটি, ডিফেন্স স্টাফ কলেজ, লেকসহ অনেক ৮/৯ তলাবিশিষ্ট কমার্শিয়াল ও রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আছে। শুধু প্রকৃত ক্রেতারা কল করবেন। ফোন: **৬৩১-৩২৭-৮২২৯**
বি- ১২-১৫

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার মধ্যে) বি-০৪-০৬

রুমমেট চাই

সানিসাইডে মসজিদ ও ‘৭’ ট্রেনের কাছে প্রাইভেট বাসার দোতলায় একটি রুম দুইজন রুমমেটের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে এবং অন্য একটি রুমে একজনকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৭-০৭০৪ বি-১০-১২

রুমমেট আবশ্যক

সানিসাইডে মসজিদ ও ‘৭’ ট্রেনের কাছে সুন্দর পরিবেশে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুমে একজন এবং প্রাইভেট বাসায় একজন অধুমপায়ী রুমমেট প্রয়োজন। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৭-০৭০৪ বি-১০-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

জ্যামাইকায় একটি পরিবারে সপ্তাহে তিনদিন কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন মহিলা কর্মী প্রয়োজন। যোগাযোগ:-**৯১৭-৬৩৫-২৯৯৮**
বি-১০-১২

হাউস মেইড আবশ্যক

ডিক্স হিলস, লং আইল্যান্ডে বাসার কাজ করার জন্য একজন লিভ-ইন হাউস মেইড আবশ্যক। বেতন আলেঅচনা সাপেক্ষ। রেফারেন্স আবশ্যক। কল করুন: **৯১৭-৬৫৭-০৩৭২** বি-০৯-১১

গৃহস্থালীর কাজে মহিলা আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে (ঠিকানা: Massapequa Nassau Long Island NY) বাসায় দৈনন্দিন কাজকর্ম ও গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করার জন্য একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মুসলিম মহিলা আবশ্যক। বয়স ৫০ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা: *বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষের দেখাশোনার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়; * সাধারণ রান্না করতে পারলে অতিরিক্ত ভালো (আবশ্যক নয়)। যে কাজগুলো করতে হবে: * দৈনন্দিন জীবনের কাজে সাহায্য (ADL); * ঘর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ: * বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে (অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর নির্ভর করবে); আগ্রহী প্রার্থী (অথবা তাঁদের পরিবার) মেসেজ অথবা কলে যোগাযোগ করুন: **646-642-7029** বি-০৯-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর “Broadnosh Bagel” এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : **718-600-0923** বি-০৬-১১

House for Rent

1. 3 bd 1 bath, living, 1st & 2nd Flr, 106-30 156th St
2. Astoria 3 bd Apartment.
3. 3 bd 1 bath, Close to E F Train station, 2nd flr,
4. 3 bd 2 bath, living dining, Richmood Hill, 121st St and Atlantic Ave
5. Queens Village 2 bd 1 bath, living, 209th th St & 89th Ave
6. Attic 2 bd 1 bath, Briarwood, 150th St Close to F Train
7. 2bd 1 bath, living, 179th St & Hillside Ave
8. Semi-basement 2 bd 1 bath, 180th St & 90 Ave
9. Semi-basement 1 bd 1 bath, living, 148th St 83rd Ave
10. 1 bd 1 bath, living, 58th St & Avery Blve, $2000
11. 4 bd 2 bath, living dining, between Eton & Jamaica Ave
12. 3 bd 1 bath, living, 2nd flr
13. 2 bd 1 bath, living dining, 170-06 85th Ave, Apt 2D, $3200
14. Studio, 85-15 151 St, $ 1800 including
15. 3 bd 1 bath, big living, 161-12 Normal Rd, close to Parsons Blvd & 86th Ave (after 4:00PM)
16. 3 bd 1 bath, living dining, 188th St & 89th Ave, $2950
17. 1 bd, 1 bath living, 218th St & 90 Ave
18. 3 bd 1 bath, living +dining, 146-13 105th Ave,
19. 3 bd 1 bath, dining, 1st flr, 108-12 171st St
20. 4 bd 2 bath, living, dining, Rent: $3250 +Utility, 156th St & 107th Ave
21. 3 bd, 1 bath, 87-34 143rd St
22. 3 bd 2 bath, 180th St & 90 Ave
23. 3 bd 2 bath, living, dining, 175th St & 89th Ave, $2900+ Utility +gas
24. 3 bd 1 bath, big living, 36th St and Hillside Ave
25. 2 bd 1 bath, living dining, 143rd St & 84th Drive
26. 3 bd 1 bath, big living, dining, $3200 includinng, 1550-10 84th Rd
27. 2 bd 1 bath living, Hillside Ave,
28. 2 bd 1 bath, 168th St & 89th Ave,
29. 3 bd 2 bath, living, dining, 2nd flr, $3200 +bills
30. 3 bd 1 bath 207th St & 89th Ave

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

সেলুনে লোক আবশ্যক

পারিবারিক-বান্ধব একটি সেলুনে কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন লোক আবশ্যক। ভাড়ায় চেয়ার পাওয়া যাবে। লোকেশন: হিলসাইড ও ২১৮ প্লেসের ওপর। যোগাযোগ: স্টিভেন, ফোন: **917-496-7904** বি-১০-১৩

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:
Mohsinpatwary51@gmail.com
B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!
BUY-SELL-LEASE
Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars
Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
EXIT REALTY PRIME
JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

আবশ্যক

কৃষি খামার থেকে সিম তোলা ও ফার্মে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ
917-300-8763
বি- ১২

ড্রাইভার আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত ব্রডনস বেগেল কোম্পানিতে Ford Transit Midsize গাড়ি চালানোর জন্য একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। ফোন/টেক্সট: **718-600-0923**
বি- ১১-১২

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮,Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি।
যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বাসা ভাড়া

লিবার্টি এভিনিউ এন্ড ১৬৫ স্ট্রিট, ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম। ১৮৯ এভিনিউ কুইন্স এ সেমি-বেসমেন্টে ২ বেডরুম ১ বাথরুম। সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন। ফোনঃ **01911-350494**; Email: nazrul208165@gmail.com
বি-০৯-১১

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খান। ফোনঃ **917-365-1401**

MEDICAL CLINIC FOR RENT IN JAMAICA HILLS

1500 Sqft Medical office/clinic, 7 exam rooms, 2 toilets and 5 storage/closets, ready to move in Near Jamaica Muslim Center at 168th Place and Highland Avenue, Jamaica.
For more Information Please call;
917-804-7381
B-08-11

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগঃ মি. খান, ফোন ৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০ বি-০৪-০৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগঃ
347-335-9887
বি-১৪-১৬

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

পাএ-পাএী চাই

17 Years Experience
আপনার স্বপ্নের জীবন সংঙ্গী/সংঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়
Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগঃ নাসের।
ফোনঃ **৯০১-৩৪০-৬৮৬২**; ইমেইলঃ **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোন: 929-636-6816

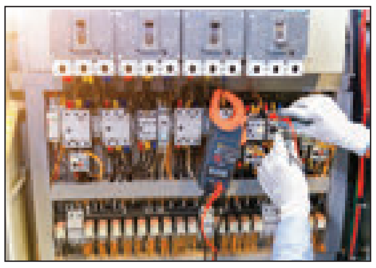

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

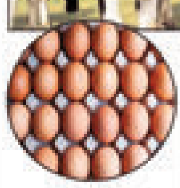

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: 718-298-5696, 718-657-2855

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street (169 Street & Hillside Ave.) Jamaica, NY-11432

Tel: 718-657-3333, 718-657-3334

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke Bellerose, NY-11426

Tel: 718-343-4444, 718-343-4448

www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্‌ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়। যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ। ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Jamaica two family house 6 bedroom, 2 Full bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New St. Albans two family house. 5 badrooms, 4 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

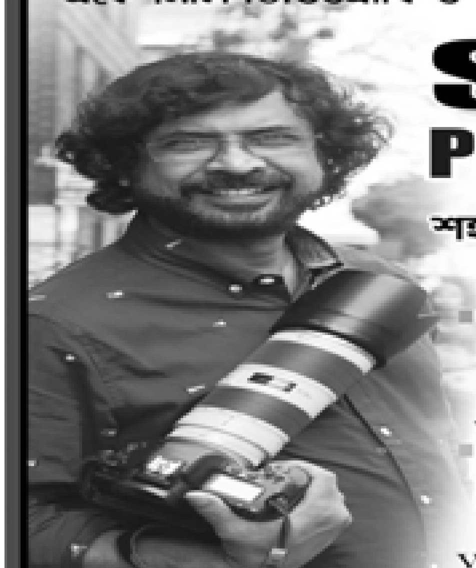

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইলে প্রেসক্রিপশন পাঠাতে অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA

SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION

OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION USA Maa

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Thursday
27 August 2026
বৃহস্পতিবার
২৭ আগস্ট ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ও টেনেসিতে গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

মোহাম্মদ ইউসুফ রাজু

বাংলাদেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশি অভিভাসীদের খুনের ঘটনা। এ সপ্তাহে পৃথক দুটি ঘটনায় নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ও টেনেসিতে দুইজন বাংলাদেশি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে আতংকের পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রুকলিনে গুলিতে বাংলাদেশি ইউসুফ নিহত

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে কর্মস্থলে বন্দুকধারীর গুলিতে মোহাম্মদ ইউসুফ রাজু (৪৪) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৩৯ বছর বয়সী আরেক বাংলাদেশি। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

শাহেদ রানা মহসিন

নিউইয়র্কে সরকারি চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক: নিউইয়র্কে সরকারি চাকরি পেতে আবেদনকারীদের জন্য ২০২৬ সালে এসেছে বেশ কিছু নতুন সুযোগ। বিশেষ করে যারা প্রথমবার সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অংশ *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

নিউইয়র্কে স্কুল খুলছে ১০ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ ডেস্ক : দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি শেষে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে শুরু হচ্ছে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ। শিক্ষাবর্ষ শেষ হবে ২৮ জুন ২০২৭। স্কুল শুরুর আগে নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

আমেরিকায় ‘ভালো’ মুসলিম নেই!

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ বা ইসলামফোবিয়া প্রকট আকার *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ভিসা নিয়ম

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অভিবাসন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি’র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

বাংলাদেশ রিপোর্ট: গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল শুরু হতে যাচ্ছে ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত নূতন শিক্ষা বর্ষ শুরু করতে। অভিভাবকরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সন্তানদের সাথে তাদের স্কুল *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

হিট পাম্প রিবেট পেতে ৩১ আগস্টের মধ্যে যোগাযোগের পরামর্শ

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাড়ির হিটিং ও কুলিং খরচ কমাতে সাম্প্রতিক সময়ে হিট পাম্প প্রযুক্তির প্রতি বাড়ির মালিকদের আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে যারা এখনো পুরোনো গ্যাস, তেলচালিত ফার্নেস কিংবা বয়লার ব্যবস্থা ব্যবহার করছেন, তাদের জন্য জ্বালানি-সাশ্রয়ী হিট পাম্প একটি কার্যকর বিকল্প হতে *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

স্কুল সামগ্রী বিতরণ করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ড. জিসি প্যাট ও ভাই প্রেসিডেন্ট ড. শাহজাদী পারভীন।

শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলসামগ্রী বিতরণ করলো মা ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ রিপোর্ট : নিউইয়র্কের অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘মা ফাউন্ডেশন ইউএ-সএ’ নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর হাতে স্কুলব্যাগসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তুলে দিয়েছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ ফিরতে দেয়া হবে না

-জামায়াত নেতা জোবায়ের

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও দলের মিডিয়া বিভাগের প্রধান এডভোকেট এহসানুল মাহবুব *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

জুলাইয়ের ইয়ান্তেলোভেন

কাজী জহিরুল ইসলাম

২০২৪ সালের আগস্ট মাস একটু দেরিতে এসেছিল। প্রথম পাঁচটি দিন ঘুমিয়ে ছিল জুলাইয়ের পেটের ভেতর। আগস্টের পাঁচ দিন পেটে নিয়ে জুলাই স্ফীত হয়েছিল ছত্রিশ দিনে, এবং জন্ম *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে সামার শিক্ষা সমাপনী

জেএমসির পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ।

বাংলাদেশ রিপোর্ট: জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটি পরিচালিত সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মসজিদের নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছে আল মামুর স্কুল ও *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বনভোজন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

কমলগঞ্জ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন

নিউইয়র্ক: গত ২৩ আগস্ট রোববার বর্ণাঢ্য আয়োজনের *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর : দুই সপ্তাহ রাজপথে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফরকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বরে দুই সপ্তাহের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

দেশপ্রেমের নতুন সার্টিফিকেট ত্যাগীরা কোথায়?

রওশন হক

ইতিহাস কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে ফিরে আসে। শুধু চরিত্র বদলে যায়, সময় বদলে যায়, বদলে যায় ক্ষমতার কেন্দ্র। কিন্তু দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট বিলির রাজনীতি থেকে যায়। *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

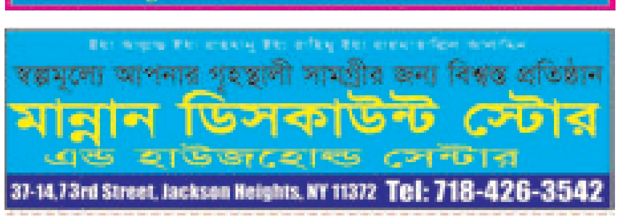

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com